ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■3 January, 2023 ■আগরতলা ৩ জানুয়ারী, ২০২৩ইং ■১৮ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কেন্দ্রের নোটবন্দি সঠিক ছিল ঃ সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স.)।। পুরনো ১০০০ টাকা এবং ৫০০ টাকার নোট বাতিল করার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে যে মামলাগুলি হয়েছিল, সোমবার তার রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। রায়ে বলা হয়েছে, কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে কোনও ভুল ছিল না। আর সেজন্য কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক কোনও সিদ্ধান্তকে পাল্টে দেওয়া যায় না। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, কী ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা বিবেচনা করে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে পাল্টানো যায় না।

প্রসঙ্গত, নোটবন্দির সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে ৫৮টি পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। আবেদনকারীদের যুক্তি, সরকার সঠিক পরিকল্পনা করে এই সিদ্ধান্ত নেয়নি এবং অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত বাতিল করা উচিত। বিচারপতি এসএ নাজিরের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ শীতকালীন বিরতির আগে বাদি-বিবাদি পক্ষের যুক্তি শুনেছিল

এবং ৭ ডিসেম্বর রায়দান স্থগিত রেখেছিল।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বাতিল করে নতুন ৫০০ এবং ২০০০ টাকার নোট চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। কেন্দ্রের যুক্তি ছিল, কালো টাকার রমরমা রুখতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সরকারের তরফে এ-ও দাবি করা হয়েছিল, পুরনো নোট বদল করলে কালো টাকা রাখা ব্যক্তিরা এক দিকে যেমন বিপদে পড়বে, তেমনই ভারতীয় অর্থনীতিতে স্বচ্ছতা আসবে। কিন্তু নোটবন্দি হতেই সম্পূর্ণ অন্য এক চিত্র ধরা পড়ে। দেশ জুড়ে সমস্যার মুখে পড়েন সাধারণ মানুষ। ব্যাঙ্কের বাইরে নতুন টাকা পেতে ভিড় জমাতে শুরু করে মানুষ।

নোটবন্দির কারণে দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়েছে। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত ভারতের অর্থনীতিতে গভীর ক্ষতের মতই থাকবে বলে মনে করেন কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

সোমবার খাড়গে টুইট করেন, নোটবন্দির ফলস্বরূপ এই সময়ের মধ্যে ১২০ জন প্রাণ হারিয়েছে। কোটি কোটি লোক তাদের চাকরি হারিয়েছে, অসংগঠিত ক্ষেত্র ধ্বংস হয়েছে। কালো টাকা কমেনি, বরং বাজারে বেড়েছে জাল নোট। তিনি আরও বলেন, মোদী সরকারের নোটবন্দির সিদ্ধান্ত ভারতীয় অর্থনীতিতে সর্বদা একটি গভীর ক্ষত হয়ে থাকবে।

প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ ২০১৬ সালে নোটবন্দির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব আক্রান্ত শতাধিক, হাসপাতালে ভীড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া,২ জানুয়ারী।। বিলোনীয়া মহকুমার বিলোনীয়া পুর এলাকা, মাছড়া, পূর্ব কলাবাড়ীয়া, বড় পাথুরী, রাধানগর সহ বিস্তির্ন এলাকায় পেট খারাপ, বমি, লেট্রিনের সাথে রক্ত এবং পেটের ব্যাথা ব্যাপক ভাবে রুগী হাসপাতালে ভীড় করছে। মূলত বিলোনীয়া পুরপরিষদ, ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের মাইছড়া, পূর্ব কলাবাড়ীয়া, গাছ বাড়ীয়ায় এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী।

বিলোনীয়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ বিমল কলই জানান মূলত ৩০ ডিসেম্বর থেকে ডাইরিয়ার রুগীর সন্ধান পাওয়া গেছে। বর্তমানে মহকুমার মাইছড়া হাসপাতালে ১১ জন ও বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালে ২৮ জন সহ মোট ৩৯ জন রুগী দুই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এছাড়া হাসপাতালের বহীর্বিভাগে চিকিৎসা করিয়ে বাড়ীতে চিকিৎসা চলছে মাইছড়ায় ৭৯ জন এবং বিলোনীয়ায় ১০ জন মোট ৮৯ জন। তবে অধিকাংশ ডাইরিয়ায় আক্রান্ত রুগী সরাসরি হাসপাতালকে ভরসা না করে বেসরকারি ভাবে ডাক্তার দেখিয়ে আবার অনেকে বিভিন্ন ঔষধের দোকান থেকে ঔষধ সেলাইন নিয়ে বাড়ীতেই চিকিৎসা করাচ্ছেন বলে সূত্রের খবর।

শুধুমাত্র নিয়ম মেনে চলুন ৩০ মিনিট জল ফুটিয়ে ঠান্ডা করে পান করুন এবং কোন কাজ করার পর ভালো ভাবে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে খাওয়া দাওয়া করুন। গতকালের পর আজ মাইছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিদর্শনে গিয়ে সকলের প্রতি এভাবেই আবেদন রাখেন দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার সুব্রত দাস। বর্তমান সময়ে কয়েক দিন ধরে মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় পেটের রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। যার মধ্যে মাইছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীন পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সবচাইতে বেশি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা শহরে ড্রেনে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারী।। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের পাশে ড্রেনে ষাটোর্ধ এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। অজ্ঞাত পরিচয় ওই ব্যক্তি এলাকায় ভিক্ষে করে দিন যাপন করতেন বলে দাবি স্থানীয়দের। সবচেয়ে চাঞ্চল্যের বিষয় হল, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের ২০০ গজের মধ্যে ওই মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে জি বি হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

আজ দুপুরে শ্রীকৃষ্ণ মন্দির এলাকায় স্থানীয় মানুষ ড্রেনের জলে ডুবন্ত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ খবর পেয়ে ছুটে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে জি বি হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এ-বিষয়ে পূর্ব আগরতলা থানার সাব-ইন্সপেক্টর কৃষ্ণধন দেবনাথ জানিয়েছেন, ড্রেনের জলে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁর ধারণা, ওই ব্যক্তি অবচেতন মনে ড্রেনে পড়েছেন এবং ওঠতে পারেননি। তাঁর বয়স ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চভূতে বিলীন এন সি দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/কল্যাণপুর, ২ জানুয়ারী।। পঞ্চভূতে বিলীন হলেন নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। তিনি ত্রিপুরার রাজস্ব ও বন মন্ত্রী ছিলেন। শুধু তাই নয়, শাসক জোট শরিক দল আইপিএফটি-র প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন তিনি। গতকাল ১ জানুয়ারি তিনি প্রয়াত হয়েছেন। আজ খোয়াই জেলায় মহারাণীর নক্সী রাই পাড়ায় পৈতৃক ভিটেতে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। এদিন তাঁকে আকাশবাণী কার্যালয়, ত্রিপুরা বিধানসভা এবং সচিবালয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।

আজ সকালে প্রথমে প্রয়াত রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মার মরদেহ আকাশবাণী কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে। সেখানে আকাশবাণীতে তিনি দীর্ঘদিন স্টেশন ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আকাশবাণী-র কর্মীরা তাঁকে ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এরপর তাঁর মরদেহ নেওয়া হয়েছে ত্রিপুরা বিধানসভায়। সেখানে বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী , কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ সহ অন্যান্যরা ফুলমালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তারপর তাঁকে সচিবালয়ে নেওয়া হয়েছে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা, পরিবহণ মন্ত্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হীরাছড়ায় ৫০০ একর জায়গায় হবে নতুন বিমানবন্দর ঃ সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারী।। নতুন বছরেই বড় খবর শুনালেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। ঊনকোটি জেলার হীরাছড়ায় ৫০০ একর জায়গায় হবে নতুন বিমান বন্দর। আজ ফটিকরায় মন্ডল আয়োজিত সুবিশাল সংকল্প রেলীতে অংশ নিয়ে এই সংবাদ শুনিয়েছেন তিনি। সাথে তিনি কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের মিতালির জন্য বিঁধেছেন।

এদিন তিনি বলেন, কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা মানুষের অহীতকারী অসুরিয় শক্তি। তাঁরা মিলেই ২৫ বছর ত্রিপুরার মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। দূর্গারূপী নারী শক্তিরাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পথে এই অসুর শক্তিকে বধ করবে।

সোমবার ঊনকোটি জেলায় বেশ কয়েকটি কর্মসূচিতে যোগ দেন তিনি। প্রথমেই চন্ডিপুর বিধানসভার মূর্তিছড়া চা-বাগানের শ্রমিকদের সাথে মত বিনিময় করেন। সবশেষে ফটিকরায়ের জগন্নাথপুর বাগান পাড়ায় চা শ্রমিকদের সাথে মত বিনিময় বৈঠক করেন। এদিন একজন চা-শ্রমিকের বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজনও করেন তিনিন

এদিন বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ঊনকোটি বিশ্ব মানচিত্রে স্থান পেতে চলেছে। ফলে, এই জেলায় বিমান বন্দরের ভীষণ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাঁর কথায়, বামেদের ব্যর্থতার কারণেই চালু বিমানবন্দর বন্ধ হয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, প্রত্নতাত্বিক বিভাগের শাখা খোলার পাশাপাশি কৈলাসহরে বিমানবন্দর চালুর বিষয়ে সংসদে জোরালো দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। ঊনকোটির সৌন্দর্য ও গরিমা তাজমহল থেকে কোনো অংশে কম নয়। বর্তমান সরকারের যথার্থ প্রচার প্রসারের ফলে ঊনকোটি ইউনেস্কোর সম্ভাব্য তালিকায় উঠে এসেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়া স্টেশনে গাঁজাসহ আটক তিন মহিলা রেলযাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারী।। বহিঃরাজ্যে গাঁজা পাচার অব্যাহত। এবার অভিনব পন্থা অবলম্বন করে রেলপথে গাঁজা পাচার করতে গিয়ে রেল পুলিশের হাতে আটক বহিরাজ্যের ৩ মহিলা পাচারকারী। উদ্ধার করা হয়েছে ১৫ কেজি ৭০০ গ্রাম শুকনো গাঁজা।

তেলিয়ামুড়া জি.আর.পি পুলিশের কাছে খবর আসে রেল পথে তেলিয়ামুড়া ত্রিশাবাড়ি রেল স্টেশন থেকে রানী কমলাবতি এক্সপ্রেসে চেপে গাঁজা নিয়ে বিহারের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবে ৩ মহিলা। সেই খবরের উপর ভিত্তি করে তেলিয়ামুড়া জি.আর.পি পুলিশ ত্রিশাবাড়ি রেলস্টেশন চত্বরে ওত পেতে বসে থাকে সাদা পোশাকে। যথারীতি সেই খবর মতো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহারাণীপুরে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন প্রয়াত রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মার। ছবি নিজস্ব।

কংগ্রেসের ৮৫তম জাতীয় সম্মেলন শুরু ২৪ ফেব্রুয়ারী

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স.)।। এ বছর ফেব্রুয়ারিতে ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরে কংগ্রেসের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। কংগ্রেস সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কেসি ভেনুগোপাল সোমবার দলের সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, কংগ্রেসের ৮৫তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ২৪ থেকে২৬ ফেব্রুয়ারি রায়পুরে অনুষ্ঠিত হবে।

ভেনুগোপাল বলেন, কংগ্রেস এই সময়ের মধ্যে প্রধানত ছয়টি বিষয়ে আলোচনা করা হবে। দলের নেতারা রাজনীতি, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক সমস্যা, কৃষক ও কৃষি, সামাজিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করবুকে দুই ব্যক্তির বিবাদ দায়ের কোপে গুরুতর এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারী।। বৌদ্ধ মন্দিরে ভাত রান্না নিয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে বচসা। শেষ পর্যন্ত দায়ের আঘাতে গুরুতর আহত একজন। ঘটনাকরবুক মহকুমার আইলমারা এলাকার বৌদ্ধ মন্দিরে। জানা যায়, ভাত রান্না করাকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তির দায়ের আঘাতে গুরুতর আহত আহত অপর এক ব্যক্তি। আহত ব্যক্তির নাম থৈঙ্গ মগ, বয়স ৬০ বছর।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় আইলমারা এলাকার এক বুদ্ধ মন্দিরে থৈঙ্গ মগের সাথে অপর এক ব্যক্তি থাকতো। মন্দিরে ভাত রান্না করাকে কেন্দ্র করে দুই জনের মধ্যে বিবাদ হয়। এখন থৈঙ্গ মগের সাথে থাকা ব্যক্তি ধারালো দা দিয়ে থৈঙ্গ মগের মাথায় ও মুখে কোপ দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে থৈঙ্গ মগের পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং আহত থৈঙ্গ মগকে উদ্ধার করে শান্তিরবাজার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেলাঘরে নাশকতার আগুনে পুড়ল অটো

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারী।। নাশকতার আগুনে পুড়লো যাত্রীবাহী অটো। ঘটনা মেলাঘর পূর্ব চন্ডিগড় টাওয়ার চৌমুহনী মসজিদ সংলগ্ন পূর্ব চন্ডিগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার সিরাজ মিঞার অটো। জানা যায় গত পাঁচ মাস আগে এই অটো গাড়ি ক্রয় করেছিলেন সিরাজ মিঞা, কিন্তু আয়ের একমাত্র উৎস এই অটো গাড়িটি। রবিবার রাতে তার উঠোনে রাখা ছিল অটো গাড়িটি।

কিন্তু গাড়িটিতে আগুন লাগিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। পরবর্তী সময়ে পরিবারের লোকজনদের আগুনের তাপে ঘুম ভাঙ্গে, দেখতে পায় গাড়িতে আগুন জ্বলছে। সাথে সাথে ফোন করা হয় মেলাঘর দমকল কর্মীদের। কিন্তু দীর্ঘ আধ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেল মাত্র ১ কিমি পথ অতিক্রম করে আসেন নি মেলাঘর ফায়ার স্টেশনের দমকল কর্মীরা। শেষ পর্যন্ত কাকড়াবন ফায়ার স্টেশনের কর্মীদের অবগত করা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নৃপেন চক্রবর্তীর উস্কানীতেই রাজ্যে সন্ত্রাসবাদের দৌরাত্ম্য ছিল, জানালেন মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারী।। নৃপেন চক্রবর্তীর উস্কানীতেই এই রাজ্যে সন্ত্রাসবাদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। সোমবার ১৮ সূর্যমনিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বাঘমারা পঞ্চায়েতের ৪৬ নং বুথে সাংগঠনিক সভায় বলেন মন্ত্রী রাম প্রসাদ পাল।

সোমবার ১৮ সূর্যমনিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বাঘমারা পঞ্চায়েতের ৪৬ নং বুথে বুথ কমিটি, বুথের পৃষ্ঠা প্রমুখ, মহিলা মোর্চা , যুব মোর্চা ও বিভিন্ন মোর্চার কর্মীদের সাথে সাংগঠনিক সভায় মিলিত হন মন্ত্রী রাম প্রসাদ পাল। মন্ত্রী রাম প্রসাদ পাল আরো বলেন দীর্ঘ দিন এই রাজ্যে কংগ্রেস ও সিপিএম সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিল। ২০১৮ সালে মানুষ মুক্তির স্বাদ পায়। আর তাই মানুষ এই দুই দলের পাশে নেই। সন্ত্রাসবাদ বা রাজনৈতিক খেলার মাধ্যমে মানুষকে হত্যা করে ক্ষমতায় টিকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আসছেন অমিত শাহ, ধর্মনগর ও সাব্রুমে রথযাত্রার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর/ শান্তিরবাজার, আগরতলা, ২ জানুয়ারী।। ত্রিপুরায় বিজেপির রথযাত্রা, অর্থাৎ 'জন বিশ্বাস যাত্রা'র সূচনা করতে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আগামী ৫ জানুয়ারি উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা এবং দক্ষিণ জেলার সাব্রুমে রথ যাত্রার সূচনা করবেন তিনি। তাঁর সফরকে কেন্দ্র করে আজ সোমবার প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করতে ধর্মনগর এবং সাব্রুমে গেছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। ধর্মনগরের বিবিআই মাঠ এবং সাব্রুম কলেজ সংলগ্ন মাঠে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাস্থলের যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেছেন তিনি।

এদিন সকালে হেলিকপ্টারে চেপে মুখ্যমন্ত্রী ধর্মনগর যান।

সেখানে ওএনজিসির হেলিপ্যাডে নেমে তিনি সোজা চলে যান বিবিআই মাঠে। কদমতলা থেকে বিজেপির রথ যাত্রার সূচনা ঘিরে ধর্মনগরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভার আয়োজন করা হয়েছে। তারই ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তাঁর সাথে ছিলেন উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, যুবরাজনগরের বিধায়ক মলিনা দেবনাথ, উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক ও পুলিশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অন্য মহিলার সাথে পরকীয়ায় লিপ্ত দমকল কর্মী স্বামীকে ভাড়া বাড়িতে গিয়ে ধরল স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারী।। সামাজিক ব্যভিচার দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন যোগেন্দ্রনগর সাহা পাড়ার বাসিন্দা সরকারি কর্মচারী এক ব্যক্তি স্ত্রী কন্যাকে বাড়িতে রেখে অপর এক মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে ভাড়া বাড়িতে বসবাস করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিম মহিলা থানার অন্তর্গত মিলন সংঘ এলাকায় স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক ধরে ফেলেন স্ত্রী। অভিযুক্ত স্বামীর নাম বিশ্বজিৎ মালাকার। পেশায় সরকারি কর্মচারী তিনি অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে কর্মরত।

বর্তমানে করবুক ফায়ার স্টেশনে কর্মরত। বাড়ি যোগেন্দ্রনগর সাহা পাড়ায়। বাড়িতে স্ত্রী ও কন্যা সন্তান রয়েছে। স্ত্রী ও কন্যা সন্তান থাকা সত্ত্বেও বিশ্বজিৎ মালাকার নামে অগ্নি নির্বাপক দফতরে কর্মরত ওই ব্যক্তি অপর এক মহিলার প্রেমের ফাঁদে পড়ে তাকে বিয়ে করে মিলন সংঘ এলাকায় ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করে।

খবর পেয়ে প্রথম পক্ষের স্ত্রী ভাড়াবাড়িতে গিয়ে তার স্বামী ও অবৈধভাবে বিয়ে করে বসবাস করা মহিলাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তাতে হট্টগোল শুরু হয়। খবর পাঠানো হয় আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানায়। খবর পেয়ে পুলিশের ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং অবৈধ সম্পর্কের জড়িয়ে বিয়ে করা মহিলা ও বিশ্বজিৎ মালাকারকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জোলাইবাড়িতে সদ্যোজাত শিশু উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া , ২ জানুয়ারী।। সোমবার বিকেলে চাইল্ড লাইনের হাতে সোমনাথকে তুলে দিল-বিলোনিয়া চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান লক্ষণ মালাকার সহ অন্যান্য সদস্যরা।

দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার জোলাইবাড়ি হাসপাতালের সামনে পরিত্যক্ত জায়গাতে একটি সদ্যোজাত শিশুকে পড়ে থাকতে দেখে প্রত্যক্ষদর্শীরা দিয়ে আসে হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মীদের কাছে। সাথে সাথে দেওয়া হয় চিকিৎসা পরিষেবা, প্রাথমিক চিকিৎসার পর অনাথ শিশুটিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিকে।

খবর পেয়ে ছুটে যায় ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান লক্ষণ মালাকার সহ অন্যান্য সদস্যরা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯ ◘ সংখ্যা ৮৩ ◘ ৩ জানুয়ারি ২০২৩ইং ◘ ১৮ পৌষ ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

বেকারত্বই দুশ্চিন্তার কারণ

রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের নির্বাচনের প্রাক্কালে একসাথে বারো শতাংশ মহার্ঘ ভাতা প্রদান করিবার ফলশ্রুতিতে কর্মচারী মহল কিছুটা শান্ত হইলেও বেকার সমস্যার সমাধানে রাজ্য সরকার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাইতে পারেনি। সরকারিভাবে শূন্য পদ সৃষ্টির যে তালিকা জনসমক্ষে তুলিয়া দুইবার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহার পাশাপাশি শূন্য পদে নিয়োগের যে তথ্য প্রদান করা হইয়াছে তাহার মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক পদে নিয়োগ করা সম্ভব হয় নাই। ইহা বর্তমান সরকারের সাফল্যকে অনেক ক্ষেত্রেই লঘু করিয়াছে। স্বাভাবিক কারণেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বেকারত্বই বর্তমান সরকার ও শাসক দলের কাছে গলার কাটা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে এই কথা অনস্বীকার্য যে বেকারত্ব শুধুমাত্র আমাদের রাজ্য ত্রিপুরাতেই নয় গোটা দেশেই বেকারত্ব এক জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যেও তাহা প্রমাণিত। গোটা দেশ যখন বেকারত্বের জ্বালায় দগ্ধ। লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতী যখন চাকরির জন্য হাহাকার করিতেছেন, তখনই কেন্দ্রীয় সরকারি বিভিন্ন পদে শূন্যপদ নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। সংসদে কেন্দ্র স্বীকার করিয়া নিল, শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদেই শূন্যপদের সংখ্যাটা ১০ লক্ষের কাছাকাছি।সংসদে কংগ্রেস সাংসদ দীপক বৈজের করা একটি লিখিত প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক জানাইয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকারি বিভিন্ন পদে এই মুহূর্তে শূন্যপদের সংখ্যা ৯ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩২৭ জন। মন্ত্রক জানাইয়াছে, কেন্দ্র সরকারের সব পদ মিলিয়ে যেখানে ৪০ লক্ষ ৩৫ হাজার ২০৩ জন কর্মী থাকার কথা, সেখানে এই মুহূর্তে কর্মী রহিয়াছেন ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮৭৬ জন। কেন্দ্রের দাবি, গত অর্থবর্ষে প্রায় ১ লক্ষ ৪৭ হাজার শূন্যপদ পূরণ করা হইলেও শূন্যপদের সংখ্যাটা এখনও ১০ লক্ষের কাছাকাছি।শূন্যপদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি রেল দপ্তরে। রেলে মোট কর্মী থাকিবার কথা ১৫ লক্ষ ১৪ হাজার ৭ জন। সেখানে এই মুহূর্তে রেল চলিতেছে ১২ লক্ষ ২০ হাজার ৬৪ জনকে নিয়ে। অর্থাৎ স্রেফ রেলেই শূন্যপদের সংখ্যাটা ২ লক্ষ ৯৩ হাজারের বেশি। রেলের পরই সর্বোচ্চ শূন্যপদ রয়েছে নাগরিক সুরক্ষা বিভাগে। এই বিভাগে শূন্যপদের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৬৪ হাজার। অমিত শাহর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককেও শূন্যপদের সংখ্যাটা প্রায় ১ লক্ষ ৪৩ হাজার। খোদ প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির দপ্তরেই শূন্যপদের সংখ্যাটা মোট কর্মীর এক তৃতীয়াংশ।স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠিয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকারি পদেই যখন এত শূন্যপদ তাহা হইলে কর্মী নিয়োগে কেন্দ্রের এত ঢিলেমি কেন? এই ১০ লক্ষ শূন্যপদ পূরণ করিলেও বেকার সমস্যার কিছুটা সমাধান হইতে পারে। কেন্দ্র অবশ্য যুক্তি দিয়াছে শূন্যপদ পূরণে তাহারা উদ্যোগী। প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই দেশ জুড়িয়া রোজগার মেলা শুরু করিয়াছেন। ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচন। নির্বাচন যত অগ্রসর হইতেছে ততই কেন্দ্রীয় সরকারের টনক নড়িতেছে। সেই কারণেই হয়তো শূন্য পথ পূরণের উপর কিছুটা নজর দিয়ে আছে কেন্দ্রীয় সরকার। তথ্য অভিজ্ঞ মহলের দাবি হিমাচল প্রদেশ বিধানসভা বিজেপির হাতছাড়া হওয়া এবং দিল্লি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন বিজেপির হাতছাড়া হওয়ার পর ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জয় পরাজয় নিয়া শাসক দল বিজেপি রীতিমতো সংশয়ে পড়িয়াছে। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করিয়া বিলম্বে হইলেও বেকারদের কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সিন্ধুতে বিন্দুমাত্র।

নেতাদের কাজ সম্পর্কে ফের সচেতন করলেন তৃণমূলনেত্রী

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি. স.) : কাজ সম্পর্কে দলের নেতাদের ফের সচেতন করে দিলেন তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নজরুল মঞ্চে তিনি এ ব্যাপারে মন্তব্য করেন।

তাঁর কথায়, ”নেতাদের দুর্নীতিতে নজরদারি রাখতে হয়। কে ঠিক করে কাজ করে, সেটা দেখতে হয়। কৈফিয়ত তো পঞ্চায়েতকে নয়, আমাকে দিতে হবে মানুষের কাছে। একটা পোকা ধানে জন্মায়। সেটাকে বিনাশ না করলে আগেই নষ্ট করতে হবে। নাহলে সমূলে বিনাশ প্রত্যেকের নিজস্ব কাজ আছে। এখন তো সরাসরি টাকা হাতে পায় সবাই। সেটাকে কন্টোল করার জন্য নজরে রাখতে হয়। আমিও কিন্তু দলের উর্ধ্বে নই, মানুষের উর্ধ্বে নই। রোজ আমার রুটিন মেনে চলি।”

এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ”'দিদির সুরক্ষাকবচ' নামটি দেওয়া তৃণমূলের আইটি সেলের। এর আগে বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'দিদিকে বলো' নামে কর্মসূচি বহুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। আর তা 'দিদির সুরক্ষাকবচ' সূচনাকে একধাপ এগিয়ে দিয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। সরকার যে কাজ করছে, করুক। পাশাপাশি পার্টির কাছেও কিছু অভিযোগ আসে। তা এলে কাজ করতে হবে দলীয় স্তরে। অনেক প্রযুক্তিগত সমস্যা থাকে। কিন্তু মানবিক কারণে তা এড়িয়ে সমাধানের কাজটা আগে করতে হবে।”

“সৃজন”-এর গ্রামীণ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি. স.) : রতনপুরের সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান ”সৃজন” এ ইংরেজি নববর্ষে একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন হল। প্রতিষ্ঠানটি বীরভূম জেলার কোপাই স্টেশনের কাছে রতনপুর গ্রামে গড়ে উঠেছে। এটি শান্তিনিকেতন থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে, কোপাই স্টেশনের কাছেই একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন গ্রাম রতনপুর। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য দুজন মিলে এখানে গড়ে তুলেছে গ্রামীণ গ্রন্থাগার। মূল লক্ষ্য গ্রামের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও মানুষদের জন্য বিনামূল্যে পড়ার জন্যে বই দেওয়া। পয়লা জানুয়ারি এই গ্রামীন গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আর্কাইভের আর্কিভিষ্ট ডক্টর মধুরিমা সেন। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং সেন্ট পলসস্কুলের শিক্ষক মাননীয় গৌতম ভট্টাচার্য্য। আশেপাশের গ্রামের কিছু মানুষজন ও সৃজনের ছাত্র-ছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণ করেছিলেন। ডঃ মধুরিমা সেন ফিতে কেটে ও প্রদীপ প্রোজ্জ্বলন করে গ্রন্থাগার উদ্বোধন করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে উৎসাহ ব্যঞ্জক বার্তা পৌঁছে দেন তিনি ও গৌতম ভট্টাচার্য্য। প্রত্যেক রবিবার এই গ্রন্থাগার সকলের জন্য খোলা থাকে। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রথমে ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রায় ৩০০ বই নিয়ে এই গ্রন্থাগার শুরু করেন।

গত কয়েক মাসে আরো কিছু মানুষ প্রায় ২০০ বই পাঠিয়ে এই গ্রন্থাগারকে সাহায্য করেছেন। এখানে বিভিন্ন ধরনের গল্প বই, নীতি শিক্ষার বই, সাধারণ জ্ঞানের বই ও অন্যান্য বই রয়েছে যা গ্রামের যে কোন মানুষ বা ছাত্র-ছাত্রী বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন। পড়ার পর সেই বই গ্রন্থাগারে ফেরত দিয়ে আবার নতুন বই তোলা যাবে।

বাঁকুড়ায় ধান বোঝাই গাড়ি উল্টে চার জনের মৃত্যু

বাকুঁড়া, ২ জানুয়ারি (হি. স.) : ধান বোঝাই গাড়ি উল্টে প্রান গেল চার জনের। রবিবার সন্ধ্যার পর বিষ্ণুপুর -পাত্রসায়ের রোডের জনতা মোড়ের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তালডাংরার বিবড়দ থেকে ধানের বস্তা বোঝাই একটি গাড়ি বর্ধমানের রায়না যাচ্ছিল।বিষ্ণুপুর -পাত্রসায়র রোডের জনতা মোড়ের কাছে গাড়ির সামনের চাকা ফেটে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি উল্টে যায়। গাড়ির ছয় আরোহী এই দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়। খবর পেয়ে রাধানগর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় মানুষের সহায়তায় আহতদের বিষ্ণুপুর হাসপাতালে পাঠানো র ব্যবস্থা করেন। আহতদের মধ্যে চারজন রবিবার রাতেই মারা যায়। বাকী দুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।মৃতদের পরিচয় না পাওয়া গেলেও সকলেই বর্ধমানের রায়নার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

তিনটি আপ্ত-বাক্য দিয়ে আমাদের সময়কে নির্দিষ্ট করা যায়

এক - প্রথাগত সমাজতন্ত্র মৃত। শুধু ভৌগলিক অস্তিত্বের বিচারেই মৃত তা নয়। জ্ঞানচর্চার মানদণ্ড হিসাবেই তা মৃত। লেনিনীয় 'নিউ ইকনমিক পলিসি'র ধারায় উদ্ভাবনী ছকে বিকাশমান হওয়ার পরিবর্তে 'কমান্ড ইকনমি'র মডেলে পর্যবসিত প্রথাগত সমাজতন্ত্রের জ্ঞানকাণ্ডকে অঁকড়ে নতুন বামপন্থার আদর্শকে পরিণতি দেওয়া সম্ভব নয়। এই মৃত্যুর মধ্যে শেকস্পীরিয় ট্রাজিডির সমস্ত লক্ষণ অনুপস্থিত। সেটা লেনিন থেকে স্তালিভেন পুরো ব্যাপারটার পর্যুদস্ত হওয়ার মধ্যে যেমন প্রতিফলিত হয়, তেমনিভাবে দেখা যায় বিশ্বাসের শেষ আশ্রয়-স্থল কম্যুনিস্ট চীনের পুঁজিবাদী ধারায় ক্রম-পরিণতি প্রাপ্তির সমূহ লক্ষণের মধ্যেও। মিখাইল গর্বাচভের সোভিয়েত ইউনিয়ন এমনকি অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মও সঠিক ধারায় নিয়ে যেতে পারেনি। আশির দশকে গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রোইকার শ্লোগান তুলে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক হঠকারিতার যে দৃষ্টান্ত গর্বাচভ এর আগে রেখে গেছেন তাতে করে ঐ একই কালপর্বের দেং শিয়াও পিং-এর তুলনায় তাঁকে রাজনীতিতে নাবালক শিশু ভাবলে খুব একটা বাড়িয়ে বলা হয় না। এলান বাদিয়্যুযাই বলুন না কেন, এক ধরনের পথ না-পাওয়ার অলিঘুলিতে হারিয়ে গেছে আদি সাম্যবাদী রূপকল্প ও ভাবাদর্শ। বাজার, গণতন্ত্র, মানবাধিকারএই তিনটি পাল্টা সমালোচনার মুখে হারিয়ে গেছে প্রথাগত সমাজতন্ত্রের একদার আকর্ষণী-ক্ষমতা।

দুই - আধুনিক পুঁজিবাদও বার্লিনের দেয়াল ধসে পড়ার গত দুই দশকে আমাদের জন্য কোনো আদর্শিক পথ-বিকল্প হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ও-রকম হওয়ার সম্ভাবনাও তার শোণিতে কখনো প্রবাহিত ছিল না। পুঁজিবাদ যা বলছে সে আসলে তা না। দেশে দেশে আধুনিক পুঁজিবাদ প্রবৃদ্ধির নামে সৃষ্টি করছে সম্পদ ও সুযোগের প্রকট বৈষম্য। নাগরিক-জীবন হয়ে পড়ছে মানবাধিকারবিহীন। 'আমরা' এবং 'ওরা'এই দুই পরস্পর- বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ছে বিশ্ব-পুঁজিবাদ। জগতজোড়া পরিবেশের বিপর্যয় নেমে এসেছে। অনেক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ নিজেই হয়ে পড়ছে তার বিঘোষিত গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। এমনকি বিশ্বায়নের যুগে পশ্চিমা-ধাঁচের আধুনিকতার বিরুদ্ধে নিজেদের স্বাধীন বিকাশের'নিজেদের আধুনিকতা দাবি করার পরিসরও অনেকগুণে কমে এসেছে। সবাইকে এক কাতারে ফেলে একই আধুনিকতার মানদণ্ডে ও ছাঁচে গড়ে তোলার বিশ্ব-পুঁজিবাদী 'প্রকল্প' অসমাপ্ত থেকে গেছেমানুষের দৈনন্দিনের রুটি- রুজি ও আত্মসম্মানের সাথে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারও অনেক দেশে অর্জন সম্ভবপর হয়নি। বেড়েছে 'গ্লোবাল পভার্টি', শুধু তা-ই নয়। উল্টো দেশে দেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে উগ্র জাতীয়তাবাদ, সন্ত্রাস দমনের নামে অযাচিত মোড়লীপনা, রাষ্ট্র- ব্যর্থতাকে ঢাকতে গিয়ে দাতা দেশগুলোর গ্রহণ করা সুশাসনের প্রকল্পগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছে রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতায় ও জন-অধিকারের দৈনন্দিন লঙ্ঘনে। 'এক-বিশ্ব এক- সুপার পাওয়ার' মডেলে সুপার- সাম্রাজ্যবাদ নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থানকে সবার দৃষ্টিগোচর রাখার জন্য মাঝেমধ্যেই হাইপার- ক্ষমতায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে জড়িয়ে পড়ছে একেকটা নির্থক, নিষ্ফল ও দীর্ঘস্থায়ী আঞ্চলিক যুদ্ধে, যা ফুকোয়ামা- প্রস্তাবিত 'ইতিহাসের পরিসমাপ্তি'র গত দুই দশকেও কোনো শুভ গণতান্ত্রিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। এই বিশ্ব-পুঁজিবাদ কীভাবে আমাদের আদর্শ হতে পারে?

তিন- তার পরও মানবিক সার্বজনীনতার বোধ, লোভসর্বস্ব আত্মরতির সমাজের বিপরীতে পরার্থপরতার তাগিদ, পরিবেশ রক্ষা করে স্বস্তির সাথে আগামী কালকে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি, সর্বোপরি, এক বৈষম্যমুক্ত স্বাধীন গণতান্ত্রিক মানবিক সমাজের স্বপ্ন আমাদের মধ্যে এখনো জাগ্রত। এই স্বপ্ন কী করে জন্মায় আমাদের মধ্যে, কী করে যৌথভাবে আমরা একই স্বপ্নের ভেতরে শেষ আশ্রয়স্থল খুঁজে পাই তার মনঃসমীক্ষণ আমাদের অজানা। কিন্তু যৌথতার স্বপ্ন জন্মায়। ক্ষমতাবলয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে থাকার পরও আমরা আমাদের শুভ বোধকেআমাদের নির্দোষ মানবিকতাকেবাঁচিয়ে রাখি। মিশেল ফুকো যেমন বলেছিলেন, যেখানেই ক্ষমতার অস্তিত্ব সেখানেই প্রতিরোধ দানা বাঁধে।

আজ তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে অন্য ইউটোপিয়ার, অন্য জ্ঞানকাণ্ডের, অন্য সাধনপ্রণালীর। অন্য সমতাবাদী সমাজের জরুররত আজ। এই সমতাবাদী সমাজ হবে নতুন মানবিকতারযা বাজার ও রাষ্ট্র, ব্যক্তিস্বার্থ ও পরার্থপরতা, জাতি- ধর্ম-বর্ণ- লিঙ্গ বিচিত্রবিধ পরিচিতির অস্তিত্বরক্ষা ও বিশ্বজনীন সার্বজনীনতা, প্রবৃদ্ধি ও ন্যায়বিচারের মধ্যে নিরন্তর সাযুজ্য বিধান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই নতুন সমতাবাদী সমাজ পাশ্চাত্য- কেন্দ্রিক ইতিহাসকে অবলীলায় বিশ্ব- ইতিহাসের মূলধারা বলে শিরোধার্য করবে না, যেমন নির্বিচারে গ্রহণ করবে না প্রাচ্য-কেন্দ্রিক ইতিহাসের প্রস্তাব।

এই নতুনের অবয়ব আমরা এখনো জানি না, তাত্ত্বিকভাবেই এর চেহারা এখনো অনেকটাই ছায়াচ্ছন্ন, বাস্তবে তা অনুশীলনের সব নিয়ম এখনও আমাদের করায়ত্ত হয়নি। এই নতুন সমতাবাদী সমাজ এখনো সম্ভাবনার বলয়ে। অথবা অন্য অর্থে, এটা হচ্ছে প্রায়-অসম্ভবের প্রস্তাব, যা আমাদের প্রতিদিনের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে আছে কিন্তু যা আমাদের চিন্তায় এখনো প্রথিত হয়নি। যা সম্ভব তা-ই শ্রেয় নয়। যেমনটা যা সম্ভব ছিল প্রথাগত সমাজতন্ত্রে বা আধুনিক পুঁজিবাদেতো কালের বিচারে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। যা শ্রেয়োতর তা ছিল অসম্ভব, তাকে আমরা এখনও ধরায় পাইনিনিজেদের জ্ঞানচর্চাতেও প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। এক অর্থে এই নতুন সমতাবাদের স্বপ্ন আমাদের এত দিনের ক্রমাগত ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ব্যর্থতাজাত চরম উপলব্ধি। অন্য অর্থে, এটা আমাদের চালিত করে এক অনির্দেশ্য গন্তব্যে। আমাদের আরও একটি গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা জয়ের স্বপ্ন দেখায়। কিন্তু তার জন্য এতকাল উঠতে উঠতে গিরিশৃঙ্গের যে অবস্থানে গিয়ে আমরা আটকে গেছি, সেই অবস্থান থেকে আবারও মোহমুক্ত হয়ে নেমে আসতে হবে আমাদের, পরাজয়ের মধ্য দিয়েই নেমে আসতে হচ্ছে, হয়তো নেমে আসতে হবে একেবারে শুরুর বিন্দুতে, যেখান থেকে এক শোষণমুক্ত মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একদা আমাদের ও আমাদের পূর্বপুরুষদের যাত্রা শুরু হয়েছিল।

৩. আমরা তৃতীয় একটি পথ খুঁজছি। একে কেউ 'মধ্যপন্থা' বলতে পারেন, 'অন্যপন্থা'ও বলতে পারেন। এর সংজ্ঞা একেকজনের বিচারে হবে একেকরকম। অর্থাততৃতীয় পথও কোন নির্দিষ্ট সুসংজ্ঞায়িত মতাদর্শ নয়। বিভিন্ন ধরনের পুঁজিবাদের বা বিভিন্ন ধরনের সমাজতন্ত্রের ন্যায় বিভিন্ন ধরনের 'তৃতীয় পথ' খুঁজে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে যারা তৃতীয় পথের কথা ভেবেছিলেন সেসব মতবাদকে এক ঝলক বিচার করলেই এর মধ্যে নানা ঝোঁকের অস্তিত্ব চোখে পড়বে।

একসময় এদেশের 'মস্কোপন্থী' বামধারার সাহিত্যে 'অপুঁজিবাদী বিকাশ'-এর তত্ত্ব আলোচিত ছিল। সদ্যস্বাধীন তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে না-পুঁজিবাদ না-সমাজতন্ত্র এমন একটি মধ্যপন্থার প্রয়োজনীয়তা অপুঁজিবাদী বিকাশের সোভিয়েত তাত্ত্বিকেরা (উলিয়ানভস্কি, ব্রুটেনস প্রমুখ) সত্তরের দশকে জোরে-শোরে তুলে ধরেছিলেন। এর বিপরীতে, এদেশের 'চীনপন্থী' বামধারার সাহিত্যে বলা হত মাও-কথিত 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের' কথাযা (স্তর-বিচারে) বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হলেও কার্যত তা সমাধা হবে শ্রমিক শ্রেণির (বাম) নেতৃত্বে। কালের প্রবাহে সেসব তত্ত্ব হারিয়ে গেছে। এর স্থান গ্রহণ করেছে উন্নয়নবাদী জ্ঞানকাণ্ড। প্রবৃদ্ধি যথেষ্ট হল কিনা, দারিদ্র কমল কিনা, বৈষম্য কিছুটা পরিমাণে কমল কিনা, 'মানব-উন্নয়নের' সূচকগুলোয় অগ্রগতি এল কিনা, 'সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী' প্রসারিত হল কিনাএসব আলোচনার মধ্যে সংকীর্ণ হয়ে গেল প্রগতিশীল জ্ঞানকাণ্ডের বৃহত্তর চর্চা। এমনকি উন্নয়নবাদী বিতর্কে অংশ নিয়ে যারা মানবাধিকারের কথা তুললেন তারাও বিষয়টাকে শেষাবধি সীমিত রাখলেন 'উন্নয়নের জন্য মানবাধিকার' প্রশ্নে। উন্নয়নবাদী বিতর্কের একটি বড় সীমাবদ্ধতা এই যে, উন্নয়নে রাজনৈতিক আন্দোলনের বা বৃহত্তর অর্থে সামাজিক/গণ-আন্দোলনের ভূমিকাকে প্রান্তবর্তী বিষয়ে পরিণত করা হয়। নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষের স্বাধীন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও গণ-উদ্যোগকে উন্নয়নবাদী জ্ঞানকাণ্ডের ভেতরে অনেকটাই নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় দেখা হয়। এর ফলে এদেশে গণ-আন্দোলনের ও গণ-সংগঠনের এলাকাগুলো একে একে ছেড়ে দেয়া হলো 'সেবা প্রদানকারী' বেসরকারী এনজিও সংস্থার হাতে। বিশেষত ২০০০-এর দশকে এই ধারা এদেশে ও অন্যত্র সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রচলিত উন্নয়ন-মডেলের বিকল্প হিসেবে নতুন ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা কিভাবে গড়ে উঠতে পারে সেই আলোচনাকে সামাজিক অনুশীলনের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরিয়ে কক্ষচ্যুত ও লক্ষ্যচ্যুত করে ফেলা হল এভাবেই এক- অর্থে। কোন ষড়যন্ত্র-তত্ত্বের আশ্রয় নেয়া ছাড়াই একথা বলা যায় আজ।

তৃতীয় প্রথার পশ্চিম ইউরোপীয় ডিসকোর্সে যারা আদিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারাও যখন ক্ষমতায় এলেন তাদের পূর্ব-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারলেন না। ব্রিটেনে নিউ লেবার গভর্নমেন্ট আসার আগের এক দশকে টনি ব্লেয়ার ও গর্ডন ব্রাউন 'তৃতীয় পথ'-এর কথা বলতেন। প্রথম বার ক্ষমতাসীন হওয়ার সময় নির্বাচনী অভিযানে ও তার পরপর যুক্তরাষ্ট্রে 'নিউ ডেমোক্র্যাট' বিল ক্লিনটনও নতুন ধারার সরকার ও সামাজিক কল্যাণমুখী অর্থনীতির কথা বলতেন। 'রাষ্ট্রের পুনর্নির্মাণ করতে হবে' এমন শ্লোগান দিয়ে ক্লিনটন ১৯৯২ সালে ক্ষমতায় এসেছিলেন। ১৯৯৪ সালে ডেভিড মিলিব্যান্ড সম্পাদিত রি-ইনভেন্টিং দ্য লেফট বইয়ে গর্ডন ব্রাউন 'দ্য পলিটিক্স অব পটেনশিয়াল' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি সকলের জন্য 'সমান সুযোগের' প্রশ্নটি অর্থনৈতিক যুক্তিতেই চালু রাখা প্রয়োজন এমন মত রাখেন: 'যেসব অর্থনীতি তার নাগরিকদের অন্তর্নিহিত যা কিছু সেরা তা বের না করে আনতে পারে সেসব অর্থনীতি অচিরেই মুখ থুবড়ে পড়ে'।

ফরাসী প্রধানমন্ত্রী লিওনেল জোসিপন আরো একধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে সোশালিস্ত ইন্টারন্যাশনাল-এর সম্মেলনে বললেন: 'মার্কসীয় পদ্ধতির মধ্যে যা কিছু ফলপ্রসূ সেসব উপাদানকে পুনরায় আবিষ্কার করা প্রয়োজনএর মধ্যে রয়েছে পুঁজিবাদ ও তার সামাজিক বাস্তবতার বিশ্লেষণ। পুঁজিবাদ নিয়ে আমাদের আরো ভাবতে হবেযাতে করে তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায়, আয়ত্ব করা যায় এবং সংস্কার করা যায়'। ঐ একই বছরে ব্লেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন 'সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল'- এর নাম বদলে নতুন নাম 'সেন্টার-লেফটইন্টারন্যাশনাল' রাখার, যাতে করে ক্লিনটন-গোর নেতৃত্বাধীন ডেমোক্রেটিক পার্টি তাতে যোগ দিতে পারে। ইউরোপে তৃতীয় পথ নিয়ে বলতে গিয়ে ঐ বছরেই টনি ব্লেয়ার ও জার্মানির চ্যান্সেলার গেরহার্ড শ্রোয়েডার এক যৌথ ইশতেহারে বললেন, 'ন্যায্যতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও সুযোগের সমতা, সহমর্মিতা এবং অন্যের প্রতি দায়িত্ববোধএগুলো চিরন্তন মূল্যবোধ। সামাজিক গণতন্ত্রীরা এসব মূল্যবোধকে কখনোই বলি দেবে না। আজকের দুনিয়ায় এসব মূল্যবোধ প্রাসঙ্গিক করার জন্য চাই একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী বাস্তব এবং ভবিষ্যতমুখীন নীতিমালা'।

নব্বই দশকে ইউরোপের 'তৃতীয় পথ'-এর তাত্ত্বিক এন্থনি গিডেন্স ১৯৯৮ সালে দ্য থার্ড ওয়ে নামে অভিসন্দর্ভই রচনা করে ফেললেন। এর মূল ঝোঁক ছিলপ্রথাগত বাম ও প্রথাগত ডানএই দুই প্রবণতার বাইরে অন্য কিছু খোঁজার চেষ্টা। ১৯৯৪ সালে এর পূর্বাভাস মিলেছিল তাঁর বিওয়েন্ড লেফটঅ্যান্ড রাইট বইয়ে। পুরনো বামপন্থীরা ('ওল্ড লেফট) যারা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার উপর অতিরিক্ত আস্থা রাখতেন, আর নতুন ডানপন্থীরা ('নিউ রাইট') যারা বাজারের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেনএই দুই দলের বাইরে 'তৃতীয় পথ' খুঁজেছিলেন গিডেন্স। তার লেখায় ইউরোপে চার ধরনের 'তৃতীয় পন্থা' আবিষ্কৃত হলো। প্রথম গ্রুপে পড়লেন 'বাজার-মুখীন' তৃতীয় পন্থাবাদীরা যার নেতৃত্বে ছিল যুক্তরাজ্যের নিউ লেবার। দ্বিতীয়গ্রুপে থাকল সুইডেন, যেটি 'ওয়েলফেয়ার স্টেট'-এর নবতর সংস্করণ আঁকড়ে ছিল। তৃতীয় গ্রুপে রইল ফ্রান্স, যারা 'রাষ্ট্র-নির্দেশিত' উন্নয়নের উপর বেশি জোর দিচ্ছিল। আর চতুর্থ গ্রুপে ছিল ওলন্দাজেরা যারা 'বাজার' ও 'নাগরিক সমাজ'এই দুই উপাদানের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রকার্য পরিচালনা করছিল। আমাদের দেশেও এরকম কোন তৃতীয় পন্থার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে কিনাএ প্রশ্ন একুশ শতকে কখনো আমাদের মনে জাগতে বাধ্য।

কিন্তু গিডেন্স যা-ই বলুন না কেন, কার্যত তাঁর ভাবশিষ্য ব্লেয়ার বা ব্রাউন কেউই রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে নতুন কোন উপায় উদ্ভাবন করতে পারেননি। ইরাকের যুদ্ধে জড়িয়ে গেলেন ব্লেয়ার নিজে, 'ওয়েপনসঅব মাস ডেস্ট্রাকশন' সংক্রান্ত মিথ্যে বিবৃতি দিয়ে, ক্লিনটন ঠেকাতে পারলেন না রুয়াণ্ডায় ও বসনিয়ায় গণহত্যা, ব্রাউনের শাসনে শিক্ষাখাতে প্রবেশাধিকারের বৈষম্য বেড়ে চলল খোদ ব্রিটেনেই, ফ্রান্সে ও জার্মানিতে আরো কড়াকড়ি আরোপ করা হলো অভিবাসী আইনের উপর। আজ যারা নতুন করে সোশ্যাল ডেমোক্রেসির সাথে সহযোগিতার কথা বলছেন তাদের সে তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মনে রাখতে হবে। ক্ষমতাসীন হয়ে তৃতীয় পথের ইউরোপীয় পথিকেরা তাদের নিজেদের দেশের সাধারণ জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আশাভঙ্গের কারণ হয়েছেন (তৃতীয় বিশ্ব থেকে যাওয়া অভিবাসীদের অধিকারের অব্যাহত দৈন্যদশার কথা তো বাদই দিলাম)। প্রচলিত অধিকাংশ সূচকে তের বছরের লেবার পার্টির শাসনে যুক্তরাজ্য আরো বেশি অসম সমাজে পরিণত হয়েছেএ-ই হচ্ছে সমাজতাত্ত্বিকদের অভিমত। একথা সত্য সোশালিস্ত শাসনাধীন ফ্রান্স ও সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক শ্রোয়েডারের আমলের জার্মানির ক্ষেত্রেও। অর্থাততৃতীয় পন্থা কোন পরীক্ষিত আদর্শ হয়ে বিশ্ব- পরিসরে এখনো দাঁড়াতে পারেনি। এটাও গত দুই দশকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তৃতীয় পথের আরেকটি চিহ্ন আমরা পাই লাতিন আমেরিকায় গত এক দশকের রাজনৈতিক পট- পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা থেকে। এখানেও বিভিন্ন ধারার তৃতীয় পন্থার সমাবেশ। প্রথম ধারায় রয়েছে ব্রাজিল ও চিলি। উদারনৈতিক অর্থনীতির সাথে সামাজিক ন্যায়বিচার মিলিয়ে তৃতীয় পথের নজির স্থাপন করেছেন কারখানা শ্রমিক থেকে প্রেসিডেন্ট হওয়া ব্রাজিলের ট্রেড ইউনিয়ন নেতা লুলা দা সিলভা। ২০০৩ থেকে ২০১১ পর্যন্ত দেশটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। ব্রাজিলের ওয়ার্কার্স পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লুলা ছিলেন টাইম সাময়িকীর চোখে সর্বকালের জনপ্রিয় ও সফলতম রাষ্ট্রনায়কদের একজন। লুলার ধারায় পড়বেন চিলির প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট মিশেল বেশেলেত ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত যিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর পিতা বিমানবাহিনীর জেনারেল এলবের্তো বেশেলেত১৯৭৪ সালে কুখ্যাত ফ্যাসিস্ত জেনারেল পিনোচেট-এর শাসনে বন্দী অবস্থায় নির্মমভাবে অত্যাচারিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। লুলা ও বেশেলেতউভয়েই তাদের শাসনামলে নানা ধরনের সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ (যেমন, মানবউন্নয়নের সাথে যুক্ত করে গরিবদের জন্য 'কন্ডিশনাল ক্যাশ ট্রান্সফার' কর্মসূচি) চালু করেন যার সুফল পেয়েছে সেসব দেশের জনগণ। তবে লুলা ও বেশেলেতদুজনেই বাজেট-ঘাটতি কমানোর ক্ষেত্রে ছিলেন অতি ততর, এবং বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বাইরের থেকে আনার ক্ষেত্রে অতি আগ্রহী। লাতিন আমেরিকার তৃতীয় পথের 'মধ্যপন্থী' ধারায় ছিলেন আর্জেন্টিনার নেস্টর কির্শনের২০০৩ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত দেশটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ২০০৭ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তাঁরই স্ত্রী ক্রিস্টিনা কির্শনের। ২০১০ সালে হার্ট-সার্জারির কালে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত নেস্টর কির্শনের ছিলেন 'ওয়াশিংটন কনসেন্সাস'-এর তীব্র সমালোচক, এবং 'বামপন্থী প্রেসিডেন্ট' হিসেবে বহুল আলোচিত। এঁদের বিপরীতে রয়েছেন গণতান্ত্রিক ভোটে নির্বাচিত আরো বেশি র্যাডিকেল ধারার নেতৃত্ব, যেমন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো চাভেজ (১৯৯৯ সাল থেকে রয়েছেন ক্ষমতায়) ও বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট এভো মরালেস (২০০৬ সাল থেকে আছেন রাষ্ট্রকার্যে)। এই দু'জন লাতিন আমেরিকার তৃতীয় পন্থায় সবচেয়ে বেশি বামের অবস্থানে। বৈদেশিক বিনিয়োগের উপর জাতীয় গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, পশ্চিম গোলার্ধে বহুজাতিক পুঁজির আধিপত্যকে হ্রাস, মার্কিনী প্রভাবকে প্রতিহত করার প্রয়াস, দেশের ভেতরে জনতুষ্টিবাদী নানা সামাজিক কর্মসূচি, গরিব ও আদিবাসীদের ক্ষমতায়ন ও স্বার্থ-সংরক্ষণ ইত্যাদি নানা পদক্ষেপে এসব দেশের সরকার এক ভিন্ন ঐতিহ্য রেখে গেছেন (এবং এখনো যাচ্ছেন) যা ইউরোপের তৃতীয় পন্থা থেকে অনেকটাই আলাদা।

নানা ঝোঁক বিশিষ্ট লাতিন আমেরিকার এই নতুন 'তৃতীয় পন্থা' নিয়ে আমাদের দেশে এখনো কোন আলোচনা, নিবিড় সংলাপ বা বিতর্ক, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়াল-লিখন বলবার মতো করে চোখে পড়েনি। এর থেকেও আমাদের চলতি জ্ঞানকাণ্ডের বিশ্ব-বিচ্ছিন্ন চর্চার নিঃসঙ্গতা আঁচ করা যায়। আমাদের দেশেও লুলা বা বেশেলেতবা চাভেজ বা মরালেস বা কির্শনের (বা ২০০৫ থেকে ২০১০ সাল অবধি উরুগুয়ের প্রেসিডেন্ট তাবারে ভাসকুয়েজ) অথবা এসব উদ্যোগের কোন মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে সামাজিক-অর্থনৈতিক নীতিমালায় ভিন্ন ধরনের ছকের অনুসরণ সম্ভব কিনা আগামী দুই দশকের বাংলাদেশেএ প্রশ্ন ওঠা আজ আর অবান্তর নয়। ঝোঁক যা-ই হোক না কেন, তৃতীয় পন্থার অভিজ্ঞতা লাতিন আমেরিকায় এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছেআশি/নব্বই দশকের 'লস্ট ডেকেডের' তুলনায় তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি এসেছে এসব দেশের সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার মানে, প্রসারিত হয়েছে সিভিল সমাজের ক্ষমতায়ন, সামরিক শাসনের ভয়কে আইনী ভাবে ও নৈতিক ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক বলয় থেকে সমূলে উতাটিত করা হয়েছে, এবং এই সবই করা হয়েছে ব্যালটের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে। ফলে ইতিহাসের পার্থক্য যা-ই থাকনা কেন, বাংলাদেশের আধুনিক ও সম্ভাব্য উত্তর-আধুনিক অগ্রযাত্রায় লাতিন আমেরিকার তৃতীয় পন্থার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু আদরনীয় উপাদান সংগ্রহের বা অন্তত বিবেচনায় নেওয়ার মতো চিন্তা-ভাবনার খোরাক রয়ে গেছে বলে মনে হয় আমাদের। ৪. দক্ষিণ এশিয়ার জন্য তৃতীয় পথের বিতর্ক অবশ্য বেশ খানিকটা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে অগ্রসর হতে হবে। এর মূল কারণ আমাদের ইতিহাস ও সামাজিক বিকাশের ধারার ভিন্ন পরিস্থিতি। ফলে ইউরোপের বা লাতিন আমেরিকার তৃতীয় পন্থার তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন কোন ঝোঁক বা ধারা দেখা দেবে কালক্রমে সেটাই স্বাভাবিক। ভারতে সোনিয়া গান্ধী-মনমোহন সিং-এর কংগ্রেস গত দুই দশক ধরে মূলত বাজার-মুখীন পুঁজিবাদের পথ অনুসরণ করছে, যা এর আগের নেহেরু-ইন্দিরা-রাহুল গান্ধী আমলের রাষ্ট্র-নির্ভর পুঁজিবাদের থেকে অনেকটাই আলাদা চরিত্রের। এই পরিবর্তন এসেছে রাষ্ট্র-নির্ভর পুঁজিবাদের সংকট থেকে১৯৯১ সালে বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে তীব্র ঘাটতি ছিল এই সংকটের একটি উপসর্গ মাত্র। পলিসির ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছিল কোন তৃতীয় পন্থা অনুসরণের ইউরোপীয় বা লাতিন আমেরিকীয় তাগিদ থেকে নয়। এবারে (কংগ্রেস-এর দ্বিতীয় দফা ক্ষমতার কালে) অবশ্য ভারতে 'ইনক্লুসিভ গ্রোথ'-এর কথা মাঝে-মাঝে বলা হচ্ছে। এর কারণ প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও সামাজিক উন্নয়নে ভারত এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছে। কাশ্মীর প্রশ্নে অচলাবস্থা যেমন অব্যাহত, তেমনি দেশের ভেতরে অনগ্রসর এলাকা, রাজ্য ও জাতিগোষ্ঠীর সুষম বিকাশের প্রশ্নে কোন সমাধান দিতে পারেনি ভারতীয় এই নয়া-উন্নয়নের মডেল। পাশাপাশি দুর্নীতিও একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতে। এমনকি প্রথাগত উন্নয়নবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতেওযথা দারিদ্র- প্রবণতা, অঞ্চলগত আয়-বৈষম্য, নারী-শিক্ষা ও শিশুপুষ্টিসহ মানব-উন্নয়নের সরলতম নানা সূচকের নিরিখেএই মডেলের সীমাবদ্ধতা এখন সুস্পষ্ট। দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক শান্তি ও সহযোগিতা কার্যকর করার ক্ষেত্রেও দিল্লীর ব্যর্থতা ও প্রধান দায়- দায়িত্ব এড়াবার নয়।

আমাদের দেশে তৃতীয় পথের কোন আলোচনাই এখনো জাতীয় পরিসরে উত্থাপিত হয়নি। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-র নেতৃত্বাধীন জোট সরকারগুলো প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ক্ষমতায় এসে মূলত একই প্রকারের অর্থনৈতিক নীতিমালা অনুসরণ করে চলেছে। বাজার- মুখীন প্রবৃদ্ধির সাথে কিছুটা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী মিলিয়ে তথাকথিত 'মধ্য-আয়ের' দিকে চলার চেষ্টা চলছে, যেন এর বাইরে উন্নয়ন- অভিজ্ঞতায় আর কোন 'ছক' আমাদের জানা নেই! কৃষি, প্রবাসী আয়, গার্মেন্ট শিল্প এবং মাইক্রো- ফাইন্যান্সএই চারটি প্রধান উপাদানের বিকাশের কারণে আমাদের দেশে প্রবৃদ্ধি কিছুটা বেড়েছে এবং দারিদ্র বেশ কিছুটা কমেছে। কিন্তু এর পাশাপাশি আরো প্রবলভাবে বাড়ছে আয়-বৈষম্য ও সম্পদ-বৈষম্য, যার পেছনে রয়েছে উপার্জিত আয়ের বণ্টনে বৈষম্যের পাশাপাশি 'অনুপার্জিত আয়ের' বণ্টনে প্রবলতর বৈষম্য। বাড়ছে সামাজিক অস্থিরতা, দুর্নীতি নির্ভরতা ও পরিবেশ-বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড। দুর্নীতি- প্রবণ ও পরিবেশ-বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড প্রবৃদ্ধি বাড়ায় ঠিকই, কিন্তু আয় ও সম্পদের বৈষম্যকে তা বহুগুণে উসকে দেয় এবং ভবিষ্যতে দারিদ্র-দূরীকরণের পথে এধরনের প্রবৃদ্ধিমুখীন কর্মকাণ্ড শেষ পর্যন্ত বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রধান দুই রাজনৈতিক দল যে-উন্নয়ন দর্শন আঁকড়ে ধরে আছে এখনো, তাতে করে এসব দলের চিন্তকেরা (বা দলীয় পরামর্শকেরা) স্ব-উদ্যোগে কোনো তৃতীয় ধারার কথা ভাববেন ইউরোপের বা লাতিন আমেরিকার 'তৃতীয় পথ'-এর আদলে, সে সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের বিপরীতে তৃতীয় কোনো রাজনৈতিক সমাবেশ গণতন্ত্রের গত দুই দশকে দানা বাঁধতে পারেনি। তৃতীয় দলের নামে গুটিসুটি যেসব কর্মকাণ্ড নিকট অতীতে দেখা গিয়েছিল তার আবার অনেকটাই সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আনুকূল্যে বা প্রশ্রয়ে অনুপ্রাণিত। ফলে জনমনে সেসব কার্যক্রমের গ্রহণযোগ্যতা গোড়া থেকেই প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। মোদ্দাকথা, আমাদের দেশে প্রথাগত উন্নয়নের ধারার বিপরীতে বিকল্প কৌশল নির্মাণে একটি সমতাবাদী স্বাধীন গণতান্ত্রিক মানবিক সমাজের আদর্শ ও ছক কীভাবে বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে বিকশিত হতে পারে তা নিয়ে কোনো আলোচনা উপস্থাপিত হচ্ছে না। রাষ্ট্র-সর্বস্ব সমাজতন্ত্রের দোষ- ত্রুটি এড়িয়ে, বিশ্ব- পুঁজিবাদের অস্থিরতা ও বৈষম্য এড়িয়ে, আধুনিক প্রযুক্তিগত বিকাশকে আত্মস্থ করে আরো কল্যাণমুখী একটি সমাজ-ব্যবস্থা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তা নিয়ে কোনো বিতর্ক হচ্ছে না আমাদের জ্ঞানকাণ্ডে। এই অর্থে আমরা ভাবাদর্শগত এক স্বেচ্ছা-আরোপিত নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে আটকে পড়ে গেছি এমন বোধ হয়। পরস্পর পিঠ-চাপড়ানির পাতানো বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে আজকের জ্ঞানচর্চার সংকট থেকে মুক্তি আসবে না। লুই আলথুসার যেমন বলেছিলেন, 'পুশ থটসটু এক্সট্রিমস অর্থাতএর জন্যে প্রয়োজনে চিন্তাকে চরম অবস্থানের দিকে ঠেলে দিয়ে এর ন্যায্যতা পরীক্ষা করতে হবে। এই উপলব্ধি থেকেও প্রতিচিন্তা প্রকাশের তাগিদ আমরা অনুভব করেছি। কিন্তু আমাদের জ্ঞান সীমিত, আমাদের উদ্যোগে আয়োজনের অভাব, পূর্বানুমিত কোন আদর্শের কম্পাস নেই আমাদের হাতে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা আমাদের সামর্থ্যকে ছাড়িয়ে যায়। এই নতুন জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য তৃতীয় পন্থার বা 'অন্য পন্থার' কিছু কিছু মৌল উপাদান আজ হয়তো নানাভাবেই চিহ্নিত করা সম্ভব। এই চিহ্নিত করার কাজটি কারো একার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রয়াত এনসি দেববর্মাকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা।

হাই কোর্টে গেলেন মন্ত্রীকন্যার জায়গায় চাকরি পাওয়া ববিতাম

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি স)। নিয়োগ-মামলায় দীর্ঘ লড়াইয়ের পর কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর চাকরিটি ববিতা সরকার পেয়েছিলেন। সেই চাকরির বৈধতা' নিয়েই প্রশ্ন ওঠায় তিনি নিজেই কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন।

বিচারপতি নির্দেশ দেন, ববিতার আবেদনের ভিত্তিতে এই মামলায় এসএসসি-কে যুক্ত করতে হবে। আগামী বুধবার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন বিচারপতি। এ প্রসঙ্গে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "স্কুল সার্ভিস কমিশনের ভুল তথ্যের কারণে কারও চাকরি হয়ে থাকলে সমাজের কাছে তা আরও খারাপ।"

সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে, স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর কাছে আবেদন করার সময় ববিতার স্নাতকস্তরের শতকরা নম্বর বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। যার ফলে তাঁর 'অ্যাকাডেমিক স্কোর' বেড়ে গিয়েছে। এ নিয়ে জটিলতা তৈরি হওয়ার পরেই ববিতা জানান, তিনি নিজে বিষয়টি উচ্চ আদালতের নজরে আনবেন। সেই মতোই সোমবার হাই কোর্টে গেলেন স্কুলশিক্ষিকা। আদালত সূত্রে খবর, তাঁর আবেদন গ্রহণও করেছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সম্প্রতি এসএসসি-র কাছে জমা দেওয়া ববিতার আবেদনপত্রের একটি ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, স্নাতক স্তরে ৮০০ নম্বরের মধ্যে ৪৪০ নম্বর পেয়েছেন ববিতা। অর্থাৎ, শতকরা হিসাবে ৫৫ শতাংশ। অভিযোগ, 'ভুল' সেখানেই! স্নাতকস্তরের প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা হিসাব ৬০ শতাংশ বা তার বেশি উল্লেখ করা হয়েছে আবেদনপত্রে। যে কারণে ববিতার 'অ্যাকাডেমিক স্কোর' গণনায় ভুল হয়েছে।

নিয়োগের দাবিতে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের দাবি, এই অভিযোগ যদি সত্যি হয়, সে ক্ষেত্রে ববিতার 'অ্যাকাডেমিক স্কোর' ৩৩-এর বদলে কমে ৩১ হবে। এতে র‍্যাঙ্কিংয়েও অনেকটাই পিছিয়ে পড়বেন ববিতা! প্রসঙ্গত, চাকরিপ্রার্থীদের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতকস্তর-সহ সব পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা (এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন)-র উপর কিছু নম্বর ধার্য করা হয়। যাকে 'অ্যাকাডেমিক স্কোর' বলা হয়।

'মৃত্যুই শেষ কথা নয়', দুই মলাটের নিচে অভিজ্ঞের অভিব্যক্তি

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি. স.) : "চলতশক্তি রহিত বয়সজনিত কারণে কোন বিখ্যাত ব্যক্তি মারা গেছেন। আর দেখি তখন সবাই মন্তব্য করেন ওনার মৃত্যুতে দেশের ও মৃত ব্যক্তি যে পেশায় যুক্ত ছিল তার খুব ক্ষতি হয়ে গেল। কীভাবে ক্ষতি হল? সেটাই বোধগম্য নয়। শোকের হতে পারে মাত্র।"

বাস্তবটা এমন সহজভাবেই বলতে, এমনকি লিখতেও পারেন শ্যামল চ্যাটার্জি। জন্ম ১৯৬০-এর ১৭ জুন। ভাবনায় ১৬ আনা খাঁটি বামপন্থী। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া পদবী ব্যবহারে অনাগ্রহী। শুধুই শ্যামল। একটি ভ্রমণসংস্থা চালালেও তাঁর দিবারাত্রির স্বপ্ন অঙ্গদান আন্দোলনকে সফল করে তোলা। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন অকাল মৃত্যু, আনতে পারে কোন জীবনে নতুন সকাল। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার ফসল নিয়ে 'মৃত্যুই শেষ কথা নয়' শিরোনামে একটি বই প্রকাশ হতে চলেছে।

শ্যামল জানিয়েছেন, "একথা খুবই সত্যি যে মানুষের মৃত্যু কখন কীভাবে আসবে কেউ জানি না। কিন্তু সেই মৃত্যু যদি অকালে আসে তা আমাদের মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। এই মৃত্যু ঘটে দুইভাবে। এক, সাধারণ মৃত্যু যাকে বলা হয় কার্ডিও রেসপিটরি ফেলিয়র যা ঘটে কোন অসুখের কারণে। দুই, ব্রেন ডেথ বা মস্তিষ্ক কান্ডের মৃত্যু যা ঘটে মস্তিষ্কে রক্ত ক্ষরণের ফলে। মৃত্যু যেভাবেই আসুক, সেই মৃত্যুশোকের ক্ষত আমাদের মনে চিরকাল থেকে যায়। যার বিস্তারিত বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয় নানাবিধ কারণে। যেমন দূর্ঘটনায় কিংবা কোন কঠিন রোগে কিংবা আচম্বিতে, যেমন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। কিছু ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের সাথে সাথে মৃত্যু ঘটে। আবার অনেক ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের সাথে সাথে মৃত্যু হয় না। সেই বিশেষ ব্যক্তিকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। ভেন্টিলেশনের কাজ কী? এই সম্পর্কে বিবরণের আগে স্বল্প কথায় জেনে নেওয়া যাক মস্তিষ্কের মৃত্যু বা মস্তিষ্ক কান্ডের মৃত্যু কী? শিরদাঁড়া আর মস্তিষ্কের সংযোগস্থলকেই বলা হয় মস্তিষ্ক কাণ্ড বা ব্রেন স্টেম। কারণ এই জায়গাটা দেখতে গাছের গুঁড়ির মত। আর এই মস্তিষ্ক কাণ্ড বা ব্রেন স্টেম আমাদের বিভিন্ন ক্রিয়ার মূল কাজটি করে। হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুসের কাজ বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই মস্তিষ্কের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মস্তিষ্কের কাজ বন্ধ হয়ে গেলে কৃত্রিম উপায়ে ফুসফুসের কাজ চালু রাখা যায়।

এইখানেই আসে ভেন্টিলেশনের কথা। ভেন্টিলেশনে রাখা হয় কাউকে যখন তার মস্তিষ্কের ক্রিয়া ঠিকঠাক হচ্ছে না। তখন ভেন্টিলেশন চালু করে দেহের ফুসফুসের কাজ সঠিক রাখা হয়। যাতে অক্সিজেন-যুক্ত রক্ত সঞ্চালন ঠিকঠাক হয়। এরফলে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় না। কিন্তু সাধারণ মৃত্যু হলে দেহের অনান্য অঙ্গগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আর এই ভেন্টিলেশন চালু রেখে চিকিৎসকরা মস্তিষ্ককে স্বাভাবিক করার প্রয়াস করেন।

যখন মস্তিষ্কের ক্ষত সারাতে পারেন না তখন বলেন যে রোগীর মৃত্যু হয়েছে, মস্তিষ্কের বা মস্তিক কাণ্ডের মৃত্যু বা ব্রেন ডেথ বা ব্রেন স্টেম ডেথ হয়েছে। ভেন্টিলেশন চালু রেখে মস্তিষ্কের বা মস্তিক কাণ্ডের মৃত্যু হয়ে যাওয়া কারো শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ দীর্ঘ সময় চালু রাখা যায়। মস্তিষ্কের বা মস্তিক কাণ্ডের মৃত্যু বা ব্রেন ডেথ বা ব্রেন স্টেম ডেথ নির্ধারণ একটা দীর্ঘসময়ের। মোট চারজন চিকিৎসকের অভিমত একই হলে তবেই মস্তিষ্কের বা মস্তিক কাণ্ডের মৃত্যু বা হয়েছে বলে গণ্য হবে। এই নির্ধারণও একটা বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হয়। প্রাথমিকভাবে রোগীর চিকিৎসারত চিকিৎসক স্থির করে চিকিৎসালয়ের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসককে জানাবেন। দুই জনে দেখে সিদ্ধান্তে সহমত হলে স্বাস্থ্য বিভাগকে জানাবেন। স্বাস্থ্য বিভাগের সুনির্দিষ্ট দুইজন ডাক্তার, চিকিৎসারত চিকিৎসক এবং চিকিৎসালয়ের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক এই চারজনে মিলে বেশকিছু পরীক্ষা করে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেবেন। আবার ৬ থেকে ১২ ঘন্টা পর আবার পরীক্ষা করে নিদান দেবেন যে মস্তিষ্কের বা মস্তিক কাণ্ডের মৃত্যু বা হয়েছে।

কোমা আর মস্তিষ্কের বা মস্তিক কাণ্ডের মৃত্যু বা এক নয়। কোমা মানে জীবিত কখনই মৃত নয়। এই ভেন্টিলেশন চালু রেখে মস্তিষ্কের বা মস্তিক কাণ্ডের মৃত ব্যক্তির থেকে তাঁর দেহ থেকে সক্রিয় ও উপযুক্ত অঙ্গগুলি সংগ্রহ করে মৃত্যু পথ যাত্রীর দেহে প্রতিস্থাপন করে তাকে নব জীবন দেওয়া সম্ভব।

যদিও এক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নিয়ম অবশ্যই আছে। জীবিতকালে আমরা নিজের নির্বাচিত কোন ব্যাক্তিকে আমার নিজের কিছুটা লিভার, একটি কিডনী এবং রক্ত দিতে পারি। অন্যকিছু নয়। কিন্তু মরণোত্তর কলা বা প্রত্যঙ্গদানের ক্ষেত্রে আমাদের নির্বাচিত কোন ব্যাক্তিকে তা পারিনা। এক্ষেত্রে আমাদের একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার রক্ত বা কলা কিংবা প্রত্যঙ্গ কোনভাবেই কেনা বা বেচা যাবে না। যা আইনবিরুদ্ধ। একমাত্র মৃত ব্যক্তির সক্রিয় ও উপযুক্ত অঙ্গ সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে চিকিৎসকরা বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে দাতা অরগ্যান বা টিস্যু সংগ্রহ সম্ভব কিনা যাচাই করে নেবেন। আরো কিছু সাধারণ নিয়ম আছে। মৃতদাতার ক্ষেত্রে যে বয়স সীমা মেনে চলা হয় তা হলো। কিডনি, লিভার: ৭০ বছর পর্যন্ত। হার্ট, ফুসফুস: ৫০বছর পর্যন্ত। প্যানক্রিরিয়া, অন্ত্র: ৬০-৬৫ বছর পর্যন্ত। কর্ণিয়া, ত্বক: পর্যন্ত ১০০ বছর পর্যন্ত। হার্ট ভালভ: ৫০ বছর পর্যন্ত। অবহাড়: ৭০ বছর পর্যন্ত। অবশ্যই কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে।

এর পরবর্তী প্রশ্ন আসবে মৃত দাতার থেকে গৃহীত প্রত্যঙ্গগুলি কত তাড়াতাড়ি প্রতিস্থাপন করা উচিত?

হার্ট ও হার্ট ভালভ (৪ থেকে ৬ ঘন্টার মধ্যে)। ফুসফুস (৪ থেকে ৮ ঘন্টার মধ্যে)। ইনটেস্টাইন (৬ থেকে ১০ ঘন্টার মধ্যে)। লিভার (১২ থেকে ১৫ ঘন্টার মধ্যে)। প্যানক্রিয়াস (১২ থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে)। কিডনি (২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে)। একটা বিষয় পরিষ্কার যে মৃত্যুর আমাদের মরদেহ হয়ে উঠতে পারে নব জীবনদানের আধার।"

১০ জানুয়ারি ১৮৩৬ ভারতবর্ষে প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন পন্ডিত মদুসূদন গুপ্ত। দিনটি 'চিকিৎসা বিজ্ঞান দিবস' হিসেবে বিবেচিত। এই দিবসটিকে স্মরণে রেখে গণদর্পণের উদ্যোগে আগামী ১০ জানুয়ারি ২০২৩ (মঙ্গলবার) মরণোত্তর দেহদান বিষয় নিয়ে গণদর্পণের অন্যতম সম্পাদক শ্যামলের লেখা 'মৃত্যুই শেষ কথা নয়'। সংগঠনের সহ সভাপতি ও আইনজীবী শ্রী বিকাশ রঞ্জন ভটাচার্য বইটি প্রকাশ করবেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ও মরণোত্তর দেহদানে অঙ্গীকার করবেন বিচারপতি শ্রী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন ডা. দেবাশীষ ভট্টাচার্য (স্বাস্থ্য অধিকর্তা, শিক্ষা, পশ্চিমবঙ্গ) ও আমাদের সংগঠনের ব্র্যান্ড অ্যামবাসাডর ও প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার শ্রী উৎপল চ্যাটার্জি সহ আরো অনেক বিশিষ্ট জন।

জি-২০- এর সভাপতিত্ব পাওয়া একটি "ঐতিহাসিক অর্জন" : জয়শঙ্কর

ভিয়েনা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): ভারত জি-২০- এর সভাপতিত্ব পাওয়া একটি "ঐতিহাসিক অর্জন" বলে মনে করেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, ভারত এমন সময়ে জি-২০ বৈঠকের আয়োজন করেছে যখন বিশ্বব্যাপী সরবরাহে তীব্র চাপের মধ্যে রয়েছে এবং বিশ্বে রাজনৈতিক মেরুকরণ বাড়ছে। পরবর্তী জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন ৯ এবং ১০ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে ভারতীয় প্রবাসীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ভারত তার সভাপতিত্বের সময় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বার্থকে গুরুত্ব দেবে। প্রসঙ্গত, ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে ১ ডিসেম্বর জি-২০-এর সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছে।

গত ২৭ বছরে ভারতের বিদেশমন্ত্রীর এটাই প্রথম অস্ট্রিয়া সফর। দুদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই সফর হচ্ছে। জয়শঙ্কর তার দুই দেশ সফরের দ্বিতীয় ধাপে সাইপ্রাস থেকে এখানে এসেছেন।

পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্তর কীর্তিকে স্মরণ করবে এনআরএস

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি. স.) : ১৮৭ বছর আগের কথা। ১৮৩৬ সালের ১০ জানুয়ারি। কলকাতাকে সচকিত করে একের পর এক মোট ২১ বার তোপ দাগা হল ফোর্ট উইলিয়ান থেকে। ব্রিটিশ দুর্গ থেকে কীসের কারণে গোরা সেনাদের এহেন তোপ লাগা, তা জানতে ব্যস্ত সবাই। তুমুল ব্যস্ততা কলেজ স্ট্রিট চত্বরে। দেখা গেল, নেটিভদের একমাত্র হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজ ঘিরে ফেলেছে গোরা পল্টন। মাছি গলতে না পারে এমনই বজ্র আটুনি। সেখানে তখন চলছিল নতুন এক ইতিহাস রচনাপর্ব।

ওই ইতিহাসের নায়ক এক বঙ্গসন্তান, পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত। মেডিক্যাল স্কুলের তৎকালীন ডাকসাইটে শল্য চিকিৎসকদের সামনে তিনি ছুরি-কাঁচি হাতে শুরু করেছেন। প্রথম কমিটি গঠন করা হয়েছে। ভারতীয় তো বটেই, প্রথম এশীয় হিসাবেও সেই ১০ জানুয়ারি প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করলেন মধুসূদনবাবু।

মেডিক্যাল কলেজ থেকে হুগলির বৈদ্যবাটির বাড়িতে ফেরার পথে রোজ ইট-পাটকেল খেতে হয়েছে। টিটকিরি, হমকি শুনেছেন। প্রাণনাশের হুমকি শুনতে হয়েছে। এমনকী অপদস্থ করতে তাঁর নামে গান বেঁধে ঢাকঢোল পিটিয়ে গাওয়া হত পাড়ায় পাড়ায়। এতে অবশ্য দমেননি অসম সাহসী মানুষটি।

থেকেই এশিয়া মহাদেশের চিকিৎসাশাস্ত্রের গর্বের সেই ইতিহাসকে স্মরণ করে প্রতিবছর ১০ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে সাড়ম্বরে পালিত হয় "মেডিক্যাল এডুকেশন ডে" হিসাবে।

ইন্ডিয়ান অ্যানাটোমিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে রাজ্যের সর্বত্র। এবারও ধুমধাম করে দিনটি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। এখানকার অ্যানাটমি হলের সামনে অনুষ্ঠান হবে। প্রায় সাড়ে আটশো চিকিৎসক পদযাত্রায় অংশ নেবেন।

ফের তৃণমূলকে তোপ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি. স.) : "ভূত রামনাম শুনলে ভয় পায়। তৃণমূল কি ভুত হয়ে গিয়েছে?" সোমবার বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ এই মন্তব্য করেন।

রবিবারই বাংলার জনসাধারণকে নতুন বছরের শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছিলেন দিলীপবাবু। সোমবার ইকোপার্কে মর্নিং ওয়াক শেষে হালকা মেজাজে ধরা দেন খড়গপুরের সাংসদ। প্রাতঃভ্রমণের পর সাংবাদিকদের আরও একবার নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান। পাশাপাশি একাধিক বিষয়ে মুখ খোলেন। তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করেন এই বিজেপি নেতা।

বন্দেভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধনের হাওড়া স্টেশনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে "জয় শ্রী রাম" স্লোগান দিয়েছিল একদল বিজেপি সমর্থক। সেই নিয়ে রবিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন "মমতার মধ্যে বিজেপি ভগবানকে দেখতে পায়"। জবাবে এদিন দিলীপবাবু বলেন, "কে কার মধ্যে ঈশ্বর দেখেন আমি জানিনা। রাম নাম করে মানুষ মুক্তি পায়। আমরা শুরু থেকেই রাম দেখি। তৃণমূল বা কংগ্রেস বিপদে পড়লে রাম দেখে। শেষের দিকে ওনারা রাম নাম নিচ্ছেন, এটা মোটেও ভালো কথা নয়।'"

দুর্ঘটনায় ছাত্র মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় পথ অবরোধ ছাত্রদের, নিউটউনে উত্তেজনা

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি. স.) : দুর্ঘটনার ১৮ ঘণ্টা পরও কেন অধরা ঘাতক গাড়ির চালক? সেই প্রশ্নে সোমবার নিউটাউনে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ফের বিক্ষোভ সামিল হন পড়ুয়ারা।

রবিবার বিকেল পাঁচটে নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল থেকে বেরিয়ে হাওড়ার বাস ধরার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়েছিল মুর্শিদাবাদের ডোমকলের বাসিন্দা শাকিল আহমেদ। সেই সময় 'আকাঙ্খা'-র দিক থেকে আসা একটি বেপরোয়া গাড়ি শাকিলকে ধাক্কা মারলে সেই সার্ভিস রোডে ছিটকে পড়ে।

সোমবারও রাস্তার উপরে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে গাড়ি চিহ্নিত করা গেলেও চালক কেন অধরা? সেই প্রশ্নে আজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর মিছিল করেন পড়ুয়ারা।

টানটান উত্তেজনা নজরুল মঞ্চের কর্মিসভা নিয়ে

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি. স.) : সোমবার নজরুল মঞ্চে তৃণমূলের বিশেষ কর্মী সম্মেলন। সকাল থেকেই টানটান উত্তেজনা এই সমাবেশকে ঘিরে। কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন তৃমমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চায়েত ভোটের আগে নতুন কোনও কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারেন তিনি।

পাশাপাশি দলের ভাবমূর্তি ফেরাতে শুদ্ধকরণের ডাক দিতে পারেন তিনি। নতুন বছরের শুরুতে তৃণমূলের এই মেগা বৈঠক ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে। আজ দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে কী বার্তা দিতে পারেন নেত্রী, সেদিকেই তাকিয়ে সকলে। রবিবারই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ২ জানুয়ারি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সকলে নজর রাখুন। তাই এদিনের তৃণমূলের কর্মীসভাকে ঘিরে তরজা শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে।

মার্চে কলকাতায় আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): ফের একবার পশ্চিমবঙ্গে আসতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামী ১৩ মার্চ তিনি বাংলায় আসবেন বলে সূত্রের খবর। এখানে সল্টলেকের ইজেডসিসি অডিটোরিয়ামে মতুয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে একটি বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ঋষি গুরচাঁদ ঠাকুরের ১৭৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অংশ নিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো আমন্ত্রণপত্র প্রায় গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

গুরচাঁদ ঠাকুর জয়ন্তী অনুষ্ঠান কমিটির চেয়ারম্যান অমলকান্তি বিশ্বাস বলেন, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আনুষ্ঠানিক সম্মতি পাওয়া যায়নি, তবে নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী এটি ইতিবাচকভাবে নিয়েছেন, তাই মনে করা করা হচ্ছে তিনি আসবেন।

শান্তিপুরে যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

শান্তিপুর (নদিয়া), ২ জানুয়ারি (হি. স.) : নদিয়ার শান্তিপুরের কদমপুরে যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোমবার সকালে দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম অমিত কুমার রাভা (৩০)। তাঁর বাড়ি কোচবিহারে। পেশায় তিনি তাঁত শিল্পী। দিন কয়েক আগে তিনি বেলঘড়িয়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে তালতলা পাড়ার বাসিন্দা সুজন দাসের বাড়িতে কাজে এসেছিলেন। রবিবার রাত্রিবেলা অমিতবাবু বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর আর বাড়ি ফেরেননি। কদমপুর সংলগ্ন আমবাগানে ওই মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী। জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছয় শান্তিপুর থানার পুলিশ। যে ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় তার পাশেই পড়েছিল মদের বোতল। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

তৃতীয়বারের জন্য ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন লুলা

ব্রাসিলিয়া, ২ জানুয়ারি (হি.স.): তৃতীয়বারের জন্য ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন লুই ইনাসিও লুলা দা সিলভা। শপথ নেওয়ার পর ব্রাজিলকে 'নতুন করে গড়ে তুলবেন' ও পরিবেশ আর দরিদ্রদের জন্য লড়াই করবেন বলেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। স্থানীয় সময় রবিবার শপথ গ্রহণ করেন লুলা। শপথগ্রহণের আগে ব্রাজিলের সদ্য প্রয়াত ফুটবল কিংবদন্তি পেলে ও সাবেক পোপ বেনেডিক্ট ষোড়শের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শপথ গ্রহণের পর তিনি বলেছেন, মন্দায় থাকা ব্রাজিলের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে কাজ করবে সরকার। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিজ্ঞান খাতে অর্থায়নের ঘাটতি পূরণে চেষ্টা করা হবে। লুলার দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে রয়েছে- ব্রাজিলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, জাতিগত ও লৈঙ্গিক সমতা নিয়ে আসা এবং আমাজন বন ধ্বংস শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা। লুলা বলেন, ব্রাজিলের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দেশকে নতুন করে গড়বো। লুলার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী ফার্স্ট লেডি রোসাঙ্গেলা জানজা দা সিলভা ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জেরাল্ডো আল্কমিন। প্রসঙ্গত, এর আগে ২০০৩ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন লুলা।

বারাণসীতে ১-৮ শ্রেণী অবধি বন্ধ থাকছে স্কুল

লখনউ, ২ জানুয়ারি (হি.স.): প্রবল শীতে কাঁপছে গোটা উত্তর প্রদেশ। শৈত্যপ্রবাহের জেরে তাপমাত্রার পারদ নীচের দিকেই। লখনউ থেকে বারাণসী, মোরাদাবাদ থেকে হাথরাস সর্বত্রই জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা। প্রবল শীত ও শৈত্যপ্রবাহের কারণে উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে আগামী ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ থাকছে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর ক্লাস। পাশাপাশি শৈত্যপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে লখনউতে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত স্কুল ২ জানুয়ারি আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত সকাল দশটা থেকে দুপুর দু"টো পর্যন্ত খোলা থাকবে।

এদিকে, শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে সোমবারই বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বৈঠকে কোভিড পরিস্থিতি, কুয়াশা ও ঠান্ডা পরিস্থিতি এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন, সমস্ত জেলায় আইসিইউ চালু থাকতে হবে। ওষুধ, বিশেষজ্ঞ এবং প্রযুক্তিবিদদের কোনও অভাব যেন না হয়। আউটসোর্স কর্মীদের সময়মতো বেতন দিতে হবে। বারাবাঙ্কির আদলে সব জেলায় বিনিয়োগকারীদের সম্মেলন আয়োজন করতে হবে।

প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে সাংবাদিক বৈঠক, 'দিদির দূত'দের প্রশিক্ষণ শিবির

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি. স.) : প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে সাংবাদিক বৈঠক। পাশাপাশি চলবে 'দিদির দূত'দের প্রশিক্ষণ শিবির। 'দিদির সুরক্ষা কবচ' কর্মযজ্ঞকে সর্বতোভাবে সফল করে আগামী পঞ্চায়েত ভোটে তার সুফল পেতে প্রত্যয়ী তৃণমূল। কীকী থাকছে 'দিদির সুরক্ষা কবচে'? তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ১১ জানুয়ারি থেকে এই কর্মসূচি কার্যকর হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরের ৩ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবীকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। বাংলার ১০ কোটি মানুষ এবং ২ কোটি পরিবারের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছবেন তাঁরা। 'দিদির দূত' হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেসের ওই সাড়ে তিন লক্ষ প্রতিনিধি কাজ করবে। বাংলার জনতা যাতে সরকারের ১৫টি 'ফ্ল্যাগশিপ' প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা ঠিক মতো পেতে পারেন, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। দিদির দূত অ্যাপের মাধ্যমে প্রত্যেকটি বাড়ি ম্যাপিং করে আলাদা আলাদা প্যারামিটারের সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, যেমন শিক্ষাশ্রী, কন্যাশ্রী, ঐক্যশ্রী, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, মানবিক পেনশন, স্বাস্থ্যসাথী, বাংলা আবাস যোজনা, খাদ্য সাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবশ্রী মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে।

আগামী ২ মাস ধরে রাজ্য তৃণমূল স্তরের ৩৫০ নেতা ১০ দিন করে প্রতিটি অঞ্চলে রাত্রি যাপন করবেন। মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের অভাব অভিযোগের কথা যাতে নেত্রীর কাছে পৌঁছয়, তার ব্যবস্থা করবেন

নেতারা চলে আসার পরের দিন থেকে দিদির দূতেরা গিয়ে প্রতি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে দেখবেন, জনগণ সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন কি না। প্রতিটি অঞ্চলের সাংসদ, বিধায়ক, জেলা সভাধিপতি —সহ এলাকার রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক প্রধানদের নিয়ে ৩২০ জনের দল তৈরি হয়েছে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচির জন্যি চিহ্নিত করা হয়েছে ৩৩৪৩টি অঞ্চল। দু' মাসের কর্মসূচিতে এই সমস্ত অঞ্চলের ৯৮ শতাংশেই গিয়ে পৌঁছতে পারবেন দিদির দূতেরা। প্রতিটি অঞ্চলে গিয়ে দিদির দূতেরা কী কী করবেন, তার তালিকা ধরানো হবে। সেই অনুযায়ীই কাজ করতে হবে তাঁদের। তবে নির্ধারিত কর্মসূচির পাশাপাশি সারপ্রাইজ ভিজিটও করতে হবে। যাতে এলাকার প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা যায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে শুরু করতে হবে ১০ দিনের সফর, মাহাত্ম্যপূর্ণ স্থান দর্শন। সমাজের প্রভাবীদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে হবে। মধ্যাহ্নভোজ করে দলীয় কর্মসূচি হিসাবে জন সংযোগ করা নির্দিষ্ট বুথে। দলের কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করে কী করতে হবে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। কিট ব্যাগ দেওয়া হবে প্রত্যেক জেলা সদর থেকে। কিটব্যাগে থাকবে নির্দেশিকা। দিদির দেওয়া চিঠি। মমতার যোগ্য দূত হিসাবে আচরণ করবেন। বিনম্র হতে হবে। ধৈর্য্য চ্যুতি চলবে না। ৩০ মিনিট করে প্রত্যেক বাড়িতে কাটাতে হবে।

কিউ আর কোড থাকবে, স্ক্যান করলেই দিদির দূত ডাউনলোড হবে। ক্যালেন্ডার থাকবে। ২০২৩ এবং ২০২৪ দু'বছরের ক্যালেন্ডার বাড়িতে বাড়িতে দিতে হবে। ব্যান্ড নিজে পরবেন যে বাড়িতে যাচ্ছেন, তাঁদেরও পরাতে পারেন। এবং ব্যাজ দিদির দূত লেখা। প্রত্যেক বুথ থেকে ৫টি করে টিম তৈরি করতে হবে। প্রতিটি টিমে থাকবেন চার থেকে পাঁচজন। তাঁদের কাজ পাঁচটা করে বাড়িতে যাওয়া। মাসে ১০ দিন। কাজের বাইরে অন্তত ২ টো করে বাড়ি কভার করতে হবে। বাড়ি ম্যাপ করা থাকবে।

৩ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত সবাইকে অবগত করা হবে। প্রথমে হুগলি জেলা সদরে সাংবাদিক বৈঠক। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে সাংবাদিক বৈঠক। পাশাপাশি চলবে দিদির দূতেদের প্রশিক্ষণ শিবির।

রাজস্থান ট্রেন লাইনচ্যুতর ঘটনায় ৪ যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল

জয়পুর, ২ জানুয়ারি (হি.স.): সোমবার ভোরে রাজস্থানের পালির কাছে বান্দ্রা টার্মিনাস-যোধপুর সূর্যনগরী এক্সপ্রেস ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনায় চারটি যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল এবং অন্য একটি ট্রেনের যাত্রাপথ ঘুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে উত্তর পশ্চিম রেলওয়ে জানিয়েছে। উত্তর পশ্চিম রেলওয়ে কর্তারা জানিয়েছেন, যোধপুর বিভাগের বান্দ্রা টার্মিনাস-যোধপুর সূর্যনগরী এক্সপ্রেস রাজকিয়াওয়াস-বোমাদ্রা সেকশন লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে।

বিকানের-বান্দ্রা টার্মিনাস ট্রেন (২২৪৭৩), সোমবার বিকানের থেকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল, লুনি-ভিলডি-পাটন-মেহসানা রুট দিয়ে চলাচল করবে। একইভাবে, সোমবার এবং মঙ্গলবার এই সেকশনের মাধ্যমে চলার জন্য নির্ধারিত চারটি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। বাতিল থাকবে যোধপুর-সবরমতি (১৪৮১৯), সবরমতি- জয়সালমের (১৪৮০৪), এবং যোধপুর-পালনপুর (১৪৮৯৩)। সোমবারের এই দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে জানা গিয়েছে।

ডেবরায় পথদুর্ঘটনায় মৃত ২, আহত ৫

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২ জানুয়ারি (হি. স.) : বছরের দ্বিতীয় দিনে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা হল পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায়। মৃতের সংখ্যা ২, আহত ৫। ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর হৈপথ এলাকায় ঘটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

গাড়িটা ঝড়ের গতিতে আসছিল। দেখেছিলেন পথচারীরাও। কিন্তু তাঁরা রাস্তার ধার দিয়ে নির্দিষ্ট রুটেই হাঁটছিলেন। গাড়ি যে এভাবে বেপরোয়া হয়ে উঠবে, তা তো দুর্ঘটনার এক মিনিট আগেও আঁচ করতে পারেননি তাঁরা। গাড়িটি পরপর দুটি গাড়িতে ধাক্কা মেরে পথচারীদের পিষে দোকানে ঢুকে পড়ল।

পুলিশ ও স্থানীয় জানা গিয়েছে, হলদিয়া থেকে খড়গপুর অভিমুখী একটি চার চাকা গাড়ি হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায় জাতীয় সড়কের ওপর। এরপর একের পর এক পথচারীকে ধাক্কা মেরে সজোরে একটি দোকানে ধাক্কা মারে গাড়িটি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কলমি শাকের স্বাস্থ্য উপকারিতা

কলমি শাক আঁশযুক্ত একটি খাবার। এর পুষ্টিগুণ অনেক। কলমি শাকে আছে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য উপাদান। বিশেষজ্ঞদের মতে থানকুনি, কচু কিংবা পুঁইশাকের চেয়েও এ শাকের পুষ্টিগুণ বেশি। এই শাকের বিভিন্ন রেসিপি হয়ে থাকে। যেমন- ভর্তা, ভাজি, চচ্চড়ি, পাকোড়া, চপ ইত্যাদি। এই শাকে রয়েছে অনেক ওষুধি গুণ। বিশেষজ্ঞরা বলেন, প্রতি ১০০ গ্রাম কলমি শাকে আছে ২৯ কিলোক্যালোরি, সোডিয়াম ১১৩ মিলিগ্রাম, পটাসিয়াম ৩১২ মিলিগ্রাম, খাদ্যআঁশ ২.১ গ্রাম, প্রোটিন ৩ গ্রাম, কর্বোহাইড্রেটস ৫.৪ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৭৩ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ৫০ মিলিগ্রাম, লৌহ ২.৫ মিলিগ্রাম, জলীয় অংশ ৮৯.৭ গ্রাম পুষ্টি উপাদান। কলমি শাকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম। এটি হাড় ও দাঁত মজবুত করতে সাহায্য করে। ছোট শিশুদের নিয়মিত কলমি শাক খাওয়ালে তাদের হাড় মজবুত হয়। কলমি শাকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ”সি”। এটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে এবং শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে থাকে। কলমি শাক বসন্ত রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। পর্যাপ্ত পরিমানে লৌহ থাকায় এই শাক রক্ত শূন্যতার রোগীদের জন্য দারুণ উপকারি। সারা দেহে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ ঠিক রাখতে এই শাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জন্মের পর শিশু মায়ের বুকের দুধ না পেলে কলমি শাক রান্না করে মাকে খাওয়ালে শিশু পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ পাবে। এক্ষেত্রে কলমী শাকের সঙ্গে ছোট মাছ দিয়ে রান্না

করে খেলে মায়ের দুধ বৃদ্ধি পাবে এবং তখন বাচ্চা বেশি দুধ পাবে। আঁশে ভরপুর একটি খাবার কলমি শাক। এটি খাদ্য হজম, খাদ্য পরিপাক ও বিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে। নিয়মিত কলমি শাক খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যা দূর হয়। রাত কানা রোগে এই কলমী শাক কয়েক সপ্তাহ প্রতিদিন একবেলা ভাজি রান্না করে খেলে ভালো হয়। গর্ভাবস্থায় মায়েদের শরীরে, হাতে-পায়ে জল আসে। সেই সময় কলমী শাক বেশি করে রসুন দিয়ে ভেজে তিন সপ্তাহ খেলে জল কমে যায়। যদি প্রস্রাবের রাস্তায় জ্বালা-যন্ত্রণা হয়, সেই সময় কলমীর রস করে ৩/৪ চামচ পরিমাণ ৩ সপ্তাহ খেলে ওই জ্বালা কমে যায়। হাত-পা বা শরীর জ্বালা করলে কলমী শাকের রসের সঙ্গে একটু দুধ মিশিয়ে সকালে খালি পেটে এক সপ্তাহ খেলে উপকার পাওয়া যাবে। পিঁপড়া, মৌমাছি, বিছা বা কোন পোকা-মাকড় কামড়ালে এই কলমী শাকের পাতা ডগাসহ রস করে লাগালে যন্ত্রণা কমে যায়। কলমি শাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশক্তি থাকায় শারীরিক দুর্বলতা দ্রুত সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে। রোগীদেরকে দ্রুত সুস্থ্য হবার জন্য কলমি শাক খাওয়ানো হয়ে থাকে।

প্লাটিলেট কমে যাওয়ার লক্ষণ

রক্তে প্লাটিলেট কমে যাওয়াকে থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া বলা হয়। রক্তরস ও রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত তরল যোজক টিস্যুকে রক্ত বলে। লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা, অনুচক্রিকা এই তিন ধরনের রক্তকণিকার মধ্যে যে উপাদান রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে সাহায্য করে তাকে প্লাটিলেট বা অনুচক্রিকা বলে।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের দেহে প্লাটিলেটের পরিমাণ দেড় লাখ থেকে ৪ লাখ ৫০ হাজার পর্যন্ত থাকে। চিকিতসকরা বলেন, প্লাটিলেটের পরিমাণ ১০ হাজারের নিচে নেমে গেলে অবশ্যই প্লাটিলেট গ্রহণ করতে হয়।

প্লাটিলেট কমে যাওয়ার লক্ষণ: ১) প্লাটিলেটের পরিমাণ কমে গেলে ত্বকের নিচে এক ধরনের রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে। ২) ত্বকে ছোট ছোট লাল রঙের র‍্যাশ, দাঁতের গোড়া থেকে রক্তক্ষরণ, নাক ও গলা থেকে রক্তক্ষরণ।৩) প্লাটিলেটের পরিমাণ যদি মাত্রাতিরিক্ত কমে যায় তাহলে দাঁতে গোড়া, মাড়িতে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। তবে এটি যে হঠাত কমে গিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয় বিষয়টি এমন নয়; এটি ঘটে ধীরে ধীরে। এমনকি প্লাটিলেটের পরিমাণ যদি ৫০ হাজারও থাকে সেটিকেও সাধারণ ধরা হয়। ৪) একজন রোগীর প্লাটিলেটের পরিমাণ যখন ২০ হাজারের নিচে নেমে যায় তখনই প্লাটিলেট গ্রহণের মনমানসিকতা ও ব্যবস্থা রাখতে হয়। ৫) রোগীর প্লাটিলেটের পরিমাণ যদি ৫ হাজারের নিচে নেমে যায় তখন ব্রেন, হার্ট, কিডনিতে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। যে কোনো ছোট অপারেশনের জন্য রোগীর প্লাটিলেটের পরিমাণ থাকতে হবে সর্বনিম্ন ৫০ হাজার এবং বড় ধরনের অপারেশনের জন্য প্লাটিলেটের পরিমাণ থাকতে হবে ১ লাখের বেশি। ৬) প্লাটিলেটের পরিমাণ বেড়ে গিয়েও দেখা দেয় হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোকসহ রক্তজমাট বেঁধে যাওয়ার মতো বিপত্তি। যদিও এমন কিছু খুব একটা দেখা যায় না।

আঞ্জনি হলে করণীয়

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় “স্টাই বা হরডিয়োলাম”। চোখে অনেক ক্ষুদ্র তেল গ্রন্থি আছে। বিশেষ করে চোখের পাতার উপর। সেই গ্রন্থিগুলোতে মৃত কোষ, ময়লা, তেল জমে ঐ মুখগুলো বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে। এর থেকেই আঞ্জনির মতো সমস্যা হয়।

এই সমস্যা প্রায়ই আমাদের ভোগায়। কিন্তু কীভাবে আঞ্জনির সমস্যা কমাবেন? কিছু ঘরোয়া উপায়েই কমিয়ে ফেলা যায় এই সমস্যা। চলুন তবে জেনে নেয়া তেল শুকিয়ে যাবে। ব্যথাও দ্রুত কমবে। চোখে আঞ্জনি হলে ভুলেও মেক আপ করবেন না। এতে অন্য চোখেও ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ বাড়ে। মেক আপ করলে তার থেকেও সংক্রমণ বাড়তে পারে।এই সময়ে চোখে কোনো ধরনের লেন্স না পরাই ভাল। এতে সমস্যা বাড়তে পারে।

চায়ে অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল গুণ থাকে। লিকার চায়ের গরম টিব্যাগ দিয়েও চোখে ভাপ দিতে পারেন। এতে চোখের ফোলা ভাব কমবে। সংক্রমণও কমবে।চোখের পাতায় খাঁটি ক্যাস্টর অয়েল লাগাতে

যাক ঘরোয়া উপায়ে কীভাবে আঞ্জনির সমস্যা কমাবেন সে সম্পর্কে- নরম কাপড় বা রুমাল দিয়ে খুব হালকা হাতে গরম সেঁক দিন। বেশি চাপ দিয়ে সেঁক দেবেন না। এতে সংক্রমণের আশঙ্কা কমবে। গ্রন্থির মুখে জমে থাকা পারেন। তবে ক্যাস্টর অয়েল লাগানোর আগে ভাল করে দেখে নিন তেলটির মেয়াদ কবে উত্তীর্ণ হচ্ছে। যদি মেয়াদের মধ্যে থাকে, তা হলে ব্যবহার করতে পারেন। ব্যাক্টেরিয়াজাত সংক্রমণের আশঙ্কা এতে কমে।

দুধ আর ডিম একসঙ্গে খাওয়া কি ঠিক

অধিকাংশ বাড়িতেই সকালের খাবারে টেবিলে সেদ্ধ ডিম কিংবা অমলেট,সঙ্গে একগ্লাস দুধ থাকে। অনেকে আবার শরীরের ফিটনেস বাড়াতে দুধের সঙ্গে কাঁচা ডিম মিশিয়ে খেয়ে ফেলেন। কিন্তু ডিম আর দুধ কি একসঙ্গে খাওয়া যায়? এ নিয়ে যুগ যুগ ধরে বিতর্ক চলে আসছে। অনেকের মতে, ডিম আর দুধ একসঙ্গে খেলে হজমে সমস্যা হতে পারে।

আবার অনেকে বলেন, হজম করতে পারলে দুধ আর ডিম একসঙ্গে নিশ্চিন্তে খাওয়া যায়। দুধ, ডিম উভয়ই স্বাস্থ্যকর এবং উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, একসঙ্গে দুধ ও ডিম খাওয়ার ফলে নানা ধরণের স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক কী কী সমস্যা হতে পারে .

তাদের মতে, ডিম-দুধ উভয়ই হেলদি ফ্যাট, প্রোটিন, অ্যামিনো অ্যাসিড এবং ক্যালসিয়ামে পরিপূর্ণ, যা শরীর এবং মস্তিষ্কের বিকাশ ও ভালো কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজন। তবে একসঙ্গে দুই রকমের প্রোটিন খেলে হজমে সমস্যা হতে পারে। এছাড়া, পেট ফুলে থাকা, অস্বস্তি, পেটে ব্যথা, এমনকি ডায়রিয়াও হতে পারে। কেউ কেউ বলেন, দুধ ও ডিম একসঙ্গে খেলে পেশী শক্তিশালী হয়। আবার অনেকের মতে, এই মিশ্রণটি বদহজমের অন্যতম কারণ এবং অনেক সময় ত্বকে ইনফেকশনও হতে পারে। তবে বেকিং এবং রান্নার ক্ষেত্রে ডিম-দুধের মিশ্রণের কোনও পার্শ প্রতিক্রিয়া হয় না; বরং এই দুইয়ের মিলনেই খাবারের স্বাদ ও টেক্সচার উন্নত হয়। তবে, কাঁচা ডিম মিশিয়ে খেলে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের আরও মত, দুধের সঙ্গে কাঁচা ডিম মিশিয়ে খেলে হজমের সমস্যা শুরু হতে পারে এবং সালমোনেলার মতো রোগও হতে পারে। দুধ এবং কাঁচা ডিম একত্রিত করলে ফুড পয়জনিং এবং বায়োটিনের ঘাটতি হতে পারে। এই কারণেই দুধের সঙ্গে কাঁচা ডিম মিশিয়ে খাওয়া অত্যন্ত খারাপ। যারা পেশী গঠনের চেষ্টা করছেন, তারা প্রায়ই পেশী এবং শরীরের দ্রুত বিকাশের জন্য কাচা ডিম ও দুধ খান। তবে দিনের পর দিন এটি খেলে কোলেস্টেরলের ঝুঁকি বাড়তে পারে। তাই রান্না করা ডিম এবং দুধ খাওয়াই ভালো। তবে এই দুই ধরনের প্রোটিন খাওয়ার মধ্যে এক ঘণ্টা গ্যাপ রাখা ভালো।

পরের ভূমিকম্পটি হতে পারে ভয়ঙ্কর, খবর শোনালেন বিজ্ঞানীরা

২০১৫ সালে নেপালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের কথা নিশ্চয়ই মনে রয়েছে? ভয়াবহ ওই ভূমিকম্পে প্রায় ধ্বংসই হয়ে গিয়েছিল নেপাল। ভারতেও প্রভাব পড়েছিল সেই ভূমিকম্পের। সেই স্মৃতি উসকেই মঙ্গলবার মধ্যরাতে ফের ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে নেপাল। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৩।

এই ভূমিকম্পের প্রভাব পড়েছে ভারতেও। দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, বিহার-সহ একাধিক রাজ্য রাত দুটো নাগাদ পরপর দুইবার কেঁপে ওঠে। বুধবার মধ্য রাতেও ভূমিকম্প হয় আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। একের পর এক ভূমিকম্প হওয়ার পরই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা। হিমালয় অঞ্চলে বড়সড় ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও সতর্ক করেছেন বিজ্ঞানীরা। নেপালের মতো পরিস্থিতি যাতে ভারতেও না হয়, তার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হল। মঙ্গলবার মধ্য রাতে নেপালে ৬.৩ মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার পরই কম্পন অনুভূত হয় দিল্লি, বিহার, উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডেও। এত দূর অবধি কম্পন অনুভূত হওয়ার কারণ নিয়ে ওয়াদিয়া ইন্সটিটিউট অব হিমালয়ান জিওলজির সিনিয়র জিওগ্রাফিসিস্ট অজয় পাল বলেন, “ভারতীয় ও ইউরেশীয়ান প্লেটের সংঘর্ষের ফলেই হিমালয়ের উতপত্তি হয়েছিল। ভূপৃষ্টের নীচে থাকা ভারতীয় প্লেটের উপরে ক্রমাগত ইউরেশীয়ান প্লেটের চাপের কারণেই ভূমিকম্প হয়। হিমালয়ের নীচে দুই পাতের সংঘর্ষে এই ভূমিকম্প অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। গোটা হিমালয় অঞ্চলটিই ভূমিকম্প প্রবণ। ওই অঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনাও সর্বদাই থাকে।’’ পরবর্তী সময়ে যদি হিমালয় অঞ্চলে ভূমিকম্প হয়, তবে তা অত্যন্ত শক্তিশালী হবে বলেই জানিয়েছেন বিজ্ঞানী। রিখটার স্কেলে এই কম্পনের মাত্রা ৭ বা তারও বেশি হতে পারে। কবে এই ভূমিকম্প হবে, তার পূর্বাভাস দেওয়াও সম্ভব নয় বলেই তিনি জানান। এই বিষয়ে তিনি বলেন, “কেউ জানে না কবে এই ভূমিকম্প হবে। পরের মুহূর্তেও হতে পারে, আগামী মাস বা ১০০ বছর পরেও এই ভূমিকম্প হতে পারে।” উল্লেখ্য, বিগত ১৫০ বছরে মোট চারটি বড় ভূমিকম্প হয়েছে হিমালয়ে। ১৮৯৭ সালে শিলংয়ে ব্যাপক কম্পন অনুভূত হয়েছিল। এরপরে ১৯০৫ সালে কাঙ্গরায়, ১৯৩৪ সালে বিহার-নেপাল সীমান্তে ও ১৯৫০ সালে অসমে কম্পন অনুভূত হয়। এছাড়া ১৯৯১ সালে উত্তরকাশীতে, ১৯৯৯ সালে চামোলি ও ২০১৫ সালে নেপালেও ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। সিনিয়র জিওগ্রাফিসিস্ট অজয় পাল জানান, যেহেতু ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়, তাই আগে থেকে নিজেদের প্রস্তুত রাখা প্রয়োজন। এতে বড় ক্ষয়ক্ষতি যেমন এড়ানো যায়, তেমনই ভূমিকম্পও দক্ষ হাতে মোকাবিলা করা যাবে। পরামর্শ হিসাবে তিনি জানিয়েছেন, ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলে বাড়ি এমনভাবে বানানো উচিত, যা ভূমিকম্পেও বিশেষ প্রভাবিত হবে না। জাপানেও এই পদ্ধতিতেই বাড়ি বানানো হয়। এছাড়া প্রত্যেক বছরই অন্তত একবার মক ড্রিল করা উচিত। যদি এই কাজগুলি করা যায়, তবে ভূমিকম্পের প্রভাব ৯৯.৯৯ শতাংশ কমিয়ে ফেলা সম্ভব। জাপানেরই উদাহরণ টেনে ডঃ পাল বলেন, “জাপান ভূমিকম্পপ্রবণ হওয়ায়, সে দেশে আগে থেকেই বিভিন্ন প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হয়। সেই কারণেই বারবার ছোট-বড় ভূমিকম্প হলেও, জাপানে প্রাণহানি বা সম্পত্তির বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয় না”। তিনি জানান, ওয়াদিয়া ইন্সটিটিউটের তরফে প্রায় সময়ই হিমালয়ের কোলে অবস্থিত গ্রাম ও স্কুলগুলিতে বিশেষ দল পাঠানো হয় সচেতনতা তৈরির জন্য। ওই ইন্সটিটিউটেরই অপর জিও-ফিজিস্টিট নরেশ কুমার জানান, উত্তরাখণ্ড সেসমিক জোন চার ও পাঁচের মাঝে অবস্থিত। সেই কারণে এই অঞ্চলটি অত্যন্ত ভূমিকম্প প্রবণ। হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে প্রায় ৬০টি ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে সেসমিক প্লেটগুলির গতিবিধির উপরে নজর রাখার জন্য।

শাক যে কোনও সবজিকে দশ গোল দেয়

প্রথম পাতে শাক খাওয়া বাঙালির রীতি। আগেকার দিনে যে কোনও অনুষ্ঠানে আগে পাতে নুন, লেবু, লঙ্কা আর অল্প করে শাক ভাজা দেওয়া হত। তবে অন্য খাওয়া। প্রাচীন কাল থেকেই মুনি-ঋষিরা এই শাকাহারের কথা বলেন। শাকের মধ্যে রয়েছে একাধিক পুষ্টিগুণ। যা শরীরে অপুষ্টির ঘাটতি মেটায়। শীত মানেই বাজার ছেয়ে যায় একাধিক রঙিন শাক-সবজিতে। সেই তালিকায় থাকে নানা রকম শাক, গাজর, পালং, মূলো, বীট, টমেটো, ক্যাপসিকাম-সহ আরও কত কী। এই শীতে পুরো বাংলা জুড়ে যে পরিমাণ শাক পাওয়া যায় তা আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। অনেক শাকের নামও আমরা জানি না। পালং, মেথি, সর্ষে, লাল শাক, পুইঁ, কলমি, খসলা ছাড়াও শীতকালে বাজারে ওঠে নটে শাক। গ্রামাঞ্চলে এখনও বাড়িতে বাড়িতে থাকে এই শাকের বাগান। শহরের বাজারেও আসে এই শাক। যদিও অনেকেই তা চেনেন না। কিংবা রান্নার পদ্ধতিও অনেকের কাছে অজানা। তবে শীতের শুরুতে এই শাক শরীরের জন্য খুব উপকারি। রোজ খেলে ফল মিলবে।

নটে শাক আমরান্থ নামে পরিচিত হিন্দিতে। মুলত ওষধি গাছ হিসেবেই একে ব্যবহার করা হয় আয়ুর্বেদে। নটে শাকের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি। এছাড়াও নটে শাক একাধিক রোগের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে। রক্ত পরিষ্কার রাখার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই শাকের। শরীর ঠাণ্ডা রাখতেও সাহায্য করে। শুধু আমাদের রাজ্যেই নয়, ভিন রাজ্যেও চল রয়েছে এই শাকের। ভাজা থেকে চচ্চড়ি- যে ভাবে খুশি খাওয়া যায় এই শাক। মাছের মাথা দিয়ে খেতেও বেশ ভাল লাগে। এই শাকের মধ্যে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফেনোলিক যৌগও শরীরের একাধিক কাজে লাগে। নটে শাকের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ আয়রণও। ফলে যারা রক্তাল্পতায় ভুগছেন তাঁরা যদি রোজ খেতে পারেন তাহলে খুব ভাল উপকার পাবেন। এছাড়াও রক্তনালীর গঠন, পেশীর গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই নটে শাকের। এই শাকের মধ্যে থাকে অ্যামারান্থ গ্যালিক অ্যাসিড এবং ভ্যানিলিক অ্যাসিড- যা বার্ধক্য থেকে হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে এই নটে শাক। কারণ এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার রয়েছে। আছে টোকোট্রিয়েনলস। যা এক ধরণের ভিটামিন ই। আর তাই এই শাক খেলে কোলেস্টেরল দ্রুত কমে যায়।

সুস্থ থাকতে এখন থেকেই যা কিছু রাখবেন রোজের ডায়েটে

দেহের বয়স বাড়ে, মনের বয়স না বাড়লে মনের উপর বাড়তি চাপ তো পড়েই। আর তাই ৩০ মানেই একাধিক পরিবর্তন আসে শরীরে, মনে। ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই এই সময় নিজের শরীরের উপর খেয়াল রাখা উচিত। কারণ এই সময় হরমোনের যেমন পরিবর্তন হয় তেমনই শারীরিক নানা পরিবর্তন আসে। শরীর ঠিক রাখতে পুষ্টির প্রয়োজন। ৩০ বছর বয়সে এসে অধিকাংশের মধ্যেই ওজন বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড- একাধিক সমস্যা শরীরে জাঁকিয়ে বসে। এছাড়াও মেয়েদের ক্ষেত্রে শরীরে দেখা দেয় ক্যালশিয়ামের অভাব। হাঁটুতে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা- এই ব্যাথার কোনও কমতি থাকে না। আর তাই শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে এই সময় রোজকার ডায়েটের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। এই তালিকায় প্রথমেই রয়েছে সবজি। সুস্থ শরীরের জন্য রোজ নিয়ম করে সবজি খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিতকেরা। সব বয়সের সব মানুষেরই প্রতিদিন নিয়ম করে সবজি খাওয়া দরকার। শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, পুষ্টি আসে এই খাবার থেকেই। পালং শাক, ব্রকোলি, গাজর, টমেটো, সিম, ভুট্টা এসব রাখতে হবে রোজকারের ডায়েটে। ক্যাপসিকাম, মাশরুম, রসুম এসবও নিয়ম করে রাখতে হবে রোজকারের ডায়েটে। এছাড়াও রোজ একবাটি করে ফল খেতে হবে। আপেল, পেঁপে, সবেদা, তরমুজ রোজ খান নিয়ম করে। ডাল খেতেই হবে এক বাটি করে। যে কোনও ডাল চলতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সবচাইতে ভাল হল মুসুরের ডাল। মুসুর ডালের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন। টমেটো, রসুন, আদা, পেঁয়াজ দিয়ে বানিয়ে নিন মুসুরের ডাল। স্যুপের মত খেলে শরীরের একাধিক উপকার হবে। শরীরের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হল ক্যালশিয়াম। আর তাই রোজকারের ডায়েটে নিয়ম করে দুধ, দই পনির এসব অবশ্যই রাখতে হবে। শরীরে ক্যালশিয়ামের ঘাটতি মেটাতে দুধের চাইতে ভাল আর কিছুই হয় না। এছাড়াও রোজ একবাটি বাড়িতে পাতা টকদই খেতে পারলে খুবই ভাল। খেতে পারেন রাইতা বানিয়ে। বিভিন্ন ধরনের বীজ রাখুন ব্রেকফাস্টে। বীজের মধ্যে থাকে একাধিক ভিটামিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড। যা শরীরের জন্য খুবই প্রয়োজন। দুধ দিয়ে চিয়া সিডস খেতে পারেন ব্রেকফাস্টে। এতে অনেক৭ণ পর্যন্ত পেট ভরা থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন বীজ আর সিরিয়ালস একসঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে। রোজ সকালে দিন শুরু করুন হলুদ, আদা, মধু, দারচিনি দেওয়া চা দিয়ে। হলুদ আর আদার মধ্যে একাধিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায়। একাধিক সংক্রমণের হাত থেকেও রক্ষা করে। আর তাই রোজ হলুদ, মেথি এসব নিয়ম মেনে খান।

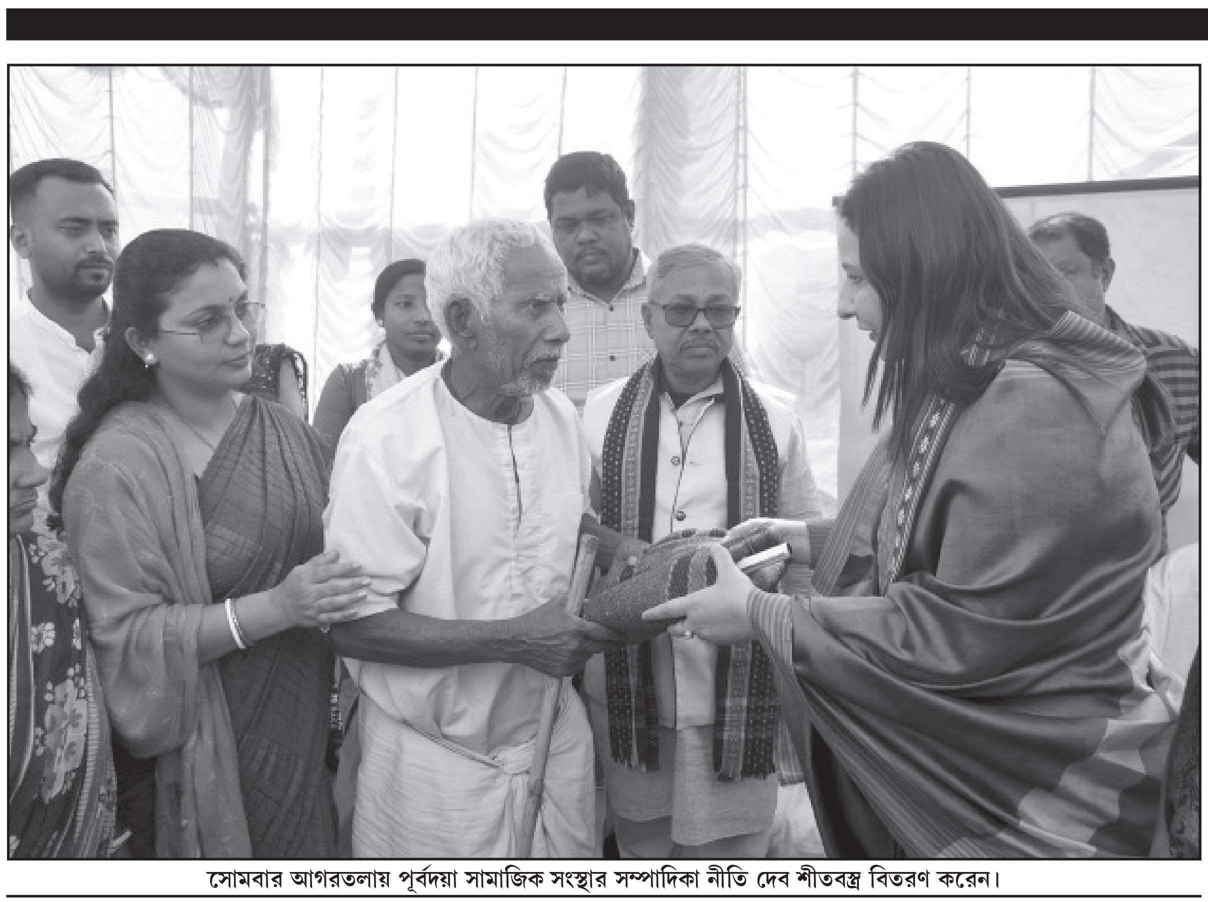

সোমবার আগরতলায় পূর্বদয়া সামাজিক সংস্থার সম্পাদিকা নীতি দেব শীতবস্ত্র বিতরণ করেন।

রাজৌরিতে ঘৃণ্য সন্ত্রাসী হামলার নেপথ্যে যারা রয়েছে তাদের শাস্তি হবেই : মনোজ সিনহা

শ্রীনগর, ২ জানুয়ারি (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে বর্বরোচিত জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। উপ-রাজ্যপালের দফতর থেকে সোমবার সকালে টুইট করে জানানো হয়েছে, 'রাজৌরিতে কাপুরুষোচিত সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

আমি জনগণকে আশ্বস্ত করছি, এই ঘৃণ্য হামলার পিছনে যারা রয়েছে তাদের শাস্তি হবেই।

শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে রয়েছি আমরা।'

উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহার দফতর থেকে টুইট করে আরও জানানো হয়েছে, সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের নিকটাত্মীয়কে ১০ লক্ষ টাকা এবং সরকারি চাকরি দেওয়া হবে। গুরুতর আহতদের ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ রাজৌরির আপার ডাঙরি গ্রামে জঙ্গিরা হামলা করে। সন্ত্রাসীদের গুলিবর্ষণের ফলে ৪ জন মারা গিয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন ৬ জন।

জঙ্গি হামলায় ৪ জনের মৃত্যুতে ক্ষোভে ফুঁসছে রাজৌরি, সন্ত্রাসবাদের তীব্র নিন্দা করলেন মনোজ সিনহা

শ্রীনগর ও জম্মু, ২ জানুয়ারি (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ৪ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যুতে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাজৌরির আপার ডাঙরি গ্রামে বর্বরোচিত জঙ্গি হামলার নিন্দা ও জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে সোমবার সকালে ডাঙরি মেইন চকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা।

জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তাঁরা বলেছেন, 'জেলা প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহাকে এখানে এসে আমাদের দাবিদাওয়া শুনতে হবে।'

রাজৌরিতে বর্বরোচিত জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। উপ-রাজ্যপালের দফতর থেকে সোমবার সকালে টুইট করে জানানো হয়েছে, 'রাজৌরিতে কাপুরুষোচিত সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। আমি জনগণকে আশ্বস্ত করছি, এই ঘৃণ্য হামলার পিছনে যারা রয়েছে তাদের শাস্তি হবেই। শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে রয়েছি আমরা।' সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের নিকটাত্মীয়কে ১০ লক্ষ টাকা এবং সরকারি চাকরি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। গুরুতর আহতদের ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে।'

বাঁকুড়ায় ধান বোঝাই লরি উলটে মৃত ৪, জখম ২

বাঁকুড়া, ২ জানুয়ারি (হি.স.): রবিবার রাতে ধান বোঝাই লরি উলটে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানা এলাকার জন্তা মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। লরিটির সামনের চাকা ফেটে যাওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতরা হলেন, রটে মল্লিক, বুড়ো মল্লিক, সুরজিৎ মাণ্ডি ও গফুর মির্জা। প্রত্যেকের বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের রায়না থানা এলাকার বহরমপুর গ্রামে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত আজহার মির্জা ও উজ্জ্বল মল্লিককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, তালডাংরার বিবড়দা থেকে একটি ধান বোঝাই লরি বিষ্ণুপুরের জয়কৃষ্ণপুর-পাত্রসায়ের রাস্তা দিয়ে বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিল। জন্তা মোড়ের কাছে লরির সামনের চাকা বিকট শব্দে ফেটে যায়। চাকা ফেটে যাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায় লরিটি। ধানের বস্তার উপর বসে থাকা শ্রমিকদের ৬ জন নীচে চাপা পড়ে যান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ৬ জনকে উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা ৪ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি ২ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরিটিকে আটক করেছে পুলিশ। লরির চালক পলাতক। ঘটনার তদন্ত চলছে।

জনবহুল এলাকায় গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে বিপত্তি, আহত পথচারীরা

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): জনবহুল এলাকায় গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে ঘটল বিপত্তি। সোমবার হাওড়ার ডুমরজলা এলাকায় দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ২ জন পথচারী। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রত্যেকদিনের মতো ডুমুরজলা স্টেডিয়াম সংলগ্ন রাস্তায় প্রাতঃভ্রমণকারীদের ভিড় ছিল। সেখানে তখন গাড়ি চালানো শিখছিলেন এক তরুণ। সেইসময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সাতটি মোটরবাইক, তিনটি সাইকেল ও একটি স্কুটারে ধাক্কা মারে সেই গাড়ি।

প্রাতঃভ্রমণকারীরা ঘাতক গাড়ি ও তাঁর চালককে ধরে ফেলে। খবর পেয়ে চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই তরুণকে আটক করে। স্থানীয়দের অভিযোগ, জনবহুল রাস্তায় প্রাতঃভ্রমণের সময় অনেকেই গাড়ি চালানো শেখেন। সেকারণে আগেও বহুবার দুর্ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু, পুলিশ প্রশাসনের কোনও সদর্থক ভূমিকা নেই। পুলিশের দাবি, ওই এলাকায় নিয়মিত নজরদারি চালানো হয়। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

দৈনিক সংক্রমণ কমে ১৭৩; ভারতে সক্রিয় রোগীও নিরন্তর নিম্নমুখী, মৃত্যু আরও দু''জনের

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ একধাক্কায় অমেকটাই কমে গিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৭৩ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে দু''জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় কেরলে একজন ও উত্তরাখণ্ডে একজনের মৃত্যুর পর সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫,৩০,৭০৭ জনের।

দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২ হাজার ৬৭০-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। এখনও পর্যন্ত ভারতে মোট করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৪৬,৭৮,৮২২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪৫,৪৪৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ।

এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৬ হাজার ৬৭৫ জন প্রাপক, ফলে ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২২০.১০-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,১০,৭৭,১৯২। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৯২,৯৫৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। পরীক্ষিত ৯২,৯৫৫ নমুনা টেস্টের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭৩ জন।

মেক্সিকোর সীমান্ত শহরে কারাগারে দুষ্কৃতী হামলা; মৃত্যু ১৪ জনের, আহত কমপক্ষে ১৩

মেক্সিকো সিটি, ২ জানুয়ারি (হি.স.): মেক্সিকোর সীমান্ত শহর জুয়ারেজে একটি কারাগারে দুষ্কৃতী হামলার ঘটনা ঘটেছে। কয়েকজন দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ওই কারাগারে প্রবেশ করে ১০ জন নিরাপত্তারক্ষী ও ৪ জন বন্দিকে গুলি করে। যার ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ১৪ জনের। সেই হামলায় আরও ১৩ জন আহত হয়েছেন। যাদের ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। এই ঘটনার ফাঁকেই জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছে ২৪ জন বন্দি। তবে কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তা জানা যায়নি।

পুলিশ ওই দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, একদল দুষ্কৃতী গাড়ি করে এসে কারাগারের বাইরে থেকেই গোলাগুলি ছুড়তে থাকে। ওই হামলার চালানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। স্থানীয় সময় অনুযায়ী রবিবার (১ জানুয়ারি) এই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে এই ঘটনা ছাড়াও মেক্সিকোর বিভিন্ন এলাকায় আরও কয়েকটি হামলার ঘটনা ঘটেছে।

আহমেদাবাদে ডুপ্লেক্স বাড়ির বেডরুমে আগুন, দম্পতি ও তাঁদের সন্তানের মৃত্যু

আহমেদাবাদ, ২ জানুয়ারি (হি.স.): গুজরাটের আহমেদাবাদে ডিপ্লেক্স বাড়ির বেডরুমে আগুন লেগে প্রাণ হারালেন স্বামী, স্ত্রী ও তাঁদের ৮ বছরের ছেলে। সোমবার সকাল ৫টা নাগাদ যখন আগুন লাগে, তখন বাড়ির ফার্স্ট ফ্লোরে অবস্থিত বেডরুমে ছিলেন দম্পতি ও তাঁদের ছেলে। বিভাগীয় দমকল অফিসার ওম জাদেজা জানিয়েছেন, আগুন ও ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়, আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে ফরেনসিক দল। আত্মহত্যার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছেন না বলে জানিয়েছে পুলিশ। এটাও সম্ভব যে পরিবারটি ঘর গরম রাখার জন্য আগুন জ্বালিয়েছিল এবং আগুনের সূত্রপাত হলে তাঁরা আটকে পড়েন।

ইতিহাসের সাক্ষী, চালু হল জোকা-তারাতলা মেট্রো যাত্রী পরিষেবা

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): দীর্ঘ অপেক্ষার পর নতুন বছরে নতুন উপহার পেয়েছে বেহালাবাসী। সোমবার থেকে চালু হয়েছে জোকা থেকে তারাতলা মেট্রো রুট। মেট্রো চালু হওয়ায় বেহালাবাসীর যাতায়াতে সুবিধা হল, প্রথম দিন যাত্রীদের প্রতিক্রিয়া এমনই। যাত্রীদের মতে, বেহালার রূপই বদলে গিয়েছে, আরও গতিময় হয়ে উঠেছে নতুন মেট্রো রুট চালু হওয়ায়। সোমবার সকাল ১০টায় জোকা থেকে প্রথম মেট্রোটি ছাড়ে। এদিন প্রথম মেট্রো ছাড়ার আগে যাত্রীরা বেশ উৎসাহী ছিলেন। প্রথম মেট্রো রওনা দেয় তারাতলার অভিমুখে।

প্রসঙ্গত, গত ৩০ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই মেট্রো উদ্বোধনের কথা ছিল। কিন্তু তাঁর মাতৃবিয়োগের কারণে তিনি ভার্চুয়ালি এই মেট্রো রেলের উদ্বোধন করেন। আপাতত ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করবে। তবে আরও বেশ কয়েকটি মেট্রো রেক চলে আসবে। যার ফলে মেট্রো চলাচলে সমস্যা হবে না। আগামীতে এই মেট্রোই হয় উঠবে জোকা-বেহালার প্রাণপথ। আপাতত একটি এসি মেট্রো রেক দিয়েই যাত্রী পরিষেবা চালানো শুরু হয়েছে জোকা থেকে তারাতলা মেট্রো রুটে। রেক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হবে জোকা ডিপোতে। জোকা শেড অনেকটাই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। মেট্রো চলাচল করার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে না বলেই আশাবাদী মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

দিল্লিকে দূষণ থেকে বাঁচাতে প্রয়াস, আরও ৫০টি নতুন বৈদ্যুতিক বাসের সূচনা করলেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স.): ডিটিসি-র অধীনে রাজধানী দিল্লিতে আরও ৫০টি নতুন বৈদ্যুতিক বাসের সূচনা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সোমবার বেলা ১১.৩০ মিনিট নাগাদ একটি অনুষ্ঠান থেকে সবুজ পতাকা নেড়ে ৫০টি নতুন বৈদ্যুতিক বাসের সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল এদিন বলেছেন, ২০২৫ সালের মধ্যে দিল্লির রাস্তায় ৮০ শতাংশ বাস বৈদ্যুতিক চালিত হবে। এদিন আল্ট্রা চার্জিং স্টেশনেরও উদ্বোধন করেছেন কেজরিওয়াল। এর ফলে খুব দ্রুত চার্জ করা যাবে বৈদ্যুতিক বাসগুলি। এদিনের অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, আমরা ২০২৩ সালে ১,৫০০টি ই-বাস সংগ্রহ করব এবং ২০২৫ সালের মধ্যে দিল্লির রাস্তায় ৮০ শতাংশ বাস বৈদ্যুতিক চালিত হবে।

পারদের ওঠানামা অব্যাহত; শীতের আমেজও নেই কলকাতায়, দার্জিলিং-এও বরফের দেখা নেই

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): চেনা শীতের দেখা মিলছেই না কলকাতায়। নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনে সামান্য কমলেও, সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে ৩ ডিগ্রি বেশি। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। আবার মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক।

এর আগে রবিবার এক ধাক্কায় ৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা বেড়ে গিয়েছিল তিলোত্তমায়। এ বছর শীতকালে পারদের এমন ওঠানামা লেগেই রয়েছে। কখনও ঠান্ডা পড়ছে, সেই আমেজ কাটতে না কাটতেই আচমকা বেড়ে যাচ্ছে তাপমাত্রা। আলিপুর হাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তুরে হাওয়া দুর্বল। যে কারণে শীতকালেও চেনা শীতের দেখা নেই। বঙ্গোপসাগরে উচ্চচাপ বলয় তৈরি হয়েছিল। তার প্রভাবেও শীত বাধা পেয়েছে রাজ্যে। কলকাতার পাশাপাশি জেলাতেও তাপমাত্রা ঊর্ধমুখী। এদিকে, দার্জিলিংয়ে জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে, তবুও তুষারপাত হয়নি দার্জিলিংয়ে। দেখা মেলেনি বরফের।

রাজস্থানের পালিতে লাইনচ্যুত সূর্যনগরী এক্সপ্রেসের ৮টি বগি, আহত কমপক্ষে ১০ জন

পালি, ২ জানুয়ারি (হি.স.): রাজস্থানের পালি জেলায় লাইনচ্যুত হয়ে গেল বান্দ্রা টার্মিনাস-যোধপুর সূর্যনগরী এক্সপ্রেস। সোমবার ভোররাত ৩.২৭ মিনিট নাগাদ যোধপুর ডিভিশনের রাজকিয়াওয়াস-বোমাদ্রার মাঝে লাইনচ্যুত হয়ে যায় সূর্যনগরী এক্সপ্রেসের ৮টি বগি। রেল সূত্রের খবর, এই দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। তবে, বেসরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতের সংখ্যা ১০। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দেয় একটি রিলিফ ট্রেন। উত্তর পশ্চিম রেলের সিপিআরও জানিয়েছেন, বান্দ্রা টার্মিনাস-যোধপুর সূর্যনগরী এক্সপ্রেস ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে ১১টি বগি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ঊর্ধতন আধিকারিকরা। একজন যাত্রী জানিয়েছেন, 'মারওয়ার জংশন থেকে রওনা হওয়ার ৫ মিনিটের মধ্যে, ট্রেনের ভিতরে একটি কম্পনের শব্দ শোনা যায় এবং ২-৩ মিনিট পরে ট্রেনটি থেমে যায়। আমরা নীচে নেমে দেখি কমপক্ষে ৮টি স্লিপার ক্লাস কোচ ট্র্যাকের বাইরে রয়েছে। ১৫-২০ মিনিটের অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছয়।

উত্তর পশ্চিম রেলওয়ে জানিয়েছে, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সরাসরি রেল দুর্ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছেন। যাত্রী ও তাঁদের পরিবারের সুবিধার্থে হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে রেল। যোধপুরের জন্য: ০২৯১২৬৫৪৯৭৯, ০২৯১২৬৫৪৯৯৩, ০২৯১২৬২৪১২৫, ০২৯১২৪৩১৬৪৬। পালি মারওয়ারের জন্য: ০২৯৩২২৫০৩২৪।

শপিং সেন্টারে বর্ষবরণের আয়োজনে হুড়োহুড়ি, উগান্ডায় শিশু-সহ মৃত্যু ৯ জনের

কাম্পালা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে উগান্ডার রাজধানী কাম্পালা শহরের কাছে একটি নামজাদা ফ্রি সিটি মলে হয়েছিল চোখধাঁধানো আতসবাজির আয়োজন। বহু মানুষ এই শপিং মলে হাজির হয়েছিলেন নববর্ষকে স্বাগত জানাতে। কিন্তু উৎসবের আমেজ পাল্টে গেলো বিষাদের সুরে। নববর্ষকে স্বাগত জানাতে আতসবাজির আলোর রোশনাই শুরু হতেই, হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। পদপিষ্ট হয়ে ৯ জন মারা গিয়েছেন, আহত হয়েছেন শতাধিক মানুষ। মৃতদের মধ্যে শিশুও রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ফ্রিডম সিটি শপিং মলে একটি সরু করিডোরে আটকে পড়েছিলেন বহু মানুষ। আর তাতেই হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়, পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন শিশু-সহ ৯ জন। জাতীয় পুলিশের মুখপাত্র লুক ওওয়েসিগিয়ার জানিয়েছেন, কাম্পালার ফ্রিডম সিটি মলের বাইরে আতশবাজির প্রদর্শনী শুরু হওয়ার পর পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে, ঘটনাস্থলে পাঁচজন মারা যান। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে ৪ জনের মৃত্যু হয়। মৃতদের বেশিরভাগই কিশোর, বয়স ১০, ১১, ১৪ ও ২০ বছর।

শীতের দাপটে জবুথবু দিল্লি, আগুনের উত্তাপেও উষ্ণ হচ্ছে না উত্তর ভারত

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স.): শীতের দাপটে জবুথবু অবস্থা রাজধানী দিল্লিতে, হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় রীতিমতো কাহিল হয়ে পড়েছে দেশের রাজধানী। শুধুমাত্র দিল্লি নয়, একই অবস্থা উত্তর ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও। আগুনের উত্তাপে উষ্ণ হওয়ার চেষ্টা করছে উত্তর ভারত, কিন্তু শীত এতটাই বেশি যে তাতেও রেহাই মিলছে না। সোমবার শীতের দাপটে কেঁপেছে উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য। শীত তো রয়েছেই এর সঙ্গে বায়ুদূষণ আরও নাজেহাল করে তুলেছে দিল্লিবাসীকে। সোমবার সকালে দিল্লিতে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ছিল ৩০১, যা খারাপের পর্যায়েই পড়ে। হরিয়ানার গুরুগ্রামে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৫৩ ও উত্তর প্রদেশের নয়ডায় ৩৫১।

ক্রমশ সুস্থ হচ্ছেন ঋষভ, আইসিইউ থেকে সাধারণ ওয়ার্ডে পন্থ

দেরাদুন, ২ জানুয়ারি (হি.স.): আগের চেয়ে অনেকটাই ভালো রয়েছেন ঋষভ পন্থ। বাঁ-হাতি মারকুটে ব্যাটারের ভক্তদের স্বস্তি দিয়ে সোমবার একথাই জানাল দেরাদুনের ম্যাক্স হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাঁকে আইসিইউ থেকে সাধারণ ওয়ার্ডে নিয়ে আসা হয়েছে। একই সঙ্গে জানা গিয়েছে, পন্থের লিগামেন্টের চিকিৎসা কোথায় করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নেবে বিসিসিআই। প্রসঙ্গত, পন্থ নববর্ষে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে উত্তরাখন্ডে যাওয়ার সময় তার গাড়ি রুরকির কাছে মহম্মদপুর জাটে হাইওয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা দেয়। এই দুর্ঘটনায় পন্থ গুরুতর আহত হন, তাঁর গাড়িতেও আগুন লেগে যায়। বর্তমানে ঋষভ পন্থ হাসপাতালে স্থিতিশীল রয়েছেন। এদিকে প্রতিদিন অনেকেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, এখন পন্থের বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু সেটাই হচ্ছে না তাঁর। এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন ভারতীয় ক্রিকেটারের পরিবার। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকে পন্থকে দেখতে এসেছেন রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, ক্রীড়া আধিকারিক থেকে শুরু করে অভিনেতা। কিন্তু লাগাতার এ ভাবে তাঁকে দেখতে লোক আসায় উদ্বিগ্ন পরিবার। পন্থের বিশ্রাম নিয়ে চিন্তা করছেন তাঁরা।

বিস্ফোরণে ফের আতঙ্ক রাজৌরিতে, এবার আপার ডাঙরি গ্রামে মৃত্যু শিশুর ও আহত ৫ জন

জম্মু, ২ জানুয়ারি (হি.স.): নতুন করে ফের আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হল জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরির আপার ডাঙরি গ্রামে। সোমবার এই গ্রামে সন্দেহজনক বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে একটি শিশুর ও আহত হয়েছেন ৫ জন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা সঙ্কটজনক। এর আগে রবিবারই আপার ডাঙরি গ্রামে জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন ৪ জন সাধারণ নাগরিক ও আহত হয়েছেন ৬ জন। সন্দেহভাজনক দুই জঙ্গিকে পাকড়াও করার জন্য সোমবার ভোর থেকে অতিরিক্ত বাহিনী নিয়ে তল্লাশি অভিযান জোরদার করেছে সুরক্ষা বাহিনী। এরইমধ্যে সোমবার সকালে রাজৌরির আপার ডাঙরি গ্রামে সন্দেহজনক বিস্ফোরণ হয়। এডিজিপি মুকেশ সিং জানিয়েছেন, 'রাজৌরির আপার ডাঙরি গ্রামে রবিবারের গুলিতে নিহতের বাড়ির কাছে বিস্ফোরণ ঘটেছে। আহত এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ৫ জন আহত হয়েছেন, একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আরেকটি সন্দেহভাজন আইইডি পাওয়া গিয়েছে, যা পরিষ্কার করা হচ্ছে।'

আজ থেকে চাকা গড়াবে জোকা-তারাতলা মেট্রোর

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): আজ ২ জানুয়ারি থেকে জোকা-তারাতলা মেট্রো রুটে চালু হতে চলেছে যাত্রী পরিষেবা। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করবে। এর ফলে বেহালাবাসীর কতটা সুরাহা হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে আরও বেশ কয়েকটি মেট্রো রেক আসবে। যার ফলে মেট্রো চলাচলে সমস্যা হবে না। আগামীতে এই মেট্রোই হয় উঠবে জোকা-বেহালার প্রাণপথ।

আজ থেকেই আপাতত এই রুটে আপ-ডাউন মিলিয়ে মেট্রো চলবে মোট ১২টি। সোম থেকে শুক্রবার মিলবে পরিষেবা। শনি ও রবিবার বন্ধ থাকবে মেট্রো চলাচল। মেট্রো রেলের তরফে জানানো হয়, জোকা থেকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ১০টায়। এরপর মেট্রো পাওয়া যাবে ১১টা, ১২টা, বেলা ৩টে, ৪টে ও ৫টায়। তারাতলা থেকে প্রথম মেট্রোর সময় সকাল ১০.৩০ মিনিট। এরপর বেলা ১১.৩০, ১২.৩০, ৩.৩০, ৪.৪০ ও ৫.৩০ মিনিটে মিলবে মেট্রো। অর্থাৎ দুই অন্তিম স্টেশন থেকে একঘণ্টা অন্তর চলবে মেট্রো।

অগ্নিনির্বাচক দপ্তরের মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল আগরতলায় আয়োজিত দলীয় সম্মেলনে সোমবার উপস্থিত হন।

অতিরিক্ত পণ্য বহন করে দুইটি মিনি ট্রাক দুর্ঘটনার কবলে

শান্তিরবাজার, ২ জানুয়ারি (হি. স.) : অতিরিক্ত পণ্য বহন করে যাতায়াতের সময় দুইটি মিনি ট্রাক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। প্রশাসনের গাফিলতির কারণেই ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত পণ্য বহন করার সুযোগ পাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। দক্ষিণ জেলায় শান্তিরবাজারে ওই দুর্ঘটনায় পুলিশ দুইটি পণ্যবাহী মিনি ট্রাক আটক করেছে।
শান্তিরবাজার থানার এএসআই মরণ বৈদ্য জানান, আগরতলা থেকে অতিরিক্ত পণ্য বহন করে টিআর০৮সি১৮৮৩ এবং টিআর০১এই১৭০৩ দুইটি মিনি ট্রাক যাচ্ছিল। শান্তিরবাজার ব্রীজের পাশে ওই দুইটি ট্রাক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। এর পর পণ্য সমেত গাড়ি দুটিকে আটক করা হয়েছে বলে খবর। তবে, দুইটি গাড়ির চালক পালিয়ে গেছে।

বিমুদ্রাকরণ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বিজেপি: কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নোট বাতিলের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলে কংগ্রেসের অভিযোগ।
সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কংগ্রেস মুখপাত্র পবন খেরা বলেন, চারজন বিচারক নোট বাতিলের প্রক্রিয়াকে বহাল রেখেছেন। সেই চার বিচারপতিই নোটবন্দির ফলাফল নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। খেরা আরও বলেন, কংগ্রেসের আপত্তি ফলাফলের উপর ছিল। কংগ্রেস এখনও নোট বাতিলকে জনবিরোধী বলে মনে করে।

রেলযাত্রী

● প্রথম পাতার পর
তিন মহিলা ত্রিশাবাড়িস্থিত রেল স্টেশনে আসা মাত্রই জি.আর.পি পুলিশের সন্দেহ হওয়াই তিন মহিলাকে আটক করে জি.আর.পি থানায় নিয়ে আসে। তেলিয়ামুড়া জি.আর.পি পুলিশের কাছে মহিলা পুলিশ না থাকার কারণে তেলিয়ামুড়া থানা থেকে মহিলা পুলিশ নিয়ে গিয়ে ওই তিন মহিলার শরীরে তল্লাশি চালিয়ে শরীরের বিভিন্ন গোপন জায়গা থেকে বাজেয়াপ্ত করে মোট ১৫ কেজি ৭০০ গ্রাম শুকনো গাঁজা। সেই সঙ্গে আটক করা হয় আশা দেবী (৩২);রানী দেবী(৪০) এবং রুনু দেবী(৩৫) নামের ৩ মহিলাকে। জানা গেছে, তাদের তিনজনের বাড়িই বিহারে। তাছাড়া জি.আর.পি পুলিশ সূত্রের খবর, বাজেয়াপ্তকৃত গাঁজাগুলির আনুমানিক কালোবাজারি মূল্য প্রায় ৮০,০০০ টাকা। প্রতিনিয়ত নেশা বিরোধী অভিযান জারি থাকার পরেও গাঁজা পাচারের রমরমা যেন থামানো যাচ্ছে না। আটককৃতদের বিরুদ্ধে পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে।

বিলোনীয়ায়

● প্রথম পাতার পর
এই ধরনের রোগী আসছে। বিশেষ করে এখানকার গাছবাড়িয়া এবং কলাবাড়িয়া এ দুটি জায়গা থেকে এই রোগ ব্যাপকভাবে ছড়াচ্ছে বলে জানা যায়।
মাইছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শনের পাশাপাশি এই দুটি এলাকাতেও পরিদর্শন করেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। উনার প্রাথমিক ধারণা হয়তো বা জল বাহিত কারণেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। তবে পরিস্থিতি এখনো নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানান তিনি। তাই অযথা মানুষকে আতঙ্কিত না হতে তিনি আবেদন রাখেন। গতদিন পর্যন্ত মাইছড়া প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে ৬৪ জন রোগী পরিষেবা নেয় এবং ১১ জন ভর্তি থাকার পর আজ নতুন করে ১৫ জন একই রোগে হাসপাতালে এসে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে গেছেন। এছাড়াও বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে প্রায় ১৫ জন রোগী রয়েছে এই রোগে জানান মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারীক সুব্রত দাস।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কাশ্মীরে তাপমাত্রার পারদ কমেই চলেছে, মরশুমের শীতলতম রাত উপভোগ করল গুলমার্গ ও পহেলগাম

শ্রীনগর, ২ জানুয়ারি (হি.স.): তাপমাত্রার পারদ এমনিতে হিমাঙ্কের নীচে রয়েছে, এরইমধ্যে তাপমাত্রার পতন হয়েই চলেছে কাশ্মীর উপত্যকায়। শীতের কামড়ে কাহিল হয়ে পড়েছে লেহ এবং লাদাখ। জম্মুতেও দারুণ ঠাণ্ডা। চলতি মরশুমের সবথেকে শীতলতম রাত উপভোগ করল গুলমার্গ ও পহেলগাম। সেখানে আগের রাতের তাপমাত্রার ছিল যথাক্রমে মাইনাস ১০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও মাইনাস ৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শ্রীনগরের তাপমাত্রা কমে মাইনাস ৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে।
জম্মুতে তাপমাত্রা কমে ৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের শীতকালীন রাজধানীতে স্বাভাবিকের চেয়ে যা ৩.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। লাদাখের লেহ এবং কার্গিলে যথাক্রমে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং মাইনাস ১৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উভয় স্থানেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল হিমাঙ্কের নীচে মাইনাস ১৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আসছেন অমিত শাহ

● প্রথম পাতার পর
সুপার এবং বিজেপির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায় সহ প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকগণ।
ধর্মনগরের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ শেষে তিনি সাব্রুমে চলে যান। বিবিআই মাঠ পরিদর্শন ছাড়াও এদিন মুখ্যমন্ত্রী ডিএনভি স্কুল এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন।
এদিকে, আজ দুপুর তিনটা নাগাদ হেলিকপ্টারে সাব্রুম যান। হেলিপ্যাডে তিনি প্রথমে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। হাসপাতালের বিভিন্ন পরিষেবা তিনি খতিয়ে দেখেন। সেখান থেকে তিনি সাব্রুম কলেজ সংলগ্ন মাঠে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শনে যান। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, সাব্রুমের বিধায়ক শংকর রায়, দক্ষিণের জেলাশাসক সাজু ওয়াজেদ, দক্ষিণের পুলিশ সুপার কুলবন্ত সিং ও বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায় সহ প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক।

পঞ্চভূতে

● প্রথম পাতার পর
প্রণজিৎ সিংহ রায় সহ অন্যান্যরা পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।
অবশেষে তাঁর মরদেহ মহারাণী নক্সী রাই পাড়া স্থিত পৈতৃক ভিটের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। সেখানে তাঁর মরদেহ পৌছাতেই পরিবারের সদস্য সহ আত্মীয় পরিজনেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁকে শেষ দেখার জন্য প্রচুর মানুষ এদিন ভিড় জমিয়েছিলেন। জাতীয় পতাকায় তাঁর মরদেহ জড়িয়ে গান স্যালুট দেওয়া হয়েছে।
এদিন তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, কৃষ্ণপুরের বিধায়ক অতুল দেববর্মা, ইএম কমল কলই, ত্রিপুরা পুলিশের আইজি সৌমিত্র ধর, খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার রতিরঞ্জন দেবনাথ, খোয়াই জেলার জেলাশাসক ডি কে চাকমা, তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রশোন কান্তি ত্রিপুরা, তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী, জেলা বন আধিকারিক, টিএসআর ১২, ১০ এবং ৬নং ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট, বন দপ্তরের আধিকারিক, খোয়াই জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শব্দ কুমার জমাতিয়া সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

সাংসদ বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর
পর্যটন কেন্দ্রগুলির বিকাশের ফলে, পর্যটকদের আসার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, রোজগারের সুযোগ বাড়ছে।
তাঁর বক্তব্য, কৈলাসহর পাইতুরবাজার বিমান বন্দরটি বড় বিমানবন্দর নির্মাণে সম্ভব নয়। তাই, নতুন স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁর দাবি, ঊনকোটি জেলার হীরাছড়া চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় ৫০০ একর জায়গায় নতুন বিমান বন্দর হবে। আগরতলা এমবিবি বিমান বন্দরের মতোই উন্নত মানের হবে ওই বিমানবন্দর। তখন দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকরা আসবেন।
এদিন বামেদের সমালোচনায় তিনি বলেন, ত্রিপুরায় প্রধান বিরোধী দল হিসেবে কংগ্রেস থাকলে ২০১৮ সালের নির্বাচনেও কমিউনিস্টদের উৎখাত করে পরিবর্তন সম্ভব হতো না। পর্দার আড়ালে তাঁদের মিতালি এখন স্পষ্ট। তাঁর দাবি, বিজেপির আপোষহীন প্রচেষ্টায় ত্রিপুরায় শুধুই ক্ষমতার বদল নয়, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।
তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের সঠিক ব্যবস্থাপনার ফলে গড় আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ভীত সুদৃঢ় হয়েছে। এর ফল স্বরূপ সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে জিএসটি সংগ্রহের পরিমান এক বছরে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যার অর্থ বছরে পাঁচ লক্ষের অধিক উপার্জনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, বলেন তিনি। তাঁর মতে, কমিউনিস্টরা মানুষকে বঞ্চিত করতে জানে। বিজেপি অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সকল স্তরের কল্যানে কাজ করে।
তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের সদিচ্ছায় জমির মালিকানা পেয়েছে ত্রিপুরার মানুষ। আর্থ সামাজিক জীবনমান বিকাশে একাধিক পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, রাজনৈতিক স্বার্থে সহজ সরল চা-শ্রমিককদের বিগত ২৫ বছর যাবদ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। কিন্তু, নরেন্দ্র মোদীর আন্তরিকতায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত জাতি গোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের সুফল তাঁরাও পাচ্ছেন।এদিন বিপ্লব দেব আহবান রাখেন, আগামী এক মাস নিরলস পরিশ্রম করে রাজ্যে প্রবাহমান উন্নয়ন ধারাকে অব্যাহত রাখতে তেইশে আরও অধিক সমর্থন নিয়ে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবেন এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ভগবান দাশ, বিধায়ক সুধাংশু দাশ প্রমুখ।

দোকানে চুরি, ধৃত এক

● আটের পাতার পর তার কাছে থেকে উদ্ধার হয় দোকান মালিক নির্মল সেনের ওয়ালেট (টাকার ব্যাগ)। করিমগঞ্জ সদর পুলিশ আটক করে সাহিল ইসলামকে। তার বিরুদ্ধে চুরির মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

নিলেন শ্রীলেখা-বাদশা

● আটের পাতার পর আবার যখন এই দুয়ারে সরকার, দুয়ারে অমুক এ সবগুলো দেখি। তখন একটু আশাহত হয়ে পড়ি। ৫০০ হাজার টাকার বিনিময়ে নিজেদের সবকিছু বিকিয়ে দেবেন না। আরও অনেকটা পথ আমাদের সংগ্রাম থাকবে। সংগ্রামে আমরা ভয় পাই না। সুতরাং রাজ্যবাসীর কাছে যেন এই বার্তা যায়।”
নিজেরে ‘সুনাগরিক’ আখ্যা দিয়েই আবার শ্রীলেখা মিত্র বলেন, “এখনও পর্যন্ত বিকিয়ে যায়নি এবং যাবও না। মানুষকে একত্রিত করার এই উদ্দেশ্য, ভাবনাকে সাধুবাদ জানাই। কংগ্রেসের আয়োজিত এই বিষয়টির সঙ্গে থাকতে পেরে গর্বিত।” মিছিলে দেখা গেলেও মঞ্চে দেখা যায়নি বাদশা মৈত্রকে। ছিলেন চিকিৎসক কুণাল সরকার।
তবে এর কংগ্রেসের পদযাত্রা নিয়ে বাদশা মৈত্র বলেন, যে উদ্দেশ্যে এই পদযাত্রা তার সঙ্গে তিনি সহমত। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে অধীর চৌধুরী মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আত্মানুসন্ধান করার পরামর্শ দেন। তারপরই দাবি করেন, “১০০ দিনের কাজ, আবাস প্রকল্প কংগ্রেস এনেছে। সবার জন্য ঘর কে দিয়েছিল? আমরা। এতদিন কেউ জানত যে আবাস এর টাকা কেন্দ্র দিত? না জানত না। এখন জানে যখন দুর্নীতির জন্য কেন্দ্র টাকা বন্ধ করে দিয়েছে।

অনেক পোকা থেকে ধান বাঁচাতে একটি পোকার সমূলে বিনাশ চান মমতা

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি. স.) : উপলক্ষ ছিল, পঞ্চায়েত ভোটকে পাখির চোখ করে ‘দিদির সুরক্ষা কবচ’ কর্মসূচির ঘোষণা। সেই মঞ্চেই দুর্নীতি নিয়ে ‘তাৎপর্যপূর্ণ’ বার্তা দিলেন দলনেত্রী। তার পরেই জল্পনা শুরু হয়েছে, দিদি এই বার্তা দিলেন কাকে?
তিনি বলেন, “যদি একটা পোকা ধানে জন্মায়, তাকে সমূলে বিনাশ না করলে কিন্তু ওই পোকাটা থেকেই সারা ধানে পোকা লেগে যাবে। সুতরাং, আমাকে পোকাটা আগেই নির্মূল করতে হবে। দেখতে হবে যাতে পোকা না জন্মায়। আর যদি পোকা জন্মে থাকে, তা হলে প্রথমে তাকে সতর্ক করতে হবে। বলতে হবে, ‘হয় নিজেকে সংশোধন করো, না হলে আমাদের অন্য কিছু ভাবতে হবে’। মনে রাখবেন, আমিও দলের ঊর্ধ্বে নই, মানুষের ঊর্ধ্বে নই। আমার উপর মানুষের কী কী দায়বদ্ধতা আছে, তা আমি প্রতি দিন সকাল থেকে রাত মেনে চলি।”
নেত্রীর এই মন্তব্যের পরই তৃণমূলের অন্দরে জোরকদমে জল্পনা শুরু হয়েছে। মমতা ‘পোকা’ বললেন কাকে? ঘাসফুল শিবিরের একাংশের ধারণা, মমতার ‘ধানে পোকা’ সংক্রান্ত মন্তব্য একদা দলীয় সতীর্থ পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করেই। ইদানীং কালে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন প্রাক্তন মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শুধু পার্থই নন, গ্রেফতারির তালিকায় আছেন অনুব্রত মণ্ডল, মানিক ভট্টাচার্য্যের মতো নেতা, বিধায়করাও। দলের ওই অংশের প্রশ্ন, “কই, মানিক বা অনুব্রতকে নিয়ে তো কঠোর অবস্থান নেয়নি দল?, তা হলে।”
সরকারি সুযোগ-সুবিধা সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছচ্ছে কি না, দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে সেই খবর নিতে চাইছে তৃণমূল। এ জন্য বছরের দ্বিতীয় দিনে ‘দিদির সুরক্ষা কবচ’ নামে একটি কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কর্মসূচিতে রাজ্যের প্রতিটি মানুষের বাড়িতে গিয়ে তাঁরা সরকারি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা নিতে পারছেন কি না, সরেজমিনে গিয়ে জানবেন ‘দিদির দূত’রা। এই প্রেক্ষিতেই ‘তাৎপর্যপূর্ণ’ মন্তব্য করেন দলনেত্রী মমতা।

পৌষমাস শেষ হলে মকর সংক্রান্তি, তারপরই..., শুভেন্দুর মুখে ফের নয়া সময়সীমা

পূর্ব মেদিনীপুর, ২ জানুয়ারি (হি. স.) : ডিসেম্বর মাসে তিনটি তারিখ ঘোষণা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এই তারিখ গুলিতে বড় কিছু ঘটবে। কিন্তু, ১২, ১৪ ও ২১ ডিসেম্বর কোনও বড় ঘটনা ঘটেনি। এই নিয়ে শুভেন্দুকে একাধিকবার তৃণমূলের কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছে। সোমবার আরও একবার তৃণমূল সরকারকে উৎখাতের দিনক্ষণ ঘোষণা করলেন শুভেন্দু।
”বড় ডাকাত”-কে এরমধ্যেই ব্যবস্থা করবেন বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু। এমনকী সব গ্রাম থেকে চোরদের তাড়ানোর জন্য বিজেপি কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন শুভেন্দু। সোমবার তমলুক সাংগঠনিক জেলার ভগবানপুর ১ উত্তর মণ্ডলের কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির এই প্রথমসারির নেতা। সেখানে তিনি বলেন, ‘আমাদের সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। মকর সংক্রান্তির আগে পৌষমাস। মলমাস চলে যাওয়ার পর আমরা শুভ কাজে নামব। এই ”তোলামূল পার্টি”-কে গোড়া থেকে উৎখাত করে ফেলতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ভাইপোর পরিবারবাদ, সীমাহীন দুর্নীতি, তুষ্টিকরণ, তোষণের রাজনীতি আমরা খতম করবই।’

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর
সকলের উপস্থিতিতে সদ্যোজাত শিশুটির নামকরণ করা হয় সোমনাথ। সোমবার বিকেলে সোমনাথকে চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দিলেন চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান লক্ষণ মালাকার।

নৃপেন চক্রবর্তীর

● প্রথম পাতার পর
থাকা কংগ্রেস ও সিপিএম-র রাজনৈতিক পেশা ছিল। এই পরিস্থিতির বদল ঘটেছে বলে জানান তিনি।

আগরতলা

● প্রথম পাতার পর
আনুমানিক ৬৫-৭০ বছর হবে বলে মনে করেন সাব-ইন্সপেক্টর কৃষ্ণধন দেবনাথ। তিনি বলেন, ওই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নেওয়া হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

করবুকে

● প্রথম পাতার পর
জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় থৈঙ্গ মগকে জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়। এইদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় শিলাছড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর
ন্যায়বিচার, ক্ষমতায়ন, যুব, শিক্ষাসহ কর্মসংস্থানের বিষয়ে আলোচনা করবেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরাও কংগ্রেসের সংবিধান সংশোধনের সঙ্গে নির্বাচিত হবে।
সাংবাদিক সম্মেলনে ভেনুগোপাল ভারত জোড়ো যাত্রার সময় রাহুল গান্ধীর নিরাপত্তায় ত্রুটির প্রসঙ্গও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ২৪ ডিসেম্বর যখন যাত্রা দিল্লি পৌঁছেছিল, তখন রাহুল গান্ধীর সুরক্ষায় বেশ কিছু ত্রুটি ছিল। তিনি এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে একটি চিঠিও লিখেছিলেন কিন্তু আজ পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সুপ্রিম কোর্ট

● প্রথম পাতার পর
বিরুদ্ধে দায়ের করা পিটিশনগুলি ৪-১ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে খারিজ করে দেয়। চারজন বিচারক নোট বাতিলের সিদ্ধান্তকে বহাল রেখেছেন এবং বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এটাকে ভুল বলে বহাল রেখেছেন।

ধরল স্ত্রী

● প্রথম পাতার পর
প্রতারিত গৃহবধূ স্বামীর কাছ থেকে ন্যায্য অধিকার ও কন্যা সন্তানের যাবতীয় ভরণ পোষণ দাবি করেছেন। স্ত্রীকে আগাম কোন কিছু না জানিয়ে এবং আইনি কোন সুরাহা না করে অপর এক মহিলাকে বিয়ে করার ঘটনায় জড়িত বিশ্বজিৎ মালাকারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন প্রথম পক্ষের স্ত্রী। তবে এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিতভাবে কোন অভিযোগ দায়ের করেননি বলে জানা গেছে। সরকারি চাকরিরত ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুলিশ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

মেলাঘরে

● প্রথম পাতার পর
হলে তারা ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তখন ছুটে আসে মেলাঘর ফায়ার স্টেশনের ইঞ্জিন। কিন্তু ততক্ষণে গাড়িটি পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যায় বলে অভিযোগ সিরাজ মিয়ার। সিরাজ মিয়ার আরো অভিযোগ অন্য একটি ঘরেও আগুন লাগার চেষ্টা করে দুর্বৃত্ত। কিন্তু দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। নাহলে আগুনে ছাই হয়ে যেত পুরো বাড়ি। এ বিষয়ে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মেলাঘর থানার পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে।

কাছাড়ের শাহবাজপুরে পুড়ে ছাই দুর্ঘটনাগ্রস্ত চার চাকার গাড়ি

শিলচর (অসম), ২ জানুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় জেলার উত্তর কৃষ্ণপুর শাহবাজপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে একটি চার চাকার গাড়ি। বরাতজোরে রক্ষা পেয়েছেন গাড়ির চালক। চলন্ত গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে খড়ের উপর পড়ে দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরের দিকে ঘটনাটি ঘটেছে শাহবাজপুরে বাইপাস সড়কে। জানা গেছে, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পথ ধরে শাহবাজপুরে আসার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে গিয়ে ধাক্কা মারে গাড়িটি। এর পর পাশের খড়ের উপর পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ঘটে। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় দমকল বাহিনী ছুটে আসলেও ততক্ষণে সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায় গাড়িটি।

ভারত জোড়ো যাত্রায় আমন্ত্রণ পেয়ে রাহুলকে ধন্যবাদ অখিলেশের, জ্ঞাপন করলেন শুভকামনা

লখনউ, ২ জানুয়ারি (হি.স.): সমাজবাদী পার্টির (সপা) সভাপতি অখিলেশ যাদব কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে ’ভারত জোড়ো যাত্রা’তে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। যাত্রার সাফল্যের জন্য তিনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
সোমবার অখিলেশ যাদব তাঁর অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে ’ভারত জোড়া যাত্রা’তে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি পোস্ট করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, প্রেম, অহিংসা, করুণা, সহযোগিতা এবং সম্প্রীতিই একমাত্র ইতিবাচক সত্য যা ভারতকে একত্রিত করে। আশা করি, আমাদের দেশের এই অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কৃতি রক্ষার লক্ষ্যে এই যাত্রা তার লক্ষ্য অর্জন করবে।

মাঝ আকাশে মুখোমুখি সংঘর্ষ দুই হেলিকপ্টারের, অস্ট্রেলিয়ার দুর্ঘটনায় মৃত অন্তত চার

সিডনি, ২ জানুয়ারি (হি.স.): মাঝ আকাশে দুই হেলিকপ্টারের মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে মৃত্যু হল চার জনের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুই শিশু-সহ তিনজন। ধাক্কা লেগে একেবারে ভেঙে পড়ে একটি হেলিকপ্টার। অস্ট্রেলিয়ায় এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকাজ শুরু করে অস্ট্রেলিয়ার পরিবহন দফতর। কেন এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে বিস্তারিত তদন্তও শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন।
ঘটনাটি ঘটেছে অস্ট্রেলিয়ার গোল্ড কোস্টের মেন বিচ এলাকায়। নতুন বছরের শুরুতে সেখানে পর্যটকদের ভিড়। এই এলাকায় সমুদ্রের উপরে হেলিকপ্টারে চড়া-পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, একটি হেলিকপ্টার নেমে আসছিল। একই সময়ে অন্যটি উড়তে শুরু করেছিল। আকাশে উঠেই ধাক্কা লেগে যায় দুই হেলিকপ্টারের। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ে একটি কপ্টার।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে চার জনের। দুই হেলিকপ্টার মিলিয়ে মোট নয় জন আহত হয়েছেন। দুই বালক-সহ এক মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

লক্ষ্য পঞ্চায়েত ভোট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অঞ্চল সম্মেলনে দিলীপ ঘোষ

রায়দিঘী, ২ জানুয়ারি (হি. স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রায়দিঘির উত্তর কুমোরপাড়া এলাকায় অঞ্চল সম্মেলনে এলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। সোমবার রায়দিঘী বিধানসভার নন্দকুমার পুর ও কুমড়ো পাড়া অঞ্চলের বিজেপি কর্মীদের নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে পঞ্চায়েতের লাগামছাড়া দুর্নীতিকে সামনে রেখে পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিস ঘেরাও করে প্রতিবাদ করার নির্দেশ দেন তিনি।
পাশাপাশি নজরুল মঞ্চে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলন নিয়ে তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে তৃণমূল একটা করে হুজুগ তোলে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য তেমনই দিদির দুত একটা হুজুগ তুলেছে। পাশাপাশি পঞ্চায়েতের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের গ্রামে গ্রামে রাত্রিবাস নিয়ে কটাক্ষ করে তিনি বলেন,তৃণমূল নেতারা গ্রামে গেলে মানুষ খেতে দেবেনা।
বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে এসসি এসটি আইনে মামলা দায়েরের আর্জি সুপ্রীম কোর্ট খারিজ করায় তিনি বলেন, কোথাও কোন কোর্টে গিয়ে লাভ নেই। ফালতু বিষয় নিয়ে বিব্রত করছে তৃণমূল কংগ্রেস।

দুই দিনের সফরে রাজস্থানে যাবেন রাষ্ট্রপতি, উদ্বোধন করবেন সংবিধান পার্কের

জয়পুর, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : দুই দিনের সফরে রাজস্থানে যাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে ৩ জানুয়ারি জয়পুর পৌঁছবেন রাষ্ট্রপতি। এখানে তিনি রাজভবনে নির্মিত সংবিধান পার্কের উদ্বোধন করবেন। এরপর তিনি বিমানে মাউন্ট আবুর উদ্দেশে রওনা হবেন। সেখানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। মাউন্ট আবুতে রাতে বিশ্রাম নেবেন তিনি।
এরপরে ৪ জানুয়ারি পালির রোহাটে জাতীয় জাম্বুরিতে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে রাষ্ট্রপতির। সেখানে রাষ্ট্রপতি জাতীয় জাম্বুরির উদ্বোধন করবেন। এরপর অনুষ্ঠানস্থলের কাছে নির্মিত হেলিপ্যাড থেকে রাষ্ট্রপতি যোধপুরের উদ্দেশে রওনা হবেন। ওই দিনই বিকেল ৪ টেয় দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি।

দিল্লিতে দুর্ঘটনায় মৃত্যু তরুণীর; কঠোরতম শাস্তি চাইলেন কেজরিওয়াল, সাক্সেনার বাড়ির বাইরে বিক্ষোভ আপ-এর

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে বর্ষবরণের দিন ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর ঘটনার প্রেক্ষিতে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়, মন্তব্য করলেন দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর (এলজি) ভিকে সাক্সেনা। এই ঘটনায় ঘাতক গাড়ির চালক ও গাড়িতে থাকা অন্যদের কঠোরতম শাস্তি চাইলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তরুণীর মৃত্যুর ঘটনার প্রেক্ষিতে সোমবার দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর (এলজি) ভিকে সাক্সেনার বাড়ির বাইরে বিক্ষোভ দেখালেন আম আদমি পার্টির কর্মী-সমর্থকরা।
বর্ষবরণের দিন স্কুটি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন বছর কুড়ির ওই তরুণী। সুলতানপুরীর কাছে একটি গাড়ি ধাক্কা দেয় স্কুটিতে। রাস্তায় পড়ে যান তরুণী। তখনই গাড়ির চাকার একটি অংশ জড়িয়ে যায় তাঁর শরীরের একটি অংশে। সেই অবস্থাতেই কয়েক কিলোমিটার টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায় গাড়িটি। পোশাকের পাশাপাশি তরুণীর শরীরের পিছনের অংশ চিরে ফালাফালা হয়ে যায়। রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত ওই তরুণীকে বাঁচানো যায়নি। ঘাতক গাড়ির ৫ সওয়ারিকেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের নাম-মনোজ মিত্তল, দীপক খান্না, অমিত খান্না, কৃষাণ ও মিঠুন। সোমবার দিল্লির রোহিণী আদালতে এই ৫ জনকে তোলা হলে, সকলকে ৩ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

াঙ্গন

প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত : প্রীতি ক্রিকেটে স্কুল অফ সায়েন্সকে হারালো টিএসজেসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের ৩১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে রবিবার এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ভোলাগিরির বিপরীতে ভগৎ সিং মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব হারালো স্কুল অফ সায়েন্স টিমকে। বেলা সাড়ে দশটায় ম্যাচ শুরুর আগে দু দলের খেলোয়ার, ক্লাবের সিনিয়র সদস্য মনিময় রায় এবং উপস্থিত অতিথিবর্গ রাজ্যের প্রয়াত মন্ত্রী এন.সি দেববর্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। খেলার শুরুতে টস জিতে স্কুল অফ সায়েন্সের অধিনায়ক সমরজিৎ দেববর্মা প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। টি এস জে সি ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে সীমিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৩৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অরূপ রায় বর্মনের সর্বাধিক চল্লিশ রান, ওপেনার বিশ্বজিৎ দেবনাথের ২৮ রান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, মেঘধন দেব-এর ১২ রান উল্লেখ করার মতো। স্কুল অফ সায়েন্স-এর বোলার অভিষেক চক্রবর্তী ২৪ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে সেরা বোলারের ট্রফিও জিতে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে স্কুল অফ সায়েন্স ১২ ওভার ৩ বল খেলে ৫১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে সায়ন দাস অপরাজিত থেকে সর্বাধিক ১৬ রান সংগ্রহ করলেও অন্যরা তেমন নৈপুণ্য দেখাতে পারেনি বলে শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। টিএসজেসি-র বোলার অনির্বাণ দেব ও জাকির হোসেন তিনটি করে এবং অরূপ রায় বর্মন, মনোজিৎ দাস ও বিশ্বজিৎ দেবনাথ একটি করে উইকেট তুলে নিলে স্কুল অফ সায়েন্স এবছর ব্যাটিংয়ে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। বাকি থাকতে সাত উইকেট হারিয়ে রোমাঞ্চকর ভাবে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। ব্যাটে-বলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সৌজন্যে অলরাউন্ডার অনির্বাণ দেব ম্যান অব দ্যা ম্যাচের ট্রফি জিতে নেন। এছাড়া, সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে অরূপ রায় বর্মন এবং সেরা ফিল্ডার হিসেবে মনোজিৎ দাসকেও পুরস্কৃত করা হয়। ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের হয়ে বাপন দাস, মৃদুল চক্রবর্তী, সুব্রত দেবনাথ, প্রসেনজিৎ সাহা, দিব্যেন্দু দে, মিল্টন ধর, অভিষেক দেববর্মাও বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

আম্পায়ার সুকান্ত সাহা ও সবুজ খানকেও আয়োজকদের পক্ষ থেকে পদক দিয়ে সম্মান জানানো হয়। খেলা শেষে মাঠেই এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ-অধিকর্তা বনজিৎ বাগচী, স্কুল অফ সায়েন্স"-এর অধ্যক্ষ অভিজিৎ ভট্টাচার্য, টিএসজেসি-র পক্ষ থেকে ক্লাব সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি কিরিটি দত্ত, সচিব সুপ্রভাত দেবনাথ, সদস্য অরিন্দম চক্রবর্তী, ভাতৃপ্রতীম জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সচিব অভিষেক দে প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। আগামী দিনেও এ ধরনের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্প্রীতির মেলবন্ধন জারি থাকবে বলে টিএসজেসি এবং স্কুল অফ সায়েন্স-এর পক্ষ থেকে প্রত্যাশার কথা জানানো হয়। ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের আমন্ত্রণে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব-এর ক্রিকেটাররাও ম্যাচে সামিল হয়েছেন বলে ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

Requirement of Research project Staff

Notice Inviting Quotation (NIQ) is sought for hiring vehicle for MRHRU Kherengbar Hospital Complex, Khumulwng, Tripura. Interested bidders may check the official AGMC Website: http://agme.nic.in. for further information and bid submission.
Member Secretary MRHRU-TRIPURA

ICA-C- 3985-23

Dr Subrata Baidya
Prof. & HOD; PI of project
Department of Community Medicine
Agartala Government Medical College
Member Secretary MRHRU

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

মেসি-নেইমারহীন পিএসজি ৩-১ গোলে হেরে গেল লেঁসের কাছে

প্যারিস, ২ জানুয়ারি (হি.স.): লিগ ওয়ানের পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা লেঁসের কাছে ৩-১ গোলে হেরে গেল মেসি-নেইমারহীন পিএসজি। চলতি মরশুমে পিএসজির এটাই প্রথম হার। দুই দলের পয়েন্টের পার্থক্যও মাত্র চারে নেমে এসেছে। বিশ্বকাপ শিরোপা নিয়ে নিজের দেশ আর্জেন্টিনায় ফেরার পর এখনও পিএসজিতে যোগ দেননি লিওনেল মেসি। আর আগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় একাদশের বাইরে ছিলেন নেইমার জুনিয়র। দলের দুই মহাতারকার অনুপস্থিতিতে সব দায়িত্ব কাঁধে চাপে বিশ্বকাপের "গোল্ডেন বুট" জয়ী কিলিয়ান এমবাপ্পের। কিন্তু ফরাসি ফরোয়ার্ড পারলেন না। পারল না পিএসজিও। ম্যাচের পঞ্চম মিনিটে পোলিশ মিডফিল্ডার ফ্রাঙ্কোভস্কির গোলে লিড নেয় স্বাগতিকরা। তিন মিনিট পরই পিএসজিকে সমতায় ফেরান হুগো একিতিকে। ২৮তম মিনিটে ফের লিড নেয় লেঁস। এবার গোল করেন বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড ওপেন্দা। পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় পিএসজি। দ্বিতীয়ার্ধে নেমেই স্কোর লাইন ৩-১ করে ফেলে লেঁস। ৪৮তম মিনিটে গোলটি করেন ক্লদ-মরিস। ম্যাচের বাকি সময়ে বেশ কিছু প্রচেষ্টা চালিয়েও গোলের দেখা পায়নি পিএসজি। মেসি-নেইমারকে ছাড়া একেবারে নিষ্প্রভ ছিলেন এমবাপ্পে। ফলে চলতি মরশুমের প্রথম হারের শিকার হয়ে মাঠ ছাড়ে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। এই পরাজয়ের পরও অবশ্য পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আছে পিএসজি। ১৭ ম্যাচ শেষে তাদের সংগ্রহ ৪৪ পয়েন্ট। ৪০ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে লেঁস।

জয় অব্যাহত রেখে সেমিফাইনালের পথ প্রশস্ত টাইটান্স, স্ট্রাইকার্স-এর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। টাইটান্স-এর পাশাপাশি স্ট্রাইকার্সও জয় অব্যাহত রেখে সেমিফাইনালের পথ প্রশস্ত করে নিচ্ছে। খেলা হচ্ছে টিসিএ আয়োজিত বাইজুস ত্রিপুরা উইমেন্স টি-টোয়েন্টি লিগের। ওয়েস্ট ত্রিপুরা টাইটান্স যেমন আজ ছয় উইকেটে জয়ী হয়েছে। তেমনি ওয়েস্ট ত্রিপুরা স্ট্রাইকার্সও জয় পেয়েছে ৮৪ রানের ব্যবধানে। দিনের প্রথম খেলায় টস দিতে টাইটান্স প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ধলাই ওয়ারিয়র্স ১৭ ওভার পাঁচ বল খেলে ৫৯ রানে ইনিংস শেষ করলে টাইটান্স ১৬ ওভার দুই বল খেলে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। বিজয়ী দলের পক্ষে মমিতা দেব প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের পুরস্কার পেয়েছে।

দিনের অপর খেলায় টস জিতে ওয়েস্ট ত্রিপুরা স্ট্রাইকার্স প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ২০ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১৪৯ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে তানিশা দাস অপরাজিত থেকে ৬৫ রান সংগ্রহ করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। জবাবে সিপাহীজলা স্টার্স পাঁচ উইকেটে ৬৫ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ২০ ওভার ফুরিয়ে যায়।

জুটমিল প্লে সেন্টারের প্রথম জয় চাম্পামুড়ার জয় অব্যাহত, মডার্নও জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। জয়ে ফিরেছে মডার্ন প্লে সেন্টার। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে জুট মিল প্লে সেন্টার। এদিকে, চাম্পামুড়া তাদের জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। খেলা হচ্ছে টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। নীপকো মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় মডার্ন প্লে সেন্টার ১০ উইকেটে কর্নেল চৌমুহনী কোচিং সেন্টারকে হারিয়ে টুর্নামেন্টে জয়ে ফিরে এসেছে। টস জিতে কর্নেল চৌমুহনী কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ৩০ ওভার ৪ বল খেলে ৫৩ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে মডার্ন প্লে সেন্টার ১০ ওভার খেলে সৌম্যজিৎ চক্রবর্তী ও পঙ্কজ চৌধুরীর ওপেনিং জুটিই দলকে জয় এনে দেয়। সৌম্যজিৎ পেয়েছে ম্যাচে সেরার পুরস্কার। নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় জুট মিল প্লে সেন্টার ৬৬ রানে শতদল সংঘকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। টস জিতে জুটমিল করেছেন তার প্রথমে বেটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ৩৯ ওভার ৫ বল খেলে ১৩৭ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে অসিত সাহা সর্বাধিক ৮৬ রান পেয়ে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। শতদলের স্বপ্নদ্বীপ দাস কুড়ি রানের চার উইকেট পেয়েছিল। জবাবে শতদল সংঘ নয় উইকেটে একাত্তর রান সংগ্রহ করলে নির্ধারিত ৪০ ওভার শেষ হয়ে যায়। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত অপর খেলায় চাম্পামুরা ১৭৭ রানের ব্যবধানে তরুণ সংঘকে হারিয়েছে। টস জিতে চাম্পামুরা প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৪০ ওভারে আট উইকেটে ২৭৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সন্দীপন দাস সর্বাধিক ৮৯ রান পেয়েছে। জবাবে তরুণ সংঘ ২৩ ওভার ১ বল খেলে ১০১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। চাম্পামুরার তানিস্ক চক্রবর্তী ১২ রানে ৫ টি উইকেট পেলেও ব্যাটে বলে দুর্দান্ত পারফরমেন্সের নিরিখে সন্দীপন পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

কর্নেল সি.কে নাইডু ট্রফি ১ম ইনিংসে লিড ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। প্রথম ইনিংসে লিড নিয়েছে ত্রিপুরা। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে পাঞ্জাব এই মুহূর্তে ৩১ রানে এগিয়ে রয়েছে।

তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ায় রাজ্য দলের মনোবল অনেকটা তুঙ্গে। পাঞ্জাব শিবিরে এখনোও নয় উইকেট বর্তমান। চার দিবসীয় ম্যাচে যতটুকু মনে হচ্ছে খেলার জয়-পরাজয়ের ফয়সালা ঘটবে। এখন প্রশ্ন, প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার প্রাথমিক কাজ হাসিলের পর ঘরের মাঠে ম্যাচ জয়ের পুরো আনন্দটা ত্রিপুরা শিবির উপভোগ করতে পারে কিনা, সেটাই এখন দেখার বিষয়। এর জন্য আগামীকাল তৃতীয় দিনের প্রথম বেলায় রাজ্য দলের বোলারদের যেমন জ্বলে উঠতে হবে, তেমনি পরবর্তী সময়ে ব্যাটসম্যানদেরও তাদের দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হতে হবে। উল্লেখ্য, কর্নেল সি.কে নাইডু ট্রফি অনূর্ধ ২৫ জাতীয় ক্রিকেটে পাঞ্জাব তাদের প্রথম ইনিংসে সংগৃহীত ১৬২ রানের জবাবে ত্রিপুরা আজ ১৭৫ রানে ইনিংস শেষ করে। রাজ্য দলের পক্ষে পল্লব দাসের ৫৯ রান এবং বিক্রম দেবনাথের ৪৩ রান উল্লেখযোগ্য। পাঞ্জাবের আর্যমান ধালীয়াল ৪২ রানে চারটি উইকেট পেয়েছে। ১৩ রানে পিছিয়ে থেকে পাঞ্জাব তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১৫ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। এর মধ্যে ১ উইকেট হারিয়ে পাঞ্জাব ৪৪ রান সংগ্রহ করেছে। ওপেনার বিশ্ব প্রতাপ সিং ৩৫ রানে এবং পোখরাজ মান ৪ রানে উইকেটে রয়েছেন। সংক্ষিপ্ত স্কোর: পাঞ্জাব প্রথম ইনিংসে ১৬২, দ্বিতীয় ইনিংসে এক উইকেটে ৪৪ রান। ত্রিপুরা প্রথম ইনিংসে ১৭৫ রান।

ভারত, পাকিস্তান সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন নিউজিল্যান্ডের পেসার অ্যাডাম মিলনে

ওয়েলিংটন, ২ জানুয়ারি (হি.স.): আসন্ন পাকিস্তান ও ভারত সফরে দল থেকে প্রত্যাহার করা হল নিউজিল্যান্ডের ফাস্ট বোলার অ্যাডাম মিলনেকে। সোমবার নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি) এ ঘোষণা করেছে। ডান-হাতি ফাস্ট বোলার মিলনে সম্প্রতি ভারতের বিরুদ্ধে হোম সিরিজের সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান। পরে ডিসেম্বরে তিনি ওয়েলিংটন ফায়ারবার্ডসের হয়ে সুপার স্ম্যাশ মরশুমের প্রথম দুটি ম্যাচও খেলেছিলেন। নিউজিল্যান্ডের নির্বাচক গ্যাভিন লারসেন বলেন, 'অ্যাডাম আমাদের সাথে আসন্ন সফরের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার সাথে কথা বলার পরে, আমরা একমত হয়েছি যে সফরের জন্য তার প্রস্তুতি তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট হবে না। তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

জুয়েলস - লালবাহাদুরের ম্যাচ দিয়ে আজ থেকে শুরু সুপার লিগ ফুটবল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। সুপার লিগের খেলা শুরু হচ্ছে আগামীকাল থেকে। প্রথম ম্যাচে জুয়েলস এসোসিয়েশন খেলবে লাল বাহাদুর ব্যামাগারের বিরুদ্ধে। লীগের খেলায় জুয়েলস এসোসিয়েশন ৩-২ গোলের ব্যবধানে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে পরাজিত করেছিল। সুপার লিগে কোন দল জয়ী হয় তাই এখন দেখার বিষয়। শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন ফুটবলের সুপার ফোরে উন্নীত অপর দুইটি দল হলো: এগিয়ে চলো সংঘ ও ফরোয়ার্ড ক্লাব। উল্লেখ্য, আগেই বলা হয়েছে সুপার লিগের খেলা শুরু হচ্ছে আগামীকাল থেকে। প্রথম ম্যাচ জুয়েলস এসোসিয়েশন বনাম লাল বাহাদুর ব্যয়ামাগরের মধ্যে। ৪ জানুয়ারি দ্বিতীয় ম্যাচ এগিয়ে চলো সংঘ খেলবে ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধে। ৬ জানুয়ারি তৃতীয় ম্যাচ ফরওয়ার্ড ক্লাব খেলবে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে। ৭ জানুয়ারি চতুর্থ ম্যাচে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার ও এগিয়ে চলো সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ৯ জানুয়ারি পঞ্চম ম্যাচে ফরোয়ার্ড ক্লাব খেলবে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের বিরুদ্ধে। ১০ জানুয়ারি সুপার লিগের শেষ ম্যাচে জুয়েলস এসোসিয়েশন লড়বে এগিয়ে চলো সংঘের বিরুদ্ধে। প্রতিদিন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বেলা দুইটা থেকে ম্যাচ শুরু হবে।

উইমেন্স টি-টোয়েন্টি লিগে ফিরতি ম্যাচেও ব্লাস্টার্সকে হারালো টাইটান্স

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। ফিরতি ম্যাচেও টাইটান্স জয়ী। এবার অবশ্য টাইটান্স আট উইকেটে হারিয়েছে প্রতিপক্ষ ব্লাস্টার্সকে। প্রথম সাক্ষাতে টাইটান্স ৬ উইকেটে ব্লাস্টার্সকে পরাজিত করেছিল। টিসিএ আয়োজিত বাইজুস ত্রিপুরা উইমেন্স টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ফিরতি লীগের খেলা চলছে। ওয়েস্ট ত্রিপুরা টাইটান্স আজ, শনিবার আট উইকেটে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ইউনাইটেড সাউথ ব্লাস্টার্সকে পরাজিত করে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে সকাল পৌনে দশটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ওয়েস্ট ত্রিপুরা টাইটান্স প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে ইউনাইটেড সাউথ ব্লাস্টার্স সীমিত ১১ ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে ৮১ রান সংগ্রহ করে. কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে ম্যাচ শুরুতে দেরি হওয়ায় ওভার সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়। সাউথ ব্লাস্টার্সের ইন্দ্র রাণী জমাতিয়া অপরাজিত থেকে পঞ্চাশ রান সংগ্রহ করলেও জয় হাসিল করতে পারেনি। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সুলক্ষণা রায় ও ঋজু সাহা জুটি দৃঢ়তাপূর্ণ অনবদ্য ব্যাট চালিয়ে সীমিত ১১ ওভার ফুরিয়ে যাওয়ার তিন বল বাকি থাকতে রোমাঞ্চকর ভাবে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। ২ উইকেট হারিয়ে তারা জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ব্যাটে-বলে দারুন খেলে সুলক্ষণা রায় প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

সামনেই পৌষ সংক্রান্তি। তাই বাজারে এসে গেছে তিল হরতকি।

রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারী।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ ধর্মনগরস্থিত উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন এবং হাসপাতালের বিভিন্ন পরিষেবা বিষয়ে খোঁজখবর নেন। তিনি ধর্মনগর হাসপাতালে আগে থেকেই তৈরি করা ডেডিকেটেড কোভিড হেলথ সেন্টারটিও ঘুরে দেখেন এবং সেখানে বিভিন্ন পরিষেবা খতিয়ে দেখেন।

পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের সবগুলি জেলা হাসপাতালগুলিতে আগরতলাস্থিত রাজ্যিক হাসপাতালগুলির মতো বিভিন্ন উন্নত পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সে লক্ষ্যেই এই পরিদর্শন।

তিনি আরও বলেন, এই পরিদর্শনের আগে মুখ্যমন্ত্রী এই হাসপাতালে এসে যে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা কতটা কার্যকর হয়েছে, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতেই পুনরায় এই পরিদর্শন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যিক হাসপাতালগুলিতে যে যে পরিকাঠামো ও লজিস্টিক সাপোর্ট রয়েছে এই সবগুলি জেলা হাসপাতালগুলিতে চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। এতে রাজ্যিক হাসপাতালগুলিতে যেমন রোগীর চাপ কমবে পাশাপাশি জেলাস্তরের রোগীদেরও সুবিধা হবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর পরিদর্শনকালে বিধায়ক মলিনা দেবনাথ, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা নাগেশ কুমার বি, জেলার এসপি ড. কিরণ কুমার কে, জেলা হাসপাতালের সুপার ডা. দীপক হালদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাবম সফরে এসে সাবম মহকুমা হাসপাতালটি পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা খতিয়ে দেখেন।

পরিদর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সাবম মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা আগের চেয়ে অনেকটাই উন্নত হয়েছে। মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক সাজ বাহিদ এ ও সাবম মহকুমার মহকুমা শাসক বিধান চন্দ্র রায়।

গোয়ালপোখরে আবাস যোজনার তালিকায় নাম না থাকার প্রতিবাদে বিক্ষোভ কংগ্রেসের

গোয়ালপোখর, ২ জানুয়ারি (হি. স.) : গোয়ালপোখর এক নম্বর ব্লকের গোয়াগাঁও-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে আবাস যোজনার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার প্রতিবাদে উপভোক্তাদের নিয়ে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি গ্রহণ করল কংগ্রেস। সোমবার এই কর্মসূচি গ্রহণ করে কংগ্রেস। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোয়াগাঁও এলাকার অধিকাংশ গরিব মানুষ আবাস যোজনার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ে বলে অভিযোগ। এদিন বঞ্চিত উপভোক্তাদের নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে স্মারকলিপি দিতে আসেন কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।

কিন্তু পঞ্চায়েত দফতরের গেটের সামনে তাঁদেরকে আটকে দেয় গোয়ালপোখর থানার পুলিশ। এর প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁরা পঞ্চায়েত অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ দেখাতে শুর করেন। গোয়ালপোখর থানার আইসির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। তাঁদের অভিযোগ, গোয়ালপোখর থানার আইসি তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে। অবিলম্বে আইসির পদ তাঁকে ছাড়তে হবে।

দুর্গাবাড়ি চা বাগানে প্রয়াত মন্ত্রী এন সি দেববর্মার স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারী।। রবিবার প্রয়াত হয়েছেন রাজ্য শাসক দলের জোট শরিক আইপিটি নেতা তথা রাজ্যের রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী এন সি দেববর্মা। গত ৩০ ডিসেম্বর শারীরিক অসুস্থতা বোধ করায় জিবি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসকদের দীর্ঘ চিকিৎসার চেষ্টাকে বিফল করে দিয়ে রবিবার দুপুর ২ টো ৪৫ মিনিটে প্রয়াত হন মন্ত্রী এন সি দেববর্মা। তাঁর প্রয়াণে রাজ্য সরকারের তরফে একদিনের সরকারি ছুটি ও তিনদিন রাজ্যব্যাপী শোক দিবস পালনের ঘোষণা করা হয়। এরই অঙ্গ হিসাবে সোমবার সকালে বামুটিয়া বিধানসভার দুর্গাবাড়ি চা বাগানে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। এই স্মরণ সভার শুরুতে মন্ত্রী এনসি দেববর্মার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আত্মার সদগতি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দুর্গাবাড়ি চা বাগানের মুখ্য উপদেষ্টা গোপাল চক্রবর্তী, সম্পাদক বংশী তাঁতি সহ বাগানের সকল শ্রমিক।

পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ প্রতাপগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারী।। সোমবার পূর্বদয় সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে নতুন বছর উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। ছিলেন পূর্বদয় সামাজিক সংস্থার সম্পাদিকা নীতি দেব। সোমবার পূর্বদয় সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে নতুন বছর উপলক্ষ্যে ২০০ জন দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। এদিন প্রতাপগড় মণ্ডলের সহায়তায় প্রতাপগড় বাজারে অবস্থিত রামঠাকুর বালিকা বিদ্যালয় মাঠে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুঃস্থ প্রায় শতাধিক মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন পূর্বদয় সামাজিক সংস্থার সম্পাদিকা নীতি দেব, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, মণ্ডল সভাপতি সহ অন্যান্যরা। কোভীডের চাপ রয়েছে। কিন্তু তা ভারতে খুব একটা প্রভাব ফেলবে না। কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মত পিতৃতুল্য একজন রয়েছেন। ২০২৩ সালে এই রাজ্যে ফের একবার মোদী সরকার প্রতিষ্ঠিত করে বার্তা দিতে হবে মোদী আছে তো সমস্ত কিছু সম্ভব। কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে বলেন পূর্বদয়া সামাজিক সংস্থার সম্পাদিকা নীতি দেব।

সাড়ম্বরে সম্পন্ন বিদ্যানগর শিববাড়ির প্রতিষ্ঠা ও শ্রীনামযজ্ঞের পক্ষকালীন মহোৎসবের দ্বিতীয় দিন

নিলামবাজার (অসম), ২ জানুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার নিলামবাজারের বিদ্যানগর গ্রামের ঐতিহ্যবাহী শিববাড়ির প্রতিষ্ঠা ও শ্রীনামযজ্ঞের পঞ্চাশতম বর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত পক্ষকালীন মহোৎসবের আজ দ্বিতীয় দিন সাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়েছে। শিবের জলাভিষেক, বিশেষ পূজা-অর্চনা ও সান্ধ্য কীর্তনের মাধ্যমে দ্বিতীয় দিন উদযাপিত হয়।

এতে প্রায় দেড় শতাধিক ভক্তবৃন্দ অংশ নেন। শিবমন্ত্র ও শিবস্তোত্র পাঠ করে মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গকে জল-দুধ দিয়ে অভিষেক করানো হয় ।মধ্যাহ্নে অনুষ্ঠিত হয় শিবের বিশেষ পূজা-অর্চনা। নিত্যপূজার অতিরিক্ত বিশেষ পূজাচারে পৌরোহিত্য করেন শিববাড়ির প্রতিষ্ঠাতা পূজারী দেবাশিস দাস (ভ্রমর সাধু)। পূজা শেষে পরিবেশিত হয় সান্ধ্যকীর্তন। স্থানীয় কীর্তনিয়াবৃন্দ এতে অংশ নেন।

প্রসঙ্গত, বিদ্যানগর শিববাড়ির সুবর্ণবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর এলাকায় বিপুল আনন্দ ও উৎসাহের আবহ তৈরি হয়েছে। দূর—দূরান্তের ভক্তকূল শিববাড়িতে জমায়েত হতে শুরু করেছেন। এদিকে অনুষ্ঠানের শুচিতা বৃদ্ধিতে গোটা গ্রামবাসী পক্ষকাল নিরামিষভোজী থাকার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। পনেরো দিনের এই আয়োজনকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য সকলের উপস্থিতি ও সহযোগিতা চেয়েছেন শিববাড়ির প্রতিষ্ঠাতা পূজারী ভ্রমর সাধু।

বাংলাদেশে জনজাতিদের বাড়িঘরে হামলার বিচার দাবি হিউম্যানিটি প্রোটেকশন ফোরামের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারী।। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী ম্রো জনজাতি গ্রামে হামলা, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাতের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং অবিলম্বে জড়িতদের যথাযথ আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন রাজ্যের মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যানিটি প্রোটেকশন ফোরাম। সোমবার সংগঠনটির চেয়ারম্যান ও ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গৌতম চাকমা এই দাবি জানান। তিনি বলেন 'বিভিন্ন মাধ্যমে জানান ১ জানুয়ারী রাতে একটি প্রাইভেট রাবার কোম্পানির কর্মচারী দেলোয়ার, মহসিন ও নুরুর নেতৃত্বে কোম্পানির শ্রমিক ও ৪ ট্রাক ভর্তি ভাড়াটে সন্ত্রাসীসহ দেড় শতাধিক বহিরাগত ভিন জাতির মানুষ বান্দরবান জেলার লামা উপজেলাধীন সরই ইউনিয়নের ৩০৩ নং ডুলুছড়ি মৌজায় অবস্থিত স্নেহরেন কার্বারী পাড়ায় এক হামলা চালায়। এ সময় হামলাকারী দুর্বৃত্তরা গ্রামের ৩টি বাড়ি কেরোসিন ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে দেয়, অপর ৬টি বাড়িতে ভাঙচুর চালায় এবং গরু-ছাগল, হাড়িপাতিল ও মোবাইলসহ ঘরের জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। যাদের বাড়িঘরে আগুন দেয়া হয় তারা হলেন চামরুম ম্রো, সিংচাং প্রো ও রেংইয়ং শো। এছাড়া হামলাকারীরা দুইঠেও ম্রো, রেস্তনক ম্রো, রেংইয়ং ম্রো, পাংরুং ম্রো ও ইরংরিং প্রোর ঘর ভেঙে দেয়া হয়। গৌতম চাকমা বলেন লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় দীর্ঘদিন ধরে ম্রো ও ত্রিপুরা জাতিসত্তার ৪০০ একর জমি জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে আসছে। তারই অংশ হিসেবে গতকাল আরও একবার জমির মালিকদের উপর হামলা চালানো হয়েছে। রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের বিরুদ্ধে ভূমি দস্যুতার অভিযোগ রয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, 'ইতিপূর্বে গত বছর ২৬ এপ্রিল এই জমি দখলের উদ্দেশ্যে রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ জন জাতিদের বিস্তৃত জুমভূমিতে আগুন দিয়ে খেত, বাগান ও পরিবেশ ধ্বংস করে দেয়। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে ম্রো ও ত্রিপুরাদের লাগানো বাগান ও গাছ কেটে দেয়া, তাদের নদীর জলে বিষ ঢেলে দিয়ে গ্রামবাসীদের হত্যার চেষ্ট ভূমি রক্ষার আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মিথ্যা মামলা দেয়া, ভূমি রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক রংধজন ত্রিপুরার উপর শারীরিক হামলা চালিয়ে তাকে হত্যার চেষ্টা, জমি ছেড়ে দেয়ার জন্য এলাকাবাসীকে হুমকি দেয়া, আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে উক্ত ৪০ একর জমিতে বনজঙ্গল কেটে সাফ করার অভিযোগ রয়েছে। এইচপিএফ নেতা গৌতম চাকমা হামলায় ক্ষতিহাদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান, ঘটনার নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের শাস্তি এবং রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ কর্তৃক ম্রো ও ত্রিপুরা জাতিসত্তার বংশপরম্পরায় ভোগদখল করা সমষ্টিগত মালিকানাধীন জমির বেদখল বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

শিশুভারতী ত্রিপুরার পক্ষ থেকে বার্ষিক সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২ জানুয়ারী।। প্রতি বছরের মতো এবারও সমাজে বিশেষ গুণের অধিকারী তিন জন গুণীকে সম্মানিত করতে চলেছে শিশুভারতী ত্রিপুরা। গতকাল শিশুভারতী এক সভার মধ্য দিয়ে শিশুভারতী ত্রিপুরার পক্ষ থেকে বার্ষিক সম্মাননা প্রদানের বিবৃতি প্রকাশিত হলো। এই বছর পেশাগত মানবিক কাজের জন্য মুরারীমোহন স্মৃতি শিশুভারতী সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ সমিক হাজরা। বৃক্ষ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে এবং বনসৃজনে অবদানের জন্য শিশুভারতী পরিবেশবন্ধু সম্মান পাচ্ছেন মনুবাজার সামাজিক স্বাস্থকেন্দ্রের কর্মী মরণ মালাকার এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মানিত হচ্ছেন সাব্রুমের প্রাক্তন বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রী সনজিৎ কুমার মালাকার। আগামী ৪রা জানুয়ারী ২০২৩ই রোজ বুধবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার হরিণায় আয়োজিত শিশুভারতীর প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানের মঞ্চে শিশুভারতীর বার্ষিক এই ত্রি-সম্মান প্রদান করা হবে বলে জানান শিশুভারতীর পরিচালক জয় দেবনাথ।

৩ জানুয়ারি ১০৮ তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ১০৮ তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস-এ ভাষণ দেবেন। এই বছরের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস-এর ফোকাল থিম হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে টেকসই উন্নয়ন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস-এ অংশগ্রহণকারীরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, গণিত শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক অংশগ্রহণে নারীদের সমান প্রবেশাধিকার প্রদানের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করার পাশাপাশি শিক্ষা, গবেষণা ও শিল্পের উচ্চ স্তরে নারীর সংখ্যা বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা ও চিন্তাভাবনা করবেন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নারীদের অবদান তুলে ধরার জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হবে। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস-এর প্রথম অধিবেশন ১৯১৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১০৮ তম বার্ষিক অধিবেশন মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রসন্ত তুকাদোজি মহারাজ নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে, যা এই বছর নিজস্ব শতবর্ষ উদযাপন করছে।

পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশ কিমের

পিয়ংইয়ং, ২ জানুয়ারি (হি.স.): আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়াকে প্রতিরোধে সূচকীয় হারে পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন। একইসঙ্গে তিনি নতুন আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলো (আইসিবিএম) উন্নত করতে বলেছেন।

স্থানীয় সময় রবিবার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে কিম এ কথা জানান। এর কয়েক ঘণ্টা আগেই উত্তর কোরিয়ার পূর্ব উপকূল থেকে স্বল্পপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে। নতুন বছরের প্রথম রাতের শেষভাগেই এই অস্ত্র পরীক্ষা চালাল দেশটি।

কিম বলেন, এটি কৌশলগত পারণাবিক অস্ত্রের অবাধ উৎপাদনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করছে এবং দেশের পারমাণবিক অস্ত্র সূচকীয় হারে বাড়ানোর প্রতি আহ্বান করছে।

কেসিএনএ বলছে, মৌলিক লক্ষ্য হিসেবে দ্রুত পাল্টা পারমাণবিক হামলার ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন ধরনের আইসিবিএম তৈরির নির্দেশ দেন কিম। কিম বলেন, উত্তর কোরিয়ার শিগগিরই সামরিক গোয়েন্দা স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের প্রস্তুতি রয়েছে।

করিমগঞ্জের মদনমোহন রোডে দোকানে চুরি, ধৃত এক

করিমগঞ্জ (অসম), ২ জানুয়ারি (হি.স.) : দোকান থেকে সামগ্রী কিনতে এসে চুরি কাণ্ডে ধরা পড়েছে এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে আজ সোমবার সীমান্ত শহর করিমগঞ্জের মদনমোহন রোডে।

জানা গেছে, করিমগঞ্জের ভাঙা এলাকার কাজিরগ্রামের বাসিন্দা সাহিল ইসলাম নামের এক যুবক আজ দুপুরের দিকে শহরে মদনমোহন রোডের নির্মল সেনের দোকানে স্টেশনারি সামগ্রী কিনতে আসে। কিন্তু কিছু সামগ্রী কেনাকাটা করার পর দোকান মালিক নির্মলবাবু পিছনে অন্য একটি ঘরে চলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ধৃত যুবক দোকানের ক্যাশবাক্স থেকে হাতিয়ে নেয় নগদ ৪০ হাজার টাকা।

কিছুক্ষণ পর দোকান মালিক ক্যাশবাক্সে হাত দিয়ে সেখান থেকে নগদ টাকা উধাও দেখে হইচই শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি খবর দেন তাঁর এক নিকটাত্মীয়কে। এর পর দোকানের পাশে অন্য একটি স্থানে নগদ টাকার বাণ্ডিল পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় সাহিল ইসলামের উপর।

ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে ভিড় জমে মদনমোহন রোডে। করিমগঞ্জের সদর থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন টাউন দারগা। যুবককে তালাশি চালিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিশন ২০২৪: মোদী-শাহ সারা বছর বাংলায় ৪০টি জনসভা করবেন, শুরু হবে এ মাসেই

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করেছে বিজেপি। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাংসদের সংখ্যা আরও বাড়ানোর জন্য দল তার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে ফের রাজনৈতিক ময়দানে নামানোর প্রস্তুতি নিয়েছে। এমাস থেকেই বাংলায় আগামী মার্চে হতে চলেছে লোকসভা নির্বাচনের শঙ্খধ্বনি।

রাজ্য বিজেপি সূত্র জানিয়েছে, এই মাসের ১৭ তারিখে ফের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বাংলায় আসছেন। তিনি দুটি জনসভা করবেন। প্রথম জনসভা দক্ষিণ ২৪ পরগণার মথুরাপুরে এবং দ্বিতীয় জনসভা হুগলির আরামবাগে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে দলের একটি সূত্র জানিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির কথা মাথায় রেখেই এই জনসভার প্রস্তাব করা হয়েছে। মথুরাপুরে অমিত শাহের জনসভায় শুধুমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা নয়, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা এবং হাওড়া থেকেও বিপুল সংখ্যক লোককে আকর্ষণ করবে। এখানে অমিত শাহ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রথম জনসভা করবেন। এরপর বর্ধমান, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়ার মত এলাকা থেকেও দলীয় কর্মীরা হুগলিতে জনসভা করতে আসবেন।

বিশেষ করে অমিত শাহের আগমনকে পশ্চিমবঙ্গের মতুয়া সম্প্রদায়ের স্থায়ী নাগরিকত্ব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার অপেক্ষা করা হচ্ছে। গত লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে রাজ্যের এই সম্প্রদায় স্থায়ী নাগরিকত্বের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। নাগরিকত্ব আইন সংসদে পাস হলেও পশ্চিমবঙ্গে এখনও তা কার্যকর হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে নিজে থেকেই এই আইন বাস্তবায়ন করতে পারে এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষকে স্থায়ী নাগরিকত্ব দিতে পারে, কিন্তু তা দেওয়া হয়নি, যা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে।

এখানকার বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরও এতে আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং অমিত শাহকে এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। এখন ফের নির্বাচন আসন্ন। মতুয়া সম্প্রদায় রাজ্যের অন্তত সাতটি লোকসভা আসনে নির্ধারক ভূমিকা পালন করে, তাই তাদের স্বার্থে যা ঘোষণা করা হবে তা গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কংগ্রেসের আমন্ত্রণে 'ভারত জোড়ো' পদযাত্রায় অংশ নিলেন শ্রীলেখা-বাদশা

কলকাতা, ২ জানুয়ারি (হি.স.): কংগ্রেসের 'ভারত জোড়ো' পদযাত্রায় অংশ নিলেন শ্রীলেখা মিত্র ও বাদশা মৈত্র। কংগ্রেসের আমন্ত্রণে অধীর চৌধুরীর সঙ্গে পথ হাঁটলেন তাঁরা। সাবর্ণ রায়চৌধুরীর পরিবারের প্রতিনিধি হিসেবে হাজির ছিলেন দেবর্ষি রায়চৌধুরী। এছাড়াও ছিলেন, প্রদীপ ভট্টাচার্য, প্রবোধ সিনহা এবং প্রখ্যাত চিকিৎসক কুণাল সরকার। তবে বামেদের কাউকে এদিনের মিছিলে দেখা যায়নি।

সোমবার উত্তর কলকাতায় 'ভারত জোড়ো'র এ রাজ্যের 'সাগর থেকে পাহাড়' পর্বের পদযাত্রার মঞ্চে উঠে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রীলেখা মিত্র বলেন, "আমি কংগ্রেসের পার্টি মেম্বার নই, সিপিএমের পার্টি মেম্বার নই। আমি কালকে কংগ্রেসে জয়েন করছি না। এরকম কিছু ভাববেন না। এই উদ্দেশ্যটা মহৎ, এই উদ্দেশ্যটার সাথে আমি একমত এবং রাজ্যে ও দেশে যে জিনিস হচ্ছে, যে অনাচার ও অবিচার করা হচ্ছে সাধারণ মানুষের প্রতি। সেখানে আমার একটাই কথা এই যে কোনও মিছিল বা কোনও সৎ উদ্দেশ্যে মানুষকে একত্রিত হতে দেখি তখন মনে একটা আশা জাগে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রশাসনিক পরিবর্তন সহ জেলার সীমানা নির্ধারণের সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনার দাবি বিডিএফ-এর

শিলচর (অসম), ২ জানুয়ারি (হি.স.) : গত শনিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে দিল্লিতে ক্যাবিনেট বৈঠকে বরাক উপত্যকা সহ অসমের বিভিন্ন জেলার সীমানা সংশোধন এবং প্রশাসনিক পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছে বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট-এর যুবফ্রন্ট (বিডিএফ-ওয়াইএফ)।

আজ সোমবার এক প্রেস বার্তায় বরাক ডেমোক্র্যাটিক যুবফ্রন্টের মুখ্য আহ্বায়ক কল্পার্ণব গুপ্ত বলেন, মন্ত্রিসভার ওই বৈঠকে কাটিগড়ার ১৭টি রাজস্ব গ্রামকে হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলায় জুড়ে দেওয়া হয়েছে। একই ভাবে বদরপুরের বিস্তীর্ণ এলাকাকে কাছাড় জেলার সাথে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর যুক্তি হিসেবে সরকারের তরফে আইন-শৃঙ্খলা সহ যোগাযোগ ও প্রশাসনিক সুবিধার কথা বলা হয়েছে। কল্পার্ণব বলেন, এই যুক্তি যে অসার বাস্তব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে তা জলের মতো স্পষ্ট হয়ে যায়।

তিনি বলেন, কাটিগড়ার যে বারোটি রাজস্ব গ্রাম করিমগঞ্জের সাথে যুক্ত করা হয়েছে তাতে একমাত্র টুকরগ্রাম ছাড়া বাকি সবকয়টি গ্রামের জনগণকে প্রশাসনিক কাজের জন্য প্রায় ৬৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে করিমগঞ্জ জেলা সদরে যেতে হবে। কারণ বরাক নদী পেরিয়ে করিমগঞ্জ যাওয়ার তাঁদের কোনও সরাসরি ব্যবস্থা নেই। একই ভাবে পূর্ব কাটিগড়ার যে গ্রামগুলিকে হাইলাকান্দি জেলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাঁরাও বরাক নদী পেরিয়ে সরাসরি জেলা সদরে যেতে পারবেন না। তার জন্য সেই বদরপুরের গ্যামন সেতু পেরিয়ে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে যেখানে শিলচরের সাথে তাঁদের দূরত্ব মাত্র ১৫ কিলোমিটার। করিমগঞ্জের সাথে রেলশহর বদরপুরের দূরত্ব ২১ কিলোমিটার। এবার নতুন জেলাসদর শিলচরের সাথে তাঁদের দূরত্ব হবে ৩৪ কিলোমিটার। ফলে জনগণের সময়, অর্থের অপচয়, ভোগান্তি সবকিছুই বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন, যাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা 'গ্রাউন্ড রিয়ালিটি'কে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেছেন এবং তাই যোগাযোগ ও প্রশাসনিক যে সুবিধার কথা বলা হচ্ছে তার কোনও ভিত্তি নেই। যুবফ্রন্টের মুখ্য আহ্বায়ক আরও বলেন, একইভাবে রাজনৈতিক স্বার্থে ১৯৮৯ সালে তৎকালীন বিধায়ক শহিদুল আলম চৌধুরী কাটিগড়া সার্কলকে হাইলাকান্দির সাথে জুড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু কাটিগড়াবাসী একবাক্যে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বলেন, গুগল ম্যাপ দেখে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রতিবাদ জানাচ্ছে বিডিএফ। কারণ এতে বরাকবাসী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।

তিনি বলেন, একটা মহলের ধারণা, একধরনের সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব নিয়ে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কল্পার্ণব বলেন, গণতন্ত্রে জনগণই শেষ কথা। তাই তাঁদের মতামত ও সুবিধা-অসুবিধাকে তোয়াক্কা না করে এ ধরনের স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাচ্ছে বিডিএফ। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।